পরিচয়

সাংবাদিকতায় সততা ও সাহসের প্রতীক ৩১ বছর ধরে প্রকাশিত

New York Vol. 30, Issue 1542, Saturday, 9 September 2023 FREE www.parichoy.com

ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের অগ্রগতি খুবই আনন্দদায়ক বললেন মোদি

বিস্তারিত ০৯ পাতায়

আরো আছে...

- ২০৪০ সালে শীর্ষ ২০ অর্থনীতির একটি হবে বাংলাদেশ-ইকোনমিস্ট ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের প্রতিবেদন-৫ম পাতায়
- নীরবে দমন করা হচ্ছে গণতন্ত্রকে, বাংলাদেশে লাখ লাখ মানুষ বিচারাধীন বলেছে নিউইয়র্ক টাইমস - ৫ম পাতায়
- খাদ্যপণ্যের বৈশ্বিক মূল্যসূচক দুই বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন বলেছে জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা-৫ম পাতায়
- যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশের পোশাক রপ্তানি কমেছে ২০%, কেমন করেছে অন্য দেশগুলো-৫ম পাতায়
- ইতিহাসের সবচেয়ে ভয়াবহ ডেঙ্গু সংক্রমণ বাংলাদেশে জানালো বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা - ৫ম পাতায়
- ট্রাম্প দৃশ্যপটে ফিরছেন, মিডিয়াও তা পছন্দ করছে, কেন?-৬ষ্ঠ পাতায়
- ট্রাম্প যদি আবার প্রেসিডেন্ট হন তাহলে যুক্তরাষ্ট্রের কী হবে? -৬ষ্ঠ পাতায়
- কর ফাঁকির মামলায় বিচারের মুখে হান্টার বাইডেন-৭ম পাতায়
- বাংলাদেশের ব্যাংক খাতে লুটপাট নীতি- ৮ম পাতায়
- ড. ইউনূস প্রসঙ্গে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর কাছে বিশ্বের ৪০ জন নেতার খোলা চিঠি-৮ম পাতায়

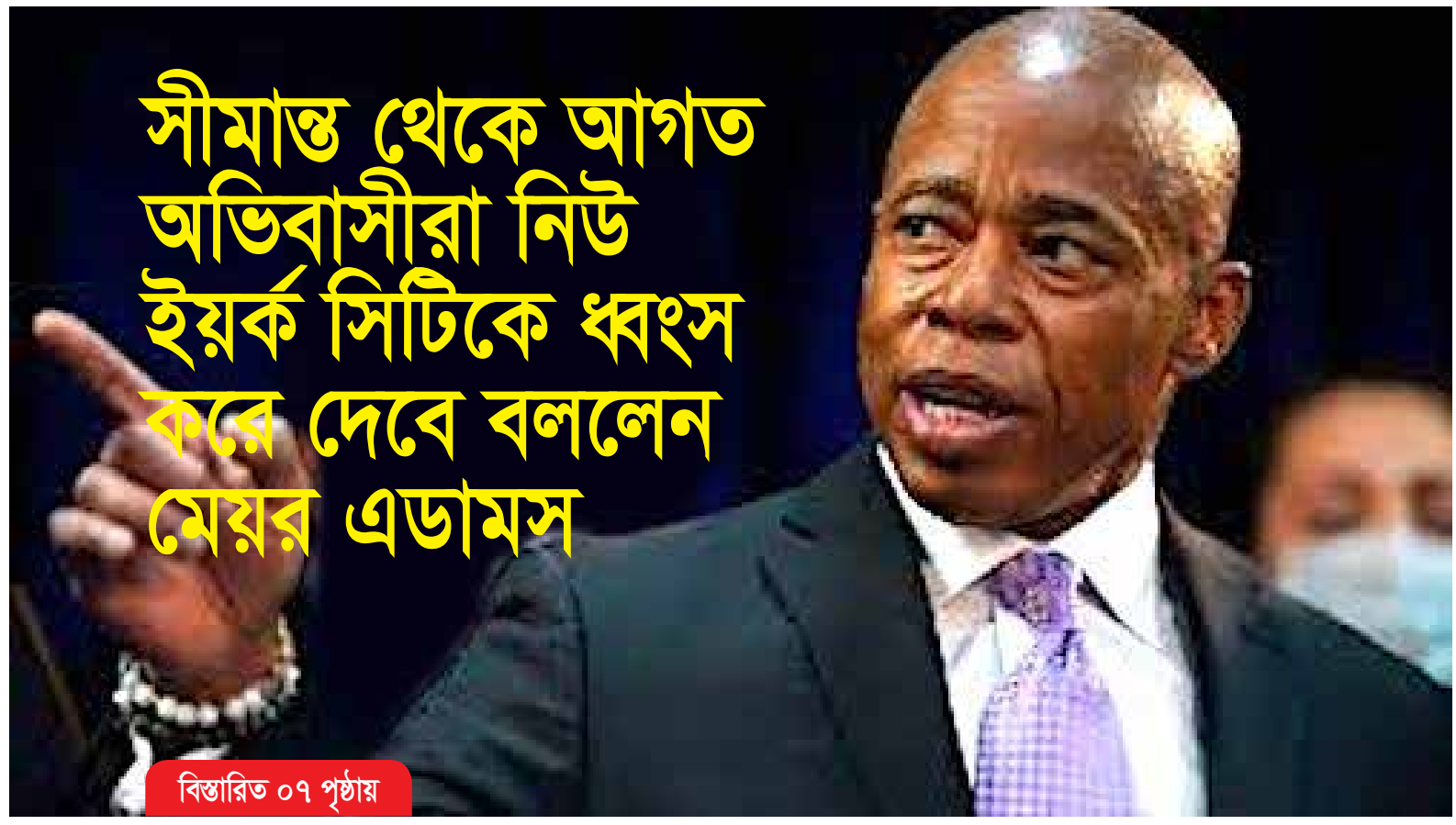

সীমান্ত থেকে আগত অভিবাসীরা নিউ ইয়র্ক সিটিকে ধ্বংস করে দেবে বললেন মেয়র এডামস

বিস্তারিত ০৭ পৃষ্ঠায়

যুক্তরাষ্ট্র থেকে বাংলাদেশের রেমিট্যান্স প্রায় ৫০ শতাংশ কমেছে

বিস্তারিত ১০ পৃষ্ঠায়

রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট
- প্রাইভেট অকশনের বাড়ি
- পাবলিক অকশনের বাড়ি
- ব্যাংক মালিকানা বাড়ি
- শর্ট-সেল ও REO প্রপার্টি

ফোন করুনঃ ৫১৬ ৪৫১ ৩৭৪৮
Eastern Investment
150 Great Neck Road, Great Neck, NY 11021
nurulazim67@gmail.com

Nurul Azim

বারী হোম কেয়ার
Passion for Seniors of NY Inc.
চলমান কেস ট্রান্সফার করে বেশী ঘন্টা ও সর্বোচ্চ পেমেন্ট পাবার সুবর্ণ সুযোগ নিন
আমরা HHA ট্রেনিং প্রদান করি
আমরা HHA, PCA & CDPAP সার্ভিসেস প্রদান করি
মেডিকেইড প্রোগ্রামের আওতায় আপনজনের সেবা করে ঘরে বসে বছরে সর্বোচ্চ আয় করুন $৫৫,০০০
চাকুরী দরকার? আমরা কেয়ারগিভার চাকুরী প্রদান করি, কোন সার্টিফিকেটের প্রয়োজন নাই
Asef Bari (Tutul) C.E.O Email: info@barihomecare.com www.barihomecare.com Cell: 631-428-1901
JACKSON HEIGHTS OFFICE: 72-24 Broadway, Lower Level, Jackson Heights NY 11372 | Tel: 718-898-7100
JAMAICA 169-06 Hillside Ave, 2nd Fl, Jamaica NY 11432 Tel: 718-291-4163
BRONX 2113 Starling Ave., Suite 201 Bronx NY 10462 Tel: 718-319-1000
LONG ISLAND 469 Donald Blvd, Holbrook NY 11741 Tel: 631-428-1901

NYC MASTER ELECTRICIAN
FREE ESTIMATES FULLY LICENSED & INSURED
GREEN POWER ELECTRIC CORP
OUR SERVICES
SERVICE UPGRADE # GENERAL WIRING # RESIDENTIAL & COMMERCIAL # VIOLATION REMOVAL # TROUBLESHOOTING # PANEL UPGRADE
CONTACT : 718-445-2740 Email : greenpowerelectric1@yahoo.com

CORE CREDIT REPAIR
ক্রেডিট লাইন নিয়ে সমস্যায় পড়েছেন?
ক্রেডিট লাইনের কারনে বাড়ী-গাড়ী কিনতে পারছেন না? তাহলে এখনই ঠিক করে নিন আপনার ক্রেডিট লাইন
- TAX Liens Charge Offs
- Inquiries
- Collections
- Garnishment
- Bankruptcy
- Late Payments

Call us 646-775-7008
www.cmscreditsolutions.com
Mohammad A Kashem
Credit Consultant
37-42, 72nd St, Suite#1D, Jackson Heights NY 11372
Email: kashem2003@gmail.com

MOINUL ISLAM

MH
Mega Homes Realty
Call To Find Out More
+1 917-535-4131
MLS REBNY

IATA APPROVED
অবিশ্বাস্য সেল!
718-721-2012
আমাদের অফিস শুধুমাত্র এস্টোরিয়ায়
ডিজিটাল ট্রাভেলস এস্টোরিয়া
দেশে যাওয়ার পথে ওমরাহ পালনের সুযোগ
$৭৭৫
25-78- 31ST., ASTORIA, NY 11102
Subway: N W 30 Avenue Station

Nazrul Islam
President & CEO

PEOPLE N TECH

A Global Leader in IT Training, Consulting, and Job Placement Since 2005

EARN 100K TO 200K PER YEAR

- Selenium Automation Testing
- SQL Server Database Administration
- Business Analyst

PROVIDED JOBS TO 7000+ STUDENTS.
100% JOB PLACEMENT
RECORD FOR THE LAST 17 YEARS.

Opportunity to get up to 50% scholarship for Bachelor's and Master's Degree as PeopleNTech Alumni from Partner University: www.wust.edu

Washington University of Science and Technology

Authorized Employment Agency by:

NYC Consumer and Worker Protection

Certified Training Institute by:

SCHEV

NYS Education Department Licensed Proprietary School Supervision

If you are making less than 80k/yr, contact now for two weeks free sessions:

info@piit.us 1-855-JOB-PIIT(1-855-562-7448) www.piit.us

ই-ভার্সন পেতে আপনার ইমেইল এড্রেস পাঠিয়ে দিন

parichoyny@gmail.com

কনগ্রেশনাল প্রক্লেমেশনপ্রাপ্ত, এক্সিডেন্ট কেইসেস
ও ইমিগ্রেশন বিষয়ে অভিজ্ঞ যুক্তরাষ্ট্র
সুপ্রিম কোর্টের এটর্নী এট ল'

এটর্নী মঈন চৌধুরী

Moin Choudhury, Esq.

Hon. Democratic District Leader at Large, Queens, NY

মাননীয় ডেমোক্রেটিক ডিস্ট্রিক্ট লিডার এট লার্জ, কুইন্স, নিউইয়র্ক।

সাবেক ট্রাষ্টি বোর্ড সদস্য-বাংলাদেশ সোসাইটি, ইন্‌ক.

917-282-9256

Moin Choudhury, Esq

Email: moinlaw@gmail.com

Moin Choudhury is admitted in the United States Supreme Court and MI State only. Also admitted in the U.S. Court of International Trade located in NYC

এক্সিডেন্ট কেইসেস

বিনামূল্যে পরামর্শ
কনস্ট্রাকশন কাজে দূর্ঘটনা
গাড়ী/ বিল্ডিং এ দূর্ঘটনা/ হাসপাতালে
বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম
ফেডারেল ডিজএবিলিটি
(কোন অগ্রিম ফি নেয়া হয় না)
Immigration

Timothy Bompart
Attorney at Law

(To Schedule Appointment Only)

Call:917-282-9256

E-mail: moinlaw@gmail.com

Moin Choudhury
Attorney at Law

Law offices of Timothy Bompart : 37-11 74 St., Suite 209, Jackson Heights, NY 11372

Manhattan Office By Appointment Only.

Moin Choudhury Law Firm, P.C. 29200 Southfield Rd, Suite # 108, Southfield, MI 48076

Timothy Bompart is admitted in NY only. Moin Choudhury is admitted in MI State only and the U.S Supreme Court.

২০৪০ সালে শীর্ষ ২০ অর্থনীতির একটি হবে বাংলাদেশ - ইকোনমিস্ট ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের প্রতিবেদন

পরিচয় ডেস্ক: ইলেকট্রনিক ভোগ্যপণ্য, তথ্যপ্রযুক্তি সেবা, টেলিযোগাযোগ, নবায়নযোগ্য জ্বালানি ও গাড়ির বিবেচনায় ২০৪০ সালের মধ্যে শীর্ষ ২০ অর্থনীতির একটি হবে বাংলাদেশ। এই তালিকায় বাংলাদেশের সঙ্গে ইন্দোনেশিয়াও স্থান পাবে। ফলে চীনের বিনিয়োগকারীদের জন্য বাংলাদেশ আকর্ষণীয় গন্তব্য হতে পারে। ইকোনমিস্ট ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের (ইআইইউ) এক প্রতিবেদনে এ তথ্য পাওয়া গেছে।

প্রতিবেদন অনুযায়ী, বাংলাদেশের বাজারের আকার ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ওপর নির্ভর করে এই পূর্বাভাস দেয়া হয়েছে। সম্ভাবনাময় খাত হিসেবে ইলেকট্রনিক ভোগ্যপণ্য, তথ্যপ্রযুক্তি সেবা, টেলিযোগাযোগ, নবায়নযোগ্য জ্বালানি ও গাড়ির কথা বলা হয়েছে।

প্রতিবেদনটি করা হয়েছে মূলত চীনের বিনিয়োগকারীদের বাজার সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে কোন দেশগুলো আকর্ষণীয় গন্তব্য হতে পারে, তার সম্ভাবনার নিরিখে। চীনের বহুল আলোচিত অঞ্চল ও পথ উদ্যোগ দ্বিতীয় দশকে পদার্পণ করেছে। সে উপলক্ষে এই প্রতিবেদন দিয়েছে ইআইইউ।

বিনিয়োগের গন্তব্য হিসেবে কোন দেশগুলো চীনের বিনিয়োগকারীদের কাছে সবচেয়ে আকর্ষণীয় হতে পারে, তাদের নিয়ে একটি র‍্যাঙ্কিং করেছে ইআইইউ। সেই র‍্যাঙ্কিং বা ক্রমতালিকায় বাংলাদেশের অবস্থান দ্বাদশ। এক দশক আগে ২০১৩ সালেও এমন একটি র‍্যাঙ্কিং করা হয়েছিল। যেখানে বাংলাদেশের অবস্থান ছিল ৫২তম। অর্থাৎ গত *বাকি অংশ ৩৭ পৃষ্ঠায়*

নীরবে দমন করা হচ্ছে গণতন্ত্রকে, বাংলাদেশে লাখ লাখ মানুষ বিচারাধীন বলেছে নিউইয়র্ক টাইমস

পরিচয় ডেস্ক: গত রোববার (৩রা সেপ্টেম্বর) প্রকাশিত প্রতিবেদনটির তথ্য সংগ্রহে প্রভাবশালী মার্কিন দৈনিক নিউ ইয়র্ক টাইমস পত্রিকার প্রতিবেদক মুজিব মার্শাল ও চিত্রগ্রাহক অটল লুক দুইবার বাংলাদেশ সফর করেন।

ওয়ার্ল্ড/এশিয়া/বাংলাদেশ-ডেমোক্রেসী-ইলেকশন শীর্ষক প্রতিবেদনে বলা হয়, বাংলাদেশে বহুদলীয় গণতন্ত্রকে পর্যায়ক্রমে শ্বাসরুদ্ধ করে ১৭ কোটি মানুষের এই দেশটির কোর্টগুলোকে লোকারণ্য করে তোলা হয়েছে। প্রায় প্রতিদিনই বিরোধী দলগুলোর হাজার হাজার নেতাকর্মী ও সমর্থককে সাধারণত অস্পষ্ট ও অসঙ্গতিপূর্ণ বিভিন্ন অভিযোগে বিচারকের সামনে হাজির হতে হচ্ছে।

তবে গুরুত্বপূর্ণ একটি নির্বাচনের মাত্র কয়েকমাসে আগে এটা করা হচ্ছে, যাতে তারা আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে প্রভাব রাখতে না পারে।

প্রধান বিরোধী দল বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের হিসাব অনুযায়ী, তাদের ৫ মিলিয়ন (৫০ লাখ) সদস্যের মধ্যে প্রায় অর্ধেককে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত মামলায় জড়ানো হয়েছে। সবচেয়ে সক্রিয় নেতা ও সংগঠকদের একেকজনের বিরুদ্ধে ডজন, এমনকি শতাধিক মামলা রয়েছে। রাজনৈতিক সভা সমাবেশ ও গভীররাতে কর্মসূচী নির্ধারণ নিয়ে আলোচনার *বাকি অংশ ৪১ পৃষ্ঠায়*

খাদ্যপণ্যের বৈশ্বিক মূল্যসূচক দুই বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন বলেছে জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা

পরিচয় ডেস্ক: জাতিসংঘের খাদ্য সংস্থার বৈশ্বিক খাদ্যমূল্যের সূচক গত আগস্টে দুই বছরের মধ্যে সর্বনিম্নে নেমে এসেছে। কারণ, চাল ও চিনির দাম বাড়লেও এর আগের মাসে বেশির ভাগ খাদ্যপণ্যের দাম তুলনামূলক বেশ কমে যাওয়ায় সার্বিক মূল্যসূচক নিম্নমুখী রয়েছে।

বৈশ্বিকভাবে সবচেয়ে বেশি বাণিজ্য হয়, এমন পণ্যদ্রব্যের দাম ওঠানামার ওপর নজর রাখে জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (এফএও)। আজ শুক্রবার সংস্থাটি বলেছে, আগস্ট মাসের ১২১ দশমিক ৪ পয়েন্টের তুলনায় জুলাই মাসে খাদ্যমূল্যের সংশোধিত গড় সূচক ছিল ১২৪ দশমিক শূন্য পয়েন্ট।

২০২১ সালের পর থেকে আগস্টের এই পরিসংখ্যান সর্বনিম্ন। এর অর্থ হলো, ইউক্রেনে রাশিয়ার হামলার পর ২০২২ সালের মার্চে পৌঁছানো সর্বকালের সর্বোচ্চ খাদ্যমূল্যের সূচক এখন ২৪ শতাংশ কমে *বাকি অংশ ৪২ পৃষ্ঠায়*

ইতিহাসের সবচেয়ে ভয়াবহ ডেঙ্গু সংক্রমণ বাংলাদেশে জানালো বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা

পরিচয় ডেস্ক: চলতি বছরে বাংলাদেশে ডেঙ্গু সংক্রমণকে পৃথিবীর ইতিহাসে সবচেয়ে ভয়াবহ বলে বর্ণণা করেছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও)। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে এই রোগটি ছড়িয়ে পড়েছে বলে মনে করে সংস্থাটি। বুধবার বিশ্ব *বাকি অংশ ৪২ পৃষ্ঠায়*

যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশের পোশাক রপ্তানি কমেছে ২০%, কেমন করেছে অন্য দেশগুলো

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক রপ্তানি চলতি বছরে এখন পর্যন্ত ঘুরে দাঁড়াতে পারেনি। গত জানুয়ারি থেকে জুলাই পর্যন্ত সাত মাসে দেশটিতে ৪৫৭ কোটি ডলারের পোশাক রপ্তানি করেছেন দেশের উদ্যোক্তারা। এই রপ্তানি গত বছরের একই সময়ের তুলনায় ১৯ দশমিক ৮২ শতাংশ কম।

বাংলাদেশের তৈরি পোশাকের একক বৃহত্তম বাজার যুক্তরাষ্ট্র। বাংলাদেশ থেকে রপ্তানি হওয়ার পোশাকের এক-পঞ্চমাংশের গন্তব্য এই বাজার। দেশটিতে গত বছর রপ্তানি হয়েছে মার্কিন ৯৭৩ কোটি ডলারের তৈরি পোশাক। বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবসায়ীরা পরিমাণের দিক থেকে তৃতীয় সর্বাধিক পোশাক বাংলাদেশ থেকে আমদানি করে থাকেন।

যখন বাংলাদেশের পোশাক রপ্তানি কমেছে, তখন অন্য প্রতিযোগী দেশগুলো কেমন করেছে?সেটি জানতে আগে সামগ্রিকভাবে বিভিন্ন দেশ থেকে যুক্তরাষ্ট্রের পোশাক আমদানি কতটা কমেছে বা বেড়েছে, তা দেখে নেওয়া যাক। চলতি বছরের প্রথম সাত মাসে যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবসায়ীরা বিভিন্ন দেশ থেকে মোট ৪ হাজার ৫৭৬ কোটি ডলারের পোশাক আমদানি করেছেন। এই আমদানি গত বছরের একই সময়ের তুলনায় ২২ শতাংশ কম। ইউএস ডিপার্টমেন্ট অব কমার্সের অফিস অব টেক্সটাইল অ্যান্ড অ্যাপারেলের (অটেক্সা) হালনাগাদ পরিসংখ্যান থেকে এসব তথ্য পাওয়া গেছে।

এই বাজারে সবচেয়ে বেশি পোশাক রপ্তানি করে চীন। চলতি বছরের প্রথম সাত মাসে তাদের রপ্তানি কমেছে ২৯ শতাংশ। গত জানুয়ারি-জুলাইয়ে যুক্তরাষ্ট্রে ৭১২ কোটি ডলারের পোশাক রপ্তানি করেন চীনা উদ্যোক্তারা। গত বছরের এই সময়ে তাদের রপ্তানির পরিমাণ ছিল ১ হাজার ২৮১ কোটি ডলার।

যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ পোশাক রপ্তানিকারক ভিয়েতনাম। এ বছরের প্রথম সাত মাসে দেশটি ৮২১ কোটি ডলারের পোশাক রপ্তানি করেছে যুক্তরাষ্ট্রে। গত বছরের একই সময়ে তাদের রপ্তানির পরিমাণ ছিল ১ হাজার ৯১ কোটি ডলার। সেই হিসাবে এবার ভিয়েতনামের রপ্তানি কমেছে পৌনে ২৫ শতাংশ।

অটেক্সার তথ্যানুযায়ী, যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে চলতি বছরের প্রথম সাত মাসে ২৯২ কোটি ডলারের পোশাক রপ্তানি করেছে *বাকি অংশ ৪২ পৃষ্ঠায়*

"কে কি বললেন"

আলোচনার মাধ্যমে ইউক্রেন যুদ্ধের অবসান করুন-রুশ পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে শেখ হাসিনা

আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে বৃহৎ শক্তিগুলোর ক্ষমতার প্রভাব বলয়ের ক্ষেত্র হিসেবে বাংলাদেশ ব্যবহৃত হতে চলেছে -ঢাকা সফরে রুশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী সের্গেই লাভরভ বক্তব্য ধরে বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।

ঋণখেলাপিরা আছেন ক্ষমতার আশপাশেই - বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গর্ভনর ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ

আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় থাকায় বাংলাদেশে হিন্দু ভাইবোনেরা নিরাপদে আছেন -দলটির সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের

পরিচয়
BANGLA WEEKLY THE PARICHOY

সম্পাদক: নাজমুল আহসান
Editor & Publisher: M. Najmul Ahsan
37-12, 75th Street, Suite 204, Jackson Heights, NY 11372, USA
Tel: 718.607.7014 | Fax: 718.559.4835
Email: parichoyny@gmail.com | web: www.parichoy.com

ট্রাম্প দৃশ্যপটে ফিরছেন, মিডিয়াও তা পছন্দ করছে, কেন?

বেলেন ফার্নান্দেজ : গত ১৪ আগস্ট সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প চতুর্থবারের মতো অপরাধমূলক কাজের অভিযোগে অভিযুক্ত হন। ওই দিন এমএসএনবিসি নেটওয়ার্ক বিখ্যাত সাংবাদিক র‍্যাচেল ম্যাডোর সঞ্চালনায় সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিলারি ক্লিনটনকে নিয়ে ট্রাম্পের ঘটনাবলি সম্পর্কিত আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

জর্জিয়ার মামলায় ২০২০ সালের নির্বাচন নস্যাৎ করার চেষ্টার অভিযোগে ট্রাম্প আরও ১৮ জনের সঙ্গে অভিযুক্ত হয়েছেনড়এই খবরসংক্রান্ত ম্যাডোর রাত নয়টার শোটি নজিরবিহীনভাবে ৩৯ লাখ ৩০ হাজার দর্শক দেখেছে।

এমএসএনবিসির সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম নেটওয়ার্কে পোস্ট করা হিলারির বক্তব্যের একটি অংশ ক্লিপ আকারে জুড়ে দিয়ে সেটির শিরোনাম দেওয়া হয়েছে, 'হিলারি ক্লিনটন সেই রাজনৈতিক ব্যবস্থা নিয়ে বিলাপ করেছেন, যা বাস্তব ফলাফলকে নয়, বরং রাজনৈতিক থিয়েটারকে পুরস্কৃত করে থাকে।'

এই কথাকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে হিলারি

বলেন, ট্রাম্পের উত্তরসূরি জো বাইডেন কোনো 'রাজনৈতিক নাটকের অভিনয়শিল্পী নন।' হিলারি বলেছেন, এক ধরনের নাটকধর্মী বোধ এখন মার্কিন জনমানসে প্রাধান্য বিস্তার করছে, যা 'বিভক্ত তথ্যের বাস্তুতন্ত্র' তৈরি করেছে। প্রেসিডেন্ট হিসেবে বাইডেনের কৃতিত্বের খবর প্রচার করা অধিকতর কঠিন করে তুলেছে। কারণ, বেশির ভাগ আমেরিকান এখন আর 'তাদের খবর এমএসবিসি থেকে পান না', বরং তাঁরা তা পান 'সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম থেকে'।

হিলারি বলছিলেন, যেহেতু জাতীয় অবকাঠামো এবং অন্যান্য জটিল বিষয় নিয়ে কথা শোনা এখন জনগণের কাছে 'ক্লিশে' হয়ে গেছে, তাই মিডিয়া ভেন্যুগুলো, 'ডোনাল্ড ট্রাম্প বা এই ধরনের ব্যক্তিদের মধ্যে যাঁরা আমাদের নেতিবাচক বার্তা দেওয়া ছাড়া কিছুই করেন না, তাঁদের সম্পর্কে কথা বলার বিষয়কেই বেছে নেয়। কারণ এসব আলাপ অনেক বেশি চটকদার ও উত্তেজনাপূর্ণ।' মজার বিষয় হলো, হিলারি যেটি বলছিলেন, ঠিক সেই কাজটিই তখন *বাকি অংশ ৪২ পৃষ্ঠায়*

ট্রাম্প যদি আবার প্রেসিডেন্ট হন তাহলে যুক্তরাষ্ট্রের কী হবে?

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের প্রাথমিক ধাপের প্রচার (যেটিকে সবাই 'প্রাইমারি' বলে থাকে) মৌসুম শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সবচেয়ে সম্ভাব্য চূড়ান্ত প্রার্থী হিসেবে যে দুজনের কথা মনে করা হচ্ছে, তাঁদের একজন জো বাইডেন এবং অন্যজন হলেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। অর্থাৎ এই দুজন আবার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় মুখোমুখি হবেন।

২০২০ সালের নির্বাচনী নকশা অবলম্বনে বিচার করা হলে বাইডেনই জয়ী হবেন বলে মনে হয়। কিন্তু আমেরিকার রাজনীতির ভবিষ্যৎ নিয়ে আগেভাগে নিশ্চিতভাবে কিছু বলা যায় না এবং দুই নেতার স্বাস্থ্যগত, আইনি অথবা অর্থনৈতিক অবস্থা ঘিরে ঘটা যেকোনো চমকে দেওয়া ঘটনা যেকোনো সময় দৃশ্যপট বদলে দিতে পারে। সে কারণে আমার অনেক বিদেশি বন্ধু আমাকে সমানে জিজ্ঞাসা করে যাচ্ছেন, ট্রাম্প যদি সত্যি সত্যি হোয়াইট হাউসে ফিরে আসেন, তাহলে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতি কী হবে?

এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া খুবই কঠিন। কারণ, ট্রাম্প নিজেই অনিশ্চিত মেজাজের লোক এবং তাঁর মতিগতি নিয়ে আগেভাগে কিছু বলা সম্ভব নয়। তাঁর প্রথম রাজনৈতিক কার্যালয়ই ছিল প্রেসিডেন্টের কার্যালয় এবং তাঁর রাজনৈতিক আচরণও ছিল অত্যন্ত অপ্রচলিত।

টেলিভিশনের রিয়েলিটি শোর তারকা হিসেবে ট্রাম্পের সাফল্য এটিই প্রমাণ করে, তিনি সব সময়ই ক্যামেরার মনোযোগ আকর্ষণে ব্যস্ত ছিলেন; আর সে কারণেই তাঁকে আমরা এমন সব কথাবার্তা বলতে শুনেছি, যা সত্য থেকে অনেক দূরবর্তী। তাঁকে এমন সব আচরণ করতে দেখেছি, যা প্রচলিত রীতিনীতিকে ভেঙে দেয়।

রাম্প এ বিষয়ে অবহিত যে বিশ্ববাণিজ্যের অসম অর্থনৈতিক প্রভাবকে প্রত্যাখ্যান করে এবং অভিবাসন ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের বিষয়ে মার্কিন নাগরিকদের মনে জমে থাকা ক্ষোভ কাজে লাগিয়ে তিনি জনগণের মধ্যে, বিশেষ করে কলেজের গণ্ডি পার হননি, এমন শ্বেতাঙ্গ বৃদ্ধদের উন্মত্ত করে তুলতে পারেন। ক্রমাগত জনতুষ্টিবাদী, সংরক্ষণবাদী ও জাতীয়তাবাদী ভাষণ দিয়ে তিনি নিরবচ্ছিন্নভাবে সংবাদমাধ্যমের আলোচনায় থেকেছেন।

২০১৬ সালের আগে বহু মানুষ মনে করেছিলেন, শেষ পর্যন্ত ট্রাম্প তাঁর রাজনৈতিক আবেদনকে প্রসারিত করে সমর্থক ও বিরোধীড়সব মহলের প্রেসিডেন্ট হবেন। বেশির ভাগ রাজনীতিকই তা-ই করেন। কিন্তু প্রেসিডেন্ট হওয়ার পরও তিনি সবার হতে পারেননি; তিনি অনুগতদের প্রতি অতিমাত্রায় পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন করে যাচ্ছিলেন এবং যাঁরাই তাঁর সমালোচনা

রিপাবলিকানদের মধ্যে পর্যন্ত যাঁরা প্রকাশ্যে ট্রাম্পের বিরোধিতা করেছিলেন, তাঁরা তাঁদের ট্রাম্প-সমর্থিত প্রতিপক্ষদের কাছে হেরে গেছেন। এর ফলে ট্রাম্প রিপাবলিকান পার্টিতে প্রায় সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছেন। ২০২০ সালের নির্বাচনে তাঁর উগ্র ডানপন্থী আবেদনের কারণে হয়তো তাঁকে প্রধান প্রধান দোদুল্যমান অঙ্গরাজ্যে কিছু উদার রিপাবলিকান ও দলনিরপেক্ষ ভোটারদের সমর্থন হারাতে হয়েছিল।

প্রেসিডেন্ট হিসেবে ট্রাম্প নিজেকে তাঁর পূর্বসূরিদের চেয়ে একেবারে আলাদা প্রকৃতির বলে প্রমাণ করেছেন। তিনি প্রায়ই বড় ধরনের নীতির বিষয় (এমনকি মন্ত্রীদের বরখাস্ত করার কথা) টুইটারে ঘোষণা দিতেন এবং মনে হতো, তিনি কতকটা তাৎক্ষণিক ঝোঁকের বশে এসব ঘোষণা দিতেন। হুটহাট করে যাঁকেতাঁকে, যখন-তখন বরখাস্ত করার কারণে তাঁর প্রশাসনে শীর্ষ কর্মীদের ঘন ঘন পরিবর্তন এবং পরস্পরবিরোধী নীতির বার্তা ঘোষণার দ্বারা চিহ্নিত হয়ে উঠেছিল।

পাশাপাশি প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প তাঁর নিজের শীর্ষ কর্মকর্তাদের ক্ষমতাও ছেঁটে দিয়েছিলেন। তাঁর কোনো কাজ কারও পক্ষে আগেভাগে বুঝে উঠতে না পারার বিষয়টিকে তিনি তাঁর প্রধান রাজনৈতিক হাতিয়ার বানাতে সক্ষম হয়েছিলেন।

ট্রাম্প ঐতিহ্যগত রিপাবলিকান নীতির বাইরে গিয়ে গভীরভাবে নিজস্ব নীতিতে বিশ্বাসী। তিনি দীর্ঘদিন ধরে বাণিজ্য খাতে সুরক্ষাবাদী মতামত প্রকাশ করে আসছেন এবং আমেরিকার মিত্ররা বাণিজ্যিক সংহতির নামে আমেরিকার কাছ থেকে বাড়তি সুবিধা নিচ্ছে দাবি করে জাতীয়তাবাদী বিরক্তি প্রকাশ করেছেন।

তিনি প্রকাশ্যে ১৯৪৫-পরবর্তী উদারনৈতিক আন্তর্জাতিক ব্যবস্থাকে চ্যালেঞ্জ করেছেন এবং ন্যাটোকে একটি অসার সংগঠন বলে ঘোষণা করেছেন। এর ফলে তাঁর সাবেক অন্যতম জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা জন বোল্টন আশঙ্কা প্রকাশ করে বলেছেন, ট্রাম্প যদি আবার প্রেসিডেন্ট হন, তাহলে তিনি ন্যাটো থেকে যুক্তরাষ্ট্রকে প্রত্যাহার করে নিতে পারেন। ট্রাম্প সম্প্রতি তাঁর দিক থেকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, 'ন্যাটোর উদ্দেশ্যকে পুনর্মূল্যায়ন করতে আমার প্রশাসন যে প্রক্রিয়া শুরু করেছিল, আমরা তা অবশ্যই শেষ করব।'

ট্রাম্প প্রেসিডেন্ট থাকাকালে তিনি প্যারিস জলবায়ু চুক্তি থেকে যুক্তরাষ্ট্রকে সরিয়ে এনেছিলেন এবং প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার তদবিরে করা আন্তপ্রশান্ত মহাসাগরীয় অংশীদারত্ব থেকেও বেরিয়ে এসেছিলেন। তিনি বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থাকে দুর্বল করে দিয়েছিলেন। তিনি মিত্রদেশগুলো থেকে ইস্পাত ও অ্যালুমিনিয়াম আমদানিতে বাণিজ্য শুল্ক বসিয়েছিলেন; চীনের বিরুদ্ধে বাণিজ্যযুদ্ধ শুরু করেছিলেন; ইরান চুক্তি থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন; জি-৭-এর কড়া সমালোচনা করেছিলেন এবং মানবাধিকার লঙ্ঘন করা কুখ্যাত কর্তৃত্ববাদী শাসকদের প্রশংসা করেছিলেন। তিনি রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে সদ্ভাব বজায় রেখেছিলেন এবং ইউক্রেনের প্রতি সমর্থন দেওয়া থেকে দূরে ছিলেন।

জরিপে দেখা গেছে, ট্রাম্পের সময় আমেরিকার প্রাধান্যবিস্তারী ক্ষমতা বা সফট পাওয়ার লক্ষণীয়ভাবে কমে গিয়েছিল। টুইটার বার্তা একটি বৈশ্বিক অ্যাজেন্ডাকে যেমন তৈরি করতে সাহায্য করে, আবার সেই বার্তার বিষয় ও প্রকাশভঙ্গি অন্য দেশকে আহতও করতে পারে। ট্রাম্প বরাবরই মানবাধিকার বিষয়ে খুবই কম মনোনিবেশ করেছেন। বিশ্ব প্রতিষ্ঠানগুলোকে নেতৃত্ব দেওয়ার সুবাদে যুক্তরাষ্ট্র দীর্ঘদিন ধরে যে সুবিধা ভোগ করে এসেছে, তিনি তা-ও খর্ব করেছেন।

ট্রাম্প জনমতকে নিজের দিকে টানার যোগ্যতা ইতিমধ্যে *বাকি অংশ ৪২ পৃষ্ঠায়*

মানহানির মামলায় নিউ ইয়র্কের আদালতে ধাক্কা খেলেন ট্রাম্প

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের লেখিকা ই জিন ক্যারলের বিরুদ্ধে সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের মানহানিকর মন্তব্য করার অভিযোগ সত্য বলে প্রমাণ মিলেছে। নিউইয়র্কের ফেডারেল বিচারক লুইস কাপলান গত বুধবার এক রায়ে এ কথা জানান। আদালত আপাতত ট্রাম্পকে কত ডলার ক্ষতিপূরণ দিতে হবে, তা খতিয়ে দেখবে। সংবাদমাধ্যম ডয়চে ভেলে জানায়, মার্কিন লেখিকা ক্যারল অভিযোগ তুলেছেন যে, ১৯৯০ সালে নিউইয়র্কের ম্যানহাটানের একটি দোকানে ট্রাম্প তাকে যৌন হেনস্তা করেছিলেন। ২০১৯ সালে এই অভিযোগ সামনে এনে তিনি ট্রাম্পের বিরুদ্ধে মামলা করেন। ক্যারল ওই মামলা করার পর ট্রাম্প সে বিষয়ে বেশ কিছু মন্তব্য করেন। ট্রাম্পের এসব মন্তব্য মানহানিকর বলে দ্বিতীয়বার আদালতের দ্বারস্থ হন ক্যারল।

দ্বিতীয় মানহানির মামলায় ২৫ পৃষ্ঠার রায়ে বিচারক কাপলান জানান, এই মামলার সঙ্গে যুক্ত অন্য একটি মামলায় গত মে মাসে জুরিরা ট্রাম্পকে দোষী সাব্যস্ত করেছিল। ১৯৯০ সালে ট্রাম্প ডিপার্টমেন্টাল স্টোরে ক্যারলকে যৌন হেনস্তা করেছিলেন বলে জানিয়েছিলেন জুরিরা। দোষী সাব্যস্ত হওয়ার পর ট্রাম্পকে ওই মামলায় ৫০ লাখ ডলার ক্ষতিপূরণ দিতে বলা হয়েছিল। কিন্তু ট্রাম্প উচ্চ আদালতে আপিল করেন। আগামী জানুয়ারি মাসে সেই মামলার শুনানি আছে।বিচারক জানান, ওই মামলার নিষ্পত্তি হলে জানা যাবে, সব মিলিয়ে ট্রাম্পকে কত টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে হবে ট্রাম্পের বিরুদ্ধে আরও চারটি ফৌজদারি মামলা চলছে। এর মধ্যে দুটি মামলায় ট্রাম্পের বিরুদ্ধে প্রভাব খাটিয়ে ২০২০ সালের মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ফলাফল পাল্টে দেয়ার চেষ্টার অভিযোগ করা হয়েছে। সম্প্রতি জর্জিয়ায় এমনই একটি মামলার জেরে জেলে গিয়ে ট্রাম্পকে জামিন নিতে হয়েছে । এত কিছুর পরেও ২০২৪ সালের নির্বাচনের জন্য লড়াই করছেন ট্রাম্প। রিপাবলিকান প্রার্থীদের মধ্যে এখনো তিনি সবচেয়ে এগিয়ে।

নজিরবিহীন সংকটে যুক্তরাষ্ট্র, সেনাবাহিনীতে যোগদানে অযোগ্য ৭৭ শতাংশ তরুণ

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক বাহিনীতে নিয়োগের ক্ষেত্রে নজিরবিহীন সংকট দেখা দিয়েছে। স্বাস্থ্য, শিক্ষা, রাজনৈতিক ও সামাজিক চ্যালেঞ্জের মুখে অধিকাংশ আমেরিকান তরুণ সামরিক বাহিনীতে যোগদানের শর্তে পাস করতে পারছে না। ফলে চীনের মতো অন্যান্য শত্রুদের মোকাবিলায় মার্কিন বাহিনীর যুদ্ধ প্রস্তুতি দুর্বল হয়ে পড়তে পারে।

চলতি বছরের মার্চ মাসে আমেরিকান মিলিটারি নিউজ জানিয়েছে, ২০২০ সালের মার্কিন সেনা সদর দপ্তর পেন্টাগনের এক গবেষণায় দেখা গেছে, কোনো ধরনের ছাড় না দিলে ৭৭ শতাংশ তরুণ আমেরিকান সামরিক বাহিনীতে যোগদানের ক্ষেত্রে যোগ্য বলে বিবেচিত হয় না। এশিয়া টাইমসের খবরে বলা হয়েছে, নিয়োগের ক্ষেত্রে অযোগ্যতার মধ্যে প্রধান কারণের মধ্যে স্থূলতা (১১ শতাংশ), মাদক ও অ্যালকোহলের অপব্যবহার (৮ শতাংশ), স্বাস্থ্যগত ইস্যু (৭ শতাংশ)। ২০১৩ থেকে ২০২৩ সালের মধ্যে মানসিক স্বাস্থ্য ও স্থূলতাজনিত কারণে অযোগ্যতার হার বেড়েছে।

নতুন সেনা সদস্য নিয়োগদানের চ্যালেঞ্জের কথা মার্কিন প্রতিরক্ষা দপ্তরও স্বীকার করেছে বলে জানিয়েছে আমেরিকান মিলিটারি নিউজ। প্রতিরক্ষা দপ্তর বলছে, সেনাবাহিনীতে যোগদানের ক্ষেত্রে আগের প্রজন্মের তুলনায় এখনকার তরুণরা বেশি যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন ও কম আগ্রহী।

এবারের সামরিক বাহিনীতে নিয়োগাদনের লক্ষ্যমাত্রা পূরণ নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন পেন্টাগন নেতারা। তারা বলছেন, এ বছর এক লাখ ৭০ হাজারের বেশি তরুণ যোগদান করলেও লক্ষ্যমাত্রা পূরণ হবে না।

চলতি বছরের জুলাই মাসে মার্কিন সংবাদমাধ্যম ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল জানিয়েছে, এ বছর ৬৫ হাজার সৈনিক নিয়োগের লক্ষ্যমাত্রা গ্রহণ করেছে মার্কিন সেনাবাহিনী। তবে লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ১৫ হাজার কম সৈনিক যোগদান করবে।

সীমান্ত থেকে আগত অভিবাসীরা নিউ ইয়র্ক সিটিকে ধ্বংস করে দেবে বললেন মেয়র এডামস

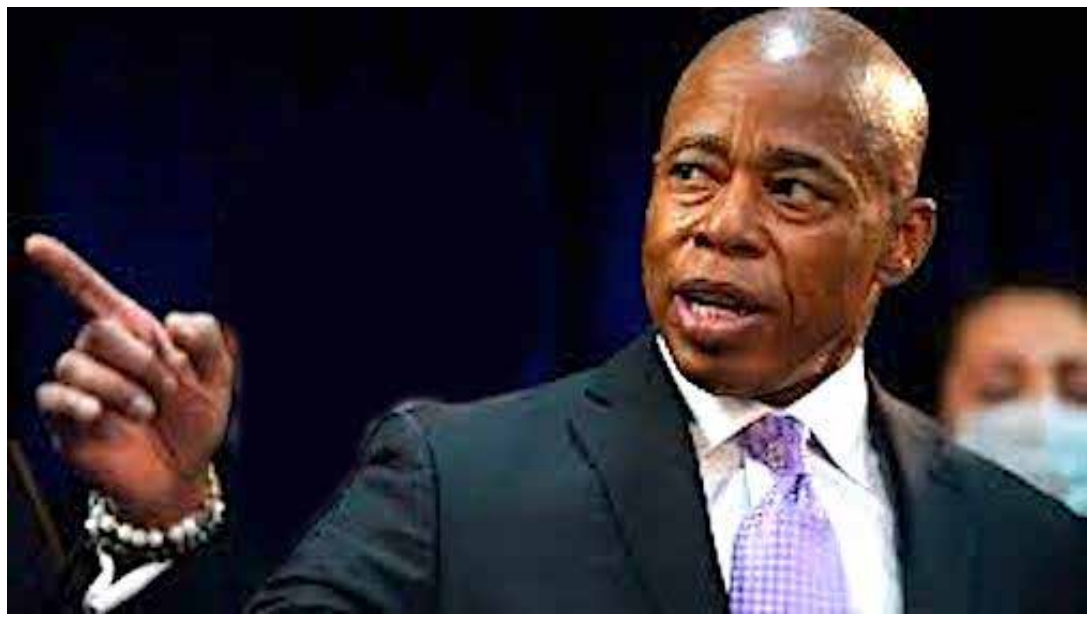

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের সীমান্ত দিয়ে অবৈধভাবে আসা অভিবাসীদের কারণে নিউ ইয়র্ক শহর ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে বলে মন্তব্য করেছেন নগরের মেয়র এরিক অ্যাডামস। তিনি দাবি করেন, নিউইয়র্ক সিটি দক্ষিণ সীমান্ত থেকে এক লাখ ১০ হাজার আশ্রয়প্রার্থীর আগমনের কারণে 'ধ্বংসের' মুখে আছে এবং হয়ে যাচ্ছিল এবং তিনি এই সমস্যার কোনো সমাধান দেখতে পাচ্ছেন না। ম্যানহাটানে আয়োজিত একটি টাউন হল সভায় ক্ষুব্ধ বক্তব্য দেন মেয়র এরিক। তিনি ডেমোক্রেট দলের সদস্য এবং দুই বছর ধরে মেয়রের দায়িত্বে রয়েছেন। তিনি দাবি করেন যে, সীমান্ত দিয়ে অবৈধভাবে আসা অভিবাসীদের কারণে নিউ ইয়র্ক ১২ বিলিয়ন ডলার বাজেট ঘাটতিতে রয়েছে। এর আগেও এ বছরের শুরুতে তিনি বলেছিলেন যে, নিউ ইয়র্ক সিটি যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে জনবহুল শহর এবং সীমান্তের বিভিন্ন জায়গা থেকে যেসব অভিবাসী পাঠানো হচ্ছে তাদের জন্য এখানে কোনো জায়গা নেই।

গত ৬ সেপ্টেম্বর বুধবার অনুষ্ঠিত ওই সভায় মেয়র এরিক এডামস আরো বলেন, আমি আমার পুরো জীবনেও এমন কোনো সমস্যা দেখিনি যার সমাধান করা যায়নি। কিন্তু নিউ ইয়র্ক সিটি এখন যে অভিবাসী সংকটের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে, তার কোনো শেষ আমি দেখতে পাচ্ছি না। এটি নিউ ইয়র্ককে ধ্বংস করে দেবে।

অ্যাডামসের মতে, নিউ ইয়র্ক প্রতি মাসে ১০ হাজারেরও বেশি অভিবাসী গ্রহণ করছে। পূর্ববর্তী বছরগুলিতে বেশিরভাগ নবাগতরা মধ্য এবং দক্ষিণ আমেরিকা থেকে এসেছিল। কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে পশ্চিম আফ্রিকা থেকেও অভিবাসীরা আসছেন। মেক্সিকো থেকে রুশ ভাষাভাষীরাও আসছে বলে অভিযোগ করেন এরিক। যদিও মেয়র এরিক অ্যাডামস একজন ডেমোক্র্যাট। তারপরেও তিনি ডেমোক্র্যাট দলীয় প্রেসিডেন্ট বাইডেন প্রশাসনের অভিবাসন নিয়ে উদার নীতির সমালোচনা করেন। গত জানুয়ারিতে তিনি বলেছিলেন, এই সংকট সমাধানে ফেডারেল সরকারের পদক্ষেপ নেয়ার এখনই সেরা সময়। রিপাবলিকান নিয়ন্ত্রিত রাজ্য যেমন টেক্সাস ও ফ্লোরিডা থেকে অবৈধ অভিবাসীদের নিউ ইয়র্ক সিটিতে পাঠানো হয়। এটি নিউইয়র্ক সিটিতে গৃহহীন মানুষের জন্য আবাসন সংকটকে আরও বাড়িয়ে তুলেছে।

মোদী-বাইডেন বৈঠকে যা আলোচনা হলো

পরিচয় ডেস্ক: প্রায় ৫০ মিনিট ধরে মার্কিন প্রেসিডেন্ট বাইডেন ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর মধ্যে ৫০ মিনিট ধরে বৈঠক হলো। গত ৮ সেপ্টেম্বর শুক্রবার রাতে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও অ্যামেরিকার প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকের পর যৌথ বিবৃতিও জারি করা হয়েছে। এই প্রথম দ্বিপাক্ষিক বৈঠক হয়েছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ৭ লোককল্যাণ মার্গের বাসভবনে।

বাইডেন জানিয়েছেন, জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে স্থায়ী সদস্য হওয়ার জন্য ভারতের দাবি তিনি সমর্থন করেন। ২০২৮-২৯ সালে ভারত আবার নিরাপত্তা পরিষদে নন-পার্মানেন্ট সদস্য হবে। তাকেও স্বাগত জানিয়েছেন বাইডেন।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট বলেছেন, জি২০-র পর ২০২৪ সালে ভারতে কোয়াডের শীর্ষবৈঠক হবে। সেটাও খুব গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক।কোয়াডে অ্যামেরিকা ও ভারত ছাড়া আছে জাপান ও অস্ট্রেলিয়া। মূলত, চীনের প্রভাবের মোকাবিলা করার জন্যই একজোট হয়েছে এই চার দেশ।

প্রদানমন্ত্রী মোদীও বলেছেন, কোয়াডের শীর্ষ বৈঠকে প্রেসিডেন্ট বাইডনকে স্বাগত জানাবার জন্য তিনি মুখিয়ে আছেন। তাছাড়া অ্যামেরিকা যেভাবে ইন্দো-প্যাসিফিক ওশানস ইনিশিয়েটিভে(আইওপিআই) যোগ দিয়েছে এবং যৌথভাবে নেতৃত্ব দিতে রাজি হয়েছে, তাকে স্বাগত জানিয়েছেন মোদী।

ইন্দো-প্যাসিফিকে চীনের তৎপরতা নিয়ে অ্যামেরিকা ও ভারত উদ্বিগ্ন। সেই পরিপ্রেক্ষিতে মোদী-বাইডেন বৈঠকে এই বিষয়গুলি উঠে আসার আলাদা তাৎপর্য আছে।

দুই নেতাই বলেছেন, দুই দেশের মধ্যে বন্ধুত্ব আরো সুদৃঢ় হয়েছে, দুই দেশের মানুষ আরো কাছাকাছি এসেছেন। দুই দেশের মধ্যে প্রযুক্তি ও পরিকাঠামো সংক্রান্ত যৌথ কর্মসূচি নিয়েও আলোচনা হয়েছে।

যৌথ বিবৃতিতে বলা হয়েছে, চন্দ্রযান-৩ চাঁদে সফলভাবে পা রাখার জন্য বাইডেন মোদীকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। বলা হয়েছে, ইসরো ও নাসা সহযোগিতা ও সমন্বয় করে চলছে। মহাকাশে ভারতীয় মহাকাশচারীকে পাঠানো নিয়েও ইসরোর সঙ্গে কথা বলছে ও সহযোগিতা করছে নাসা।

দীর্ঘ যৌথ বিবৃতিতে দুই দেশ কীভাবে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সহযোগিতা করছে ও করবে তা বিস্তারিতভাবে বলা হয়েছে। - পিটিআই, এএনআই, রয়টার্স, এনডিটিভি

কর ফাঁকির মামলায় বিচারের মুখে হান্টার বাইডেন

পরিচয় ডেস্ক: কর ফাঁকি ও আগ্নেয়াস্ত্র মামলায় মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের ছেলে হান্টার বাইডেনকে অভিযুক্ত করতে ২৯ সেপ্টেম্বরের মধ্যে আদালতে আবেদন করা হবে। গত ০৬ সেপ্টেম্বর বুধবার আদালতে দাখিল করা এক নথিতে কৌঁসুলিরা এসব কথা জানান।

হান্টার বাইডেনের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ তদন্ত করতে গত মাসে আইনজীবী ডেভিড ওয়েইসকে স্পেশাল কাউন্সেল হিসেবে নিয়োগ দেন যুক্তরাষ্ট্রের অ্যাটর্নি জেনারেল মেরিক গারল্যান্ড। গতকাল আদালতে দাখিল করা নথিতে ওয়েইস বলেছেন, দ্রুতবিচার আইনে হান্টার বাইডেনকে ২৯ সেপ্টেম্বরের মধ্যে এসব অভিযোগে অভিযুক্ত করতে আদালতের কাছে আবেদন জানাবে সরকার। মামলার বিষয়ে সার্বিক অগ্রগতি জানিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের ডিস্ট্রিক্ট জজ মারইয়েলেন নোরেইকাকে পাঠানো এক নথিতে ডেভিড ওয়েইস বলেছেন, সরকার চাচ্ছে, নির্ধারিত সময়ের (২৯ সেপ্টেম্বর) আগেই হান্টার বাইডেনের বিরুদ্ধে হওয়া এই মামলায় আদালত থেকে তাঁকে অভিযুক্ত করা হোক। ২০১৭ ও ২০১৮ সালে সাড়ে ১৩ লাখ ডলার আয়ের ওপর হান্টার বাইডেন কর দেননি বলে অভিযোগ রয়েছে। অবৈধ অস্ত্র রাখার অভিযোগও রয়েছে হান্টারের বিরুদ্ধে। অবৈধভাবে অস্ত্র রাখার অভিযোগে সর্বোচ্চ ১০ বছর ও কর ফাঁকির অভিযোগে তাঁর এক বছর কারাদণ্ড হতে পারে।

দায় স্বীকার করে মামলা নিষ্পত্তির চেষ্টা চালিয়েছিলেন ৫৩ বছর বয়সী হান্টার বাইডেন। তিনি বলেছিলেন, কর ফাঁকি ও অবৈধভাবে আগ্নেয়াস্ত্র রাখার অভিযোগ স্বীকার করে নেবেন তিনি। এতে অভিযোগ প্রত্যাহার হবে। তবে গত জুলাইয়ে আদালত তাঁর এ সমঝোতা প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। গত মাসে আদালতে দাখিল করা নথিতে হান্টার বাইডেনের আইনজীবীরা বলেন, কৌঁসুলিরা সমঝোতা প্রস্তাব নাকচ করেছেন। এতে করে হান্টার বাইডেনের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ নিষ্পত্তি করা যায়নি। এর অর্থ হলো ২০২৪ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের সময় তাঁর বিচার শুরু হতে পারে।-রয়টার্স

ফার্স্ট লেডি জিল করোনায় আক্রান্ত, মাস্ক পরা নিয়ে মজা করছেন বাইডেন

পরিচয় ডেস্ক: ফার্স্ট লেডি জিল বাইডেন করোনাভাইরাসে আক্রান্ত। তবে এরপরও প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন মাস্ক ব্যবহার করছেন না। এ কারণে এই সপ্তাহে বাইডেন সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছেন।

সমালোচনা হলেও ৮০ বছর বয়সী বাইডেনকে মাস্ক ব্যবহার করতে দেখা যায়নি। শুধু তাই নয়, সমালোচনার জবাবও দিয়েছেন বাইডেন। ২০২৪ সালের নির্বাচনে ডেমোক্র্যাট প্রার্থীর উদ্দেশে হাসতে হাসতে বাইডেন বলেছেন, মহামারিতে বিরক্ত মার্কিনিদের সঙ্গে তিনি এভাবে যোগাযোগ স্থাপন করেছেন।

গত ০৫ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার হোয়াইট হাউসে ভিয়েতনাম যুদ্ধে অংশ নেওয়া প্রবীণ এক সেনার গলায় মেডেল অব অনার পরিয়ে দেওয়ার সময় বাইডেন মাস্ক খুলে ফেলেন। এ সময় থেকেই সমালোচনা শুরু হয়। কারণ, কয়েক ঘণ্টা আগেই মার্কিন *বাকি অংশ ৪২ পৃষ্ঠায়*

বাংলাদেশের ব্যাংক খাতে লুটপাট নীতি

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশের ব্যাংক খাতের এক নম্বর সমস্যা কী? এই প্রশ্ন যত জন বিশেষজ্ঞকে জিজ্ঞেস করেছি তারা সবাই বলেছেন খেলাপি ঋণ। বিশেষজ্ঞ কেন, সাধারণ মানুষকে প্রশ্ন করলেও একই জবাব পাওয়া যায়।

তারা মনে করেন, সাধারণ মানুষের টাকা লুটপাটের সহজ উপায় হলো ব্যাংক থেকে ঋণের নামে টাকা নেয়া এবং ফেরত না দেয়া।

বিশ্লেষকেরা এটাকে বলছেন টাকা লোপাটের আনুষ্ঠানিক কৌশল। আর দেশের এই অর্থ যারা লুট করেন তারা সেটা আবার পাচার করে দেন দেশের বাইরে। কিন্তু এর জন্য থাকতে হবে রাজনৈতিক ক্ষমতা, হতে হবে সপরিবারে ব্যাংকের পরিচালক অথবা থাকতে হবে প্রভাবশালী ও শাসকদের সঙ্গে সম্পর্ক।

এই সময়ে ব্যাংকের তারল্য সংকট, বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে ধার করে ব্যাংক চালানো, প্রবলেম ব্যাংক এই সবকিছুর মূলে রয়েছে এই খেলাপি ঋণ। কারণ এখান থেকেই সব সংকটের উৎপত্তি। ব্যাংকগুলো গ্রাহকদের আমানতের বিপরীতে কম সুদ দিচ্ছে। আর গ্রাহকরা সেই কারণে ব্যাংকে টাকা রাখা কমিয়ে দিয়েছেন। যা থেকে আসছে তারল্য সংকট। তারও মূলেও এই খেলাপি ঋণ। কারণ খেলাপি ঋণের যে ক্ষতি তা কম সুদ দিয়ে পুষিয়ে নিতে চায় ব্যাংক। একই সঙ্গে এই পরিস্থিতি ব্যাংকে আস্থার সংকট তৈরি করে। বাংলাদেশে এখন খেলাপি ঋণের পরিমাণ এক লাখ লাখ ২০ হাজার ৬৪৯ কোটি টাকা।

সিপিডির ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক ড. মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, ''এই সরকার যখন ক্ষমতায় আসে তখন খেলাপি ঋণ ছিলো ২২ হাজার কোটি টাকা। এখন সেটা এক লাখ ৩০ হাজার কোটি টাকা দাঁড়িয়েছে। এর মূল কারণ ব্যাংক খাতে সুশাসনের অভাব। এখানে সত্যিকারের ঋণখেলাপি আর ইচ্ছকৃত ঋণখেলাপি আলাদা করা হয়নি। যারা ব্যাংকের টাকা মেরে দিয়ে ঋণখেলাপি হয়েছেন তাদের শাস্তির আওতায় আনা হয়নি।''

তার কথা,''ব্যাংক খাতে যে সংস্কার করার কথা ছিল তা করা হয়নি। একই পরিবারের চারজন একটি ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদে থাকতে পারছেন। আগে ছিলো সর্বোচ্চ দুইজন। আর আগে পরিচালকরা সর্বোচ্চ ৯ বছর থাকতে পারতেন সেটা বাড়িয়ে ১২বছর করা হয়েছে।''

''কেন্দ্রীয় ব্যাংক হলো ব্যাংকগুলোর অভিভাবক । আমরা দেখছি তাদের নজরদারি ঠিকমতো হয় না। বছরের পর বছর ঋণের এই খেলাপি চলছে। কিন্তু কোনো সুরাহা হচ্ছে না। আমরা কমিশন করে রিপোর্ট দিয়ে তা বাস্তবায়নের জন্য বলেছি। কিন্তু হচ্ছে না,'' বলেন এই অর্থনীতিবিদ।

গত জুনের হিসাব বলছে বাংলাদেশের ১১টি ব্যাংক ব্যাংকে মোট ৩৩ হাজার ৫৭৫ কোটি টাকা মূলধন ঘাটতি রয়েছে। এসবের মধ্যে আছে কৃষি ব্যাংক, অগ্রণী ব্যাংক, রূপালী ব্যাংক, জনতা ব্যাংক, সোনালী ব্যাংক, রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক, বেসিক ব্যাংক, ন্যাশনাল ব্যাংক, আইসিবি ইসলামিক ব্যাংক, বাংলাদেশ কমার্স ব্যাংক ও পদ্মা ব্যাংক। এর পাঁচটি ব্যাংকই হলো রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাংক। গত বছরের আগস্টে বাংলাদেশ ব্যাংক প্রবলেম ব্যাংক হিসেবে ১০টি ব্যাংককে চিহ্নিত করে। যদিও নাম প্রকাশ করা হয়নি। এরপর এই ধরনের নয়টি দুর্বল ব্যাংকে প্রশাসক নিয়োগ করে বাংলাদেশ ব্যাংক।

বাংলাদেশে ব্যাংকিং খাতে অনিয়ম আর লুটপাটের সর্বশেষ *বাকি অংশ ৪১ পৃষ্ঠায়*

ড. ইউনূস প্রসঙ্গে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর কাছে বিশ্বের ৪০ জন নেতার খোলা চিঠি

পরিচয় ডেস্ক: শান্তিতে নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ ড. মুহাম্মদ ইউনূসের প্রতি বাংলাদেশ সরকারের আচরণ নিয়ে গভীর উদ্বেগ জানিয়েছেন বিশ্বনেতারা। এ বিষয়ে বিশ্বের ৪০ জন নেতা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে একটি খোলা চিঠি দিয়েছেন।

রাজনীতি, কূটনীতি, ব্যবসা, শিল্পকলা ও শিক্ষাক্ষেত্রের ৪০ বিশ্বনেতা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে এই খোলাচিঠি দিয়েছেন মঙ্গলবার। চিঠিটি যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাবশালী ওয়াশিংটন পোস্ট পত্রিকায় পূর্ণ পাতাজুড়ে বিজ্ঞাপন হিসেবেও প্রকাশিত হয়েছে।

৪০ বিশ্বনেতার মধ্যে রয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিলারি ক্লিনটন, দেশটির সাবেক ভাইস প্রেসিডেন্ট আল গোর, জাতিসংঘের সাবেক মহাসচিব বান কি মুন, আয়ারল্যান্ডের সাবেক প্রেসিডেন্ট মেরি রবিনসন, প্রয়াত মার্কিন সিনেটর এডওয়ার্ড এম কেনেডির ছেলে টেড কেনেডি জুনিয়রের মতো আন্তর্জাতিক ব্যক্তিত্ব। ইংরেজিতে লেখা চিঠিতে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের ঠিকানা উল্লেখ করা হয়েছে। চিঠিতে লেখা *বাকি অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়*

পরিবার নিয়ে মার্কিন দূতাবাসে পদচ্যুত ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল এমরান, যা বললেন আইনমন্ত্রী আনিসুল হক

রিচয় ডেস্ক: ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল (ডিএজি) পদ থেকে বরখাস্ত হওয়ার পর এমরান আহম্মদ ভূঁইয়া নিরাপত্তাহীনতার কারণে শুক্রবার (৮ সেপ্টেম্বর) বিকেলে সপরিবারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দূতাবাসে আশ্রয় নেন। পরে রাতে নিরাপত্তার আশ্বাসে তিনি রাতে বাসায় ফিরে যান।এর আগে ডিএজি এমরানকে তার পদ থেকে অব্যাহতি দিয়ে বিজ্ঞপ্তি জারি করে আইন মন্ত্রণালয়।

পরিবারকে নিয়ে এমরান নিরাপত্তা চেয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দূতাবাসে যাওয়ার বিষয়টি আইনমন্ত্রী আনিসুল হকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। তিনি সংবাদমাধ্যমকে বলেন, 'এই জন্যই তো নাটক সাজিয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রে যেতে চায়, বিষয়টি আমি দেখছি।'

মার্কিন দূতাবাসে যাওয়ার কারণ জানিয়ে এমরান আহম্মদ ভূঁইয়া সংবাদমাধ্যমকে বলেছেন, আইনমন্ত্রী আনিসুল হকের বক্তব্যে তিনি আশঙ্কা করেছিলেন যে, তাকে গ্রেপ্তার করা হতে পারে। তাই মার্কিন দূতাবাসে গিয়েছিলেন। তবে তার কোনো ক্ষতি হবে না, সে বিষয়ে আশ্বস্ত হয়ে বাসায় ফিরেছেন। এমরান আহম্মদ আরও

বলেন, আমার পরিবারের সঙ্গে পুলিশ পাহারা রয়েছে।

জানা যায়, আজ বন্ধের দিন হওয়ায় নিরাপত্তাকর্মীরা মার্কিন দূতাবাসের ভেতরে যেতে বাধা দেন। মূল ফটকের পাশে একটি কক্ষে তাদের বসতে দেওয়া হয়। তবে, পরে তাদের দূতাবাসের ভেতরে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে বেশকিছু সময় পরিবারসহ অবস্থান করেন। এরপর সন্ধ্যা ৭টা ৪০ মিনিটের দিকে নিরাপত্তার আশ্বাসে ইমরান আহম্মদ ভূঁইয়াসহ তার পরিবারের সদস্যরা দূতাবাসের ভিসা গেট দিয়ে একটি মাইক্রোবাসে (ঢাকা মেট্রো-গ ২৮-০৪৭৮) লালমাটিয়ার বাসার উদ্দেশে বের হয়ে যান। *বাকি অংশ ৩৫ পৃষ্ঠায়*

৫০ বছরের ব্যবসায়ী জীবনে বাংলাদেশী বংশোদ্ভুত 'বিলিনিওয়ার' আজিজ খানের সম্পদের উল্লম্ফন ঘটেছে গত এক দশকে

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশের বেসরকারি খাতের শীর্ষ স্বতন্ত্র বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী (আইপিপি) প্রতিষ্ঠান সামিট পাওয়ার লিমিটেড প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৯৭ সালে। প্রতিষ্ঠানটির বার্ষিক প্রতিবেদনের তথ্য অনুযায়ী, ২০০১ সালে প্রথম উৎপাদনে আসে সামিটের তিনটি বিদ্যুৎ কেন্দ্র। সে সময় কোম্পানিটির বিদ্যুৎ উৎপাদন সক্ষমতা ছিল ৩৩ মেগাওয়াট। ২০০৮ সালে এ সক্ষমতা দাঁড়ায় ১০৫ মেগাওয়াটে। মূলত ২০০৯ সালের পর থেকেই বিপিডিবির সঙ্গে একের পর এক বিদ্যুৎ বিক্রির চুক্তিতে আবদ্ধ হতে থাকে কোম্পানিটি। প্রথমে কুইক রেন্টাল পরে আইপিপি স্থাপনের মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে থাকে সামিট পাওয়ার। বিশেষ করে গত এক দশকে বেসরকারি খাত থেকে বিপিডিবির বিদ্যুৎ ক্রয়ে সামিট পাওয়ারই প্রাধান্য পেয়েছে সবচেয়ে বেশি এর সঙ্গে সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বেড়েছে কোম্পানির মুনাফা ও সম্পদের পরিমাণ। এ সময়ের মধ্যেই সিঙ্গাপুরে ব্যবসা চালানোর অনুমতি পায় সামিট গ্রুপ। বর্তমানে সামিটের চেয়ারম্যান মুহাম্মদ আজিজ খান জায়গা করে নিয়েছেন দেশটির

শীর্ষ ৫০ ধনীর তালিকায়।

১৯৫৫ সালে জন্ম নেয়া মুহাম্মদ আজিজ খানের উদ্যোক্তা জীবন শুরু হয় মাত্র ১৮ বছর বয়সে। বাবার কাছ থেকে নেয়া ৩০ হাজার টাকার পুঁজি দিয়ে কয়েকজন বন্ধু মিলে ছাত্রাবস্থায় ১৯৭৩ সালে পুরান ঢাকায় জুতা তৈরির মাধ্যমে তার ব্যবসায় হাতেখড়ি। এসব জুতার একটি অংশ বাটা কোম্পানিকে সরবরাহ করতেন তিনি। জুতা তৈরির পাশাপাশি পিভিসি (পলি ভিনাইল ক্লোরাইড) আমদানি শুরু করেন তিনি। এরপর তিনি চিটাগুড়ের রফতানি ব্যবসায়ও বিনিয়োগ করেন। দেশের হয়ে তিনিই প্রথম চিটাগুড় রফতানি করেন। দুই যুগের বেশি সময় ধরে তিনি ট্রেডিং ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

প্রায় অর্ধশতকের ব্যবসায়ী জীবনে ট্রেডিং থেকে শুরু করে জ্বালানি, বন্দর, ফাইবার অপটিকসহ নানা ব্যবসার সঙ্গে জড়িত হয়েছেন মুহাম্মদ আজিজ খান। তবে তার সমৃদ্ধিতে সবচেয়ে বড় ভূমিকা রেখেছে বিদ্যুতের ব্যবসা। *বাকি অংশ ৪০ পৃষ্ঠায়*

সম্পর্কের অগ্রগতি খুবই আনন্দদায়ক বললেন মোদি

ঢাকা-দিল্লী সম্পর্ক আরো জোরদারে শেখ হাসিনা-মোদির ঐকমত্য

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি আজ একটি দ্বিপক্ষীয় বৈঠকে উভয় দেশের মধ্যে বিদ্যমান গভীর সম্পর্কে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন এবং একই সাথে উভয়ে সম্পর্ককে আরো জোরদার করতে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে সম্মত হয়েছেন।

০৮ সেপ্টেম্বর, শুক্রবার দুই প্রধানমন্ত্রীর দ্বিপক্ষীয় বৈঠকের ফলাফল সম্পর্কে ব্রিফিংকালে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আবদুল মোমেন সাংবাদিকদের বলেন, উভয় প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে বিদ্যমান গভীর সম্পর্কের বিষয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন এবং এই সম্পর্ককে আরো জোরদার করতে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে সম্মত হয়েছেন।

তিনি বলেন, মোদি আলোচনার মাধ্যমে দুই দেশের মধ্যে অমীমাংসিত সমস্যা সমাধানের ওপরও জোর দিয়েছেন।

মোমেন বলেন, ভারতের প্রধানমন্ত্রী তার দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে বিদ্যমান শান্তিপূর্ণ পরিস্থিতি নিশ্চিত করতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অবদানের জন্য তার প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন।

এখানে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর সরকারি বাসভবনে দ্বিপক্ষীয় বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।এর আগে, নরেন্দ্র মোদির আমন্ত্রণে জি-২০ সম্মেলনে যোগ দিতে ০৮ সেপ্টেম্বর শুক্রবার বিকেলে এখানে পৌঁছেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী। সূত্র : বাসস

হাসিনা-মোদি আলোচনার পর ৩ সমঝোতা স্মারক সই

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বৈঠকের পর শুক্রবার (৮ সেপ্টেম্বর) বাংলাদেশ ও ভারত তিনটি সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) সই করেছে। সাংবাদিকদের ব্রিফিংকালে পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আব্দুল মোমেন এ তথ্য জানান।

সমঝোতা স্মারকগুলো হলো-

১. বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল এবং ভারতীয় কৃষি গবেষণা পরিষদের মধ্যে কৃষি গবেষণা ও শিক্ষায় সহযোগিতার বিষয়ে সমঝোতা স্মারক।

এই সমঝোতা স্মারকের আওতায় দু'দেশের মধ্যে কৃষি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ খাতে সহযোগিতা জোরদার হবে।

২. ২০২৩-২৫ -এর জন্য কালচারাল এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রাম (সাংস্কৃতিক *বাকি অংশ ৩৭ পৃষ্ঠায়*

যুক্তরাষ্ট্রের চাপ সত্ত্বেও বাংলাদেশ স্বাধীন পররাষ্ট্রনীতি বজায় রেখেছে, ঢাকায় রুশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী

পরিচয় ডেস্ক: রাশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী সার্গেই লাভরভ বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্রের চাপ সত্ত্বেও বাংলাদেশের বন্ধুরা বিদেশি শক্তিকে মোকাবিলা করে নিজেদের জাতীয় স্বার্থে স্বাধীন পররাষ্ট্রনীতি বজায় রেখেছে।

বৃহস্পতিবার ঢাকায় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেনের সঙ্গে এক যৌথ সংবাদ সম্মেলনে এ কথা বলেন রুশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী। তিনি জানান, রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রে অক্টোবরে জ্বালানি সরবরাহ শুরু হবে। যদিও যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞার কারণে রূপপুর প্রকল্পে সরবরাহব্যবস্থা বিঘ্নিত হচ্ছে। রোহিঙ্গা সংকট সম্পর্কে লাভরভ বলেন, বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের মধ্যে দ্বিপক্ষীয় আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে এই সমস্যা সমাধানের পক্ষে রাশিয়ার অবস্থান রয়েছে।

জাকার্তায় আসিয়ান সম্মেলনে যোগদান শেষ করে লাভরভ সন্ধ্যায় ঢাকায় পৌঁছান। হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে তাকে স্বাগত জানান পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন। প্রথমে হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে

দুই পররাষ্ট্রমন্ত্রী সংক্ষিপ্ত একান্ত বৈঠক করেন। এরপর দুই দেশের প্রতিনিধিদলের মধ্যে আনুষ্ঠানিক দ্বিপক্ষীয় বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। শুক্রবার সকালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন রুশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী। এরপর জি-২০ সম্মেলনে যোগ দিতে ভারতের উদ্দেশে ঢাকা ত্যাগ করবেন।

বাংলাদেশ ও রাশিয়ার মধ্যে সম্পর্কের প্রধান নিয়ামক ২৪ মেগাওয়াট রূপপুর পরমাণু বিদ্যুৎকেন্দ্র। ১৩ বিলিয়ন ডলারের এই প্রকল্পে ইউরোনিয়াম জ্বালানি সরবরাহের মাধ্যমে অক্টোবরে বাংলাদেশ *বাকি অংশ ৩৫ পৃষ্ঠায়*

র‍্যাবের জবাবদিহিতা ও সংস্কারে মনোযোগী যুক্তরাষ্ট্র

পরিচয় ডেস্ক: র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়নের (র‍্যাব) জবাবদিহিতা ও সংস্কারের বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্র বেশ মনোযোগী। বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের নবম বার্ষিক নিরাপত্তা সংলাপ শেষে আলোচনার বিষয়বস্তু সম্পর্কে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্টরা এ তথ্য জানিয়েছেন। রাজধানীর ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে গতকাল সকালে অনুষ্ঠিত সংলাপে বাংলাদেশের নেতৃত্বে ছিলেন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের উত্তর আমেরিকা উইংয়ের মহাপরিচালক খন্দকার মাসুদুল আলম। যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেন দেশটির পররাষ্ট্র দপ্তরের রাজনৈতিক-সামরিক বিষয়ক ব্যুরোর আঞ্চলিক নিরাপত্তা বিষয়ক উপসহকারী সেক্রেটারি মিরা রেসনিক।

সংলাপের পাশাপাশি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মাসুদ বিন মোমেনের সঙ্গেও মিরা রেজনিক সাক্ষাৎ করেন। আলোচ্য বিষয় নিয়ে পরে সাংবাদিকদের ব্রিফ করেন পররাষ্ট্র সচিব। কী বিষয়ে আলোচনা হয়েছেড় এমন প্রশ্নের জবাবে মাসুদ বিন মোমেন বলেন, 'এখানে আমরা গত বছরের যে ডিসকাশন, সেটার ফলোআপ কী কী আছে, সেগুলো নিয়ে আলাপ করেছি। সবার সঙ্গে আমাদের পিওরলি ডিফেন্স রিলেটেড ইস্যু যেগুলো আছে সেগুলো বাদে অন্যান্য যে সিকিউরিটি ইস্যু আছেড়্গাইবার সিকিউরিটি, পরিবেশ, ইন্দোপ্যাসিফিক আউটলুক, এনার্জি সিকিউরিটি, মানবাধিকারের কিছু ইস্যু; এসব নিয়েই বিস্তারিত আলোচনা করেছেন ওনারা।'

সংলাপ ফলপ্রসূ হয়েছে এবং যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধিরা নিয়মিত এ ধরনের মতবিনিময়ের ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন জানিয়ে পররাষ্ট্র সচিব বলেন, 'আমরা বলেছি, যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে আমাদের বহুমুখী যে সম্পর্ক সেটা ঘন ঘন সাক্ষাতের চাহিদা রাখে, যাতে করে কোনো ধরনের গ্যাপ সৃষ্টি না হয়। সব ব্যাপারেই যে আমাদের একমত হতে হবে তা না কিন্তু আমাদের পার্সপেকটিভটা যেন আমরা তুলে ধরতে পারি। তাদেরও এটা প্রত্যাশা। কারণ তারা চায় তাদের সঙ্গে সম্পর্ক আগামীতে আরো গভীরতর হোক; সেটা ইকোনমিক সাইড, পলিটিক্যাল সাইডড্ডাব সাইডেই।'

দি অ্যাকুইজিশন *বাকি অংশ ৪১ পৃষ্ঠায়*

বাংলাদেশ বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থানের কোনো পরিবর্তন হয়নি - হোয়াইট হাউসের যোগাযোগ সমন্বয়কারী জন কিরবি

পরিচয় ডেস্ক: হোয়াইট হাউসের জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের কৌশলগত যোগাযোগ সমন্বয়কারী জন কিরবি বলেছেন, বাংলাদেশ বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থানের কোনো পরিবর্তন হয়নি।গত বুধবার (৬ সেপ্টেম্বর) যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন ডিসির ফরেন প্রেস সেন্টারে আয়োজিত ব্রিফিংয়ে এক প্রশ্নের জবাবে এসব কথা বলেন জন কিরবি।

ব্রিফিংয়ে প্রশ্ন করা হয়, গত মাসে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী অভিযোগ করে বলেছেন, গণতন্ত্র, অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন, মানবাধিকারের নামে যুক্তরাষ্ট্র ভারত মহাসাগর ও বঙ্গোপসাগর অঞ্চলে নিজেদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে চায়। তারা অন্যান্য দেশ আক্রমণ ও ধ্বংস করার অজুহাত তৈরি করছে।

এ ব্যাপারে কিরবির মন্তব্য কী?

আরেক প্রশ্নে জানতে চাওয়া হয়, 'নীরবে একটি গণতন্ত্রকে ধ্বংস: বাংলাদেশে লাখো মানুষ বিচারের মুখোমুখি' শিরোনামে নিউইয়র্ক টাইমস একটি প্রতিবেদন

প্রকাশ করেছে। প্রতিবেদনে বলা হয়, দেশটির সাবেক প্রধানমন্ত্রী (খালেদা জিয়া), নোবেলজয়ী অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূসসহ লাখো মানুষ বিচারিক হয়রানির মুখোমুখি। শতাধিক নোবেলজয়ী, সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা, পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিলারি ক্লিনটনসহ বিশ্বের ১৮০ জন নেতা ইউনূসের পাশে দাঁড়াতে আহ্বান জানিয়েছেন। ইউনূসের বিষয়ে কিরবির অবস্থান কী?

জবাবে জন কিরবি বলেছেন, তাঁরা স্পষ্টত বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে সমর্থন করেন। তাঁরা বাংলাদেশি জনগণের আকাঙ্ক্ষাকে সমর্থন করেন। তাঁরা বাংলাদেশে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের প্রয়োজনীয়তাকে সমর্থন করেন। এ বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থানের কোনো পরিবর্তন হয়নি। জন কিরবি আরও বলেছেন, তাঁরা বাংলাদেশি জনগণের আশাআকাঙ্ক্ষার পূর্ণ বাস্তবায়ন দেখতে চান। এই আকাঙ্ক্ষা যেন বাস্তবায়িত হয়, সেই লক্ষ্যে যুক্তরাষ্ট্র কাজ করে যাবে।

যুক্তরাষ্ট্র থেকে বাংলাদেশের রেমিট্যান্স প্রায় ৫০ শতাংশ কমেছে

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্র থেকে বাংলাদেশে রেমিট্যান্স প্রবাহ কমছে। চলতি অর্থবছরের প্রথম দুই মাসে (জুলাই ও আগস্ট) বিশ্বের বৃহত্তম অর্থনীতির দেশটি থেকে রেমিট্যান্স এসেছে ৩৭ কোটি ২ লাখ ডলার। যেখানে গত অর্থবছরের একই সময়ে এসেছিল ৭২ কোটি ২০ লাখ ডলার। সে অনুযায়ী এক বছরের ব্যবধানে দেশটি থেকে রেমিট্যান্স প্রবাহ ৪৮ দশমিক ৭৩ শতাংশ কমেছে বলে বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্যে উঠে এসেছে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, চলতি বছরের আগস্টে যুক্তরাষ্ট্র থেকে মাত্র ১৭ কোটি ২ লাখ ডলার রেমিট্যান্স দেশে এসেছে, যা একক মাসের হিসাব অনুসারে তিন বছরে সর্বনিম্ন। রেমিট্যান্স প্রবাহের দিক থেকে শীর্ষ তালিকার দ্বিতীয় স্থানটি টানা তিন বছর দখলে রেখেছিল যুক্তরাষ্ট্র। কিন্তু জুলাই ও আগস্টে এসে তা চতুর্থ স্থানে নেমে গেছে।

যুক্তরাষ্ট্র থেকে হঠাৎ রেমিট্যান্স প্রবাহে বড় পতনের সুনির্দিষ্ট কোনো কারণ জানাতে পারেননি বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মকর্তারা। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের একাধিক কর্মকর্তার ভাষ্য অনুযায়ী, তিন বছর আগে হঠাৎ করেই যুক্তরাষ্ট্র থেকে রেমিট্যান্স প্রবাহ বাড়তে দেখা যায়। দেশটি থেকে যে পরিমাণ রেমিট্যান্স আসছিল, তার কোনো যৌক্তিকতা পাওয়া যায়নি। এখন আবার রেমিট্যান্স প্রবাহে বড় পতন হয়েছে।

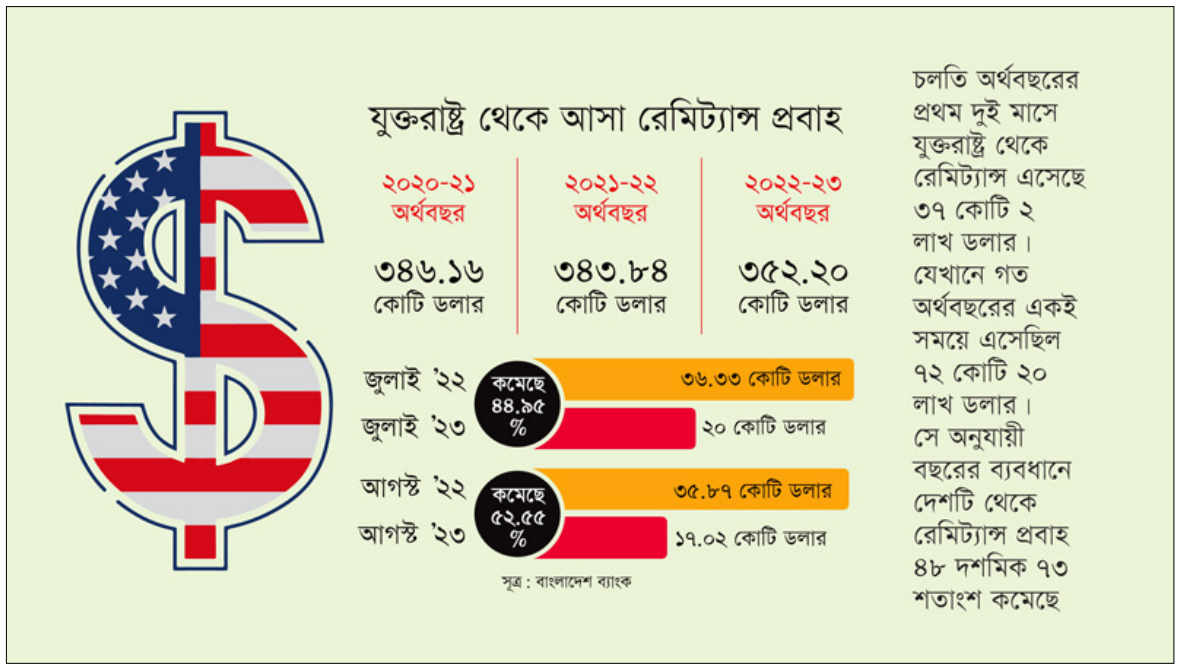

চলতি অর্থবছরের প্রথম দুই মাসে যুক্তরাষ্ট্র থেকে রেমিট্যান্স এসেছে ৩৭ কোটি ২ লাখ ডলার। যেখানে গত অর্থবছরের একই সময়ে এসেছিল ৭২ কোটি ২০ লাখ ডলার। সে অনুযায়ী বছরের ব্যবধানে দেশটি থেকে রেমিট্যান্স প্রবাহ ৪৮ দশমিক ৭৩ শতাংশ কমেছে

হঠাৎ করে তা অর্ধেকের নিচে নেমে আসারও কোনো যৌক্তিক কারণ নেই।

তবে এ বিষয়ে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের আনুষ্ঠানিক বক্তব্য জানার চেষ্টা করেও বাংলাদেশ ব্যাংকের মুখপাত্র মো. মেজবাউল হকের কাছ থেকে তাৎক্ষণিক কোনো মন্তব্য পাওয়া সম্ভব হয়নি।

যদিও যুক্তরাষ্ট্র ও ঢাকার একাধিক সূত্রের তথ্য অনুযায়ী, গত তিন বছরে দেশটি থেকে আসা রেমিট্যান্সের উল্লেখযোগ্য অংশ ছিল বাংলাদেশ থেকে পাচার হওয়া অর্থ। যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্কের টানাপড়েনের কারণে প্রভাবশালীদের একটি অংশ দেশটিতে পাচার করা অর্থ অন্যত্র সরিয়ে নিচ্ছিলেন। এর একটি অংশ রেমিট্যান্স হিসেবে বাংলাদেশে এসেছে। সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্র সরকার বাংলাদেশীদের রেমিট্যান্স পাঠানোর ক্ষেত্রে বেশ কড়াকড়ি আরোপ করেছে। এ কারণে পাচারকৃত অর্থ ফেরত আনার পথও অনেকটাই সংকুচিত হয়ে এসেছে, যা দৃশ্যমান হচ্ছে রেমিট্যান্সে বড় পতনের মাধ্যমে।

যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়ায় বসবাসকারী বাংলাদেশী মকবুল আহমেদ জানান, সাম্প্রতিক সময়ে যুক্তরাষ্ট্রের ব্যাংকগুলো রেমিট্যান্স পাঠানোর ক্ষেত্রে আয়ের উৎস সম্পর্কে জানতে চাচ্ছে। পরিমাণ বেশি হলে আয়ের নথিপত্রও চাওয়া হচ্ছে। এভাবে চলতে থাকলে প্রকৃত রেমিট্যান্স পাঠানো প্রবাসীরাও দেশে টাকা পাঠাতে নিরুৎসাহিত হবেন।

রেমিট্যান্স প্রবাহ কমে যাওয়ার সঙ্গে নতুন মার্কিন ভিসানীতির দৃশ্যত কোনো যোগসূত্র সামনে না এলেও প্রবাসীদের দেশে অর্থ পাঠানোর ক্ষেত্রে কড়াকড়ি আরোপের বিষয়টিকে অস্বাভাবিক মনে করছেন সংশ্লিষ্ট একাধিক পক্ষ। ঢাকা-ওয়াশিংটন সম্পর্কের টানাপড়েন এক্ষেত্রে ভূমিকা রেখেছে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য পর্যালোচনায় দেখা যায়, ২০২০ সালের শুরুর দিক থেকে হঠাৎ করেই যুক্তরাষ্ট্র থেকে রেমিট্যান্স প্রবাহ বেড়ে যায়। ২০২০-২১ *বাকি অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়*

বাংলাদেশে কার্যকর হয়েছে ডলারের এক দাম, যেভাবে এই পদ্ধতি কাজ করবে

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশের ব্যাংকগুলো দীর্ঘ সময় ধরে মার্কিন ডলার কেনা ও বেচার ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন দাম নির্ধারণ করে আসছিল। তবে সেই পদ্ধতি থেকে শেষ পর্যন্ত সরে এসে ডলার কেনাবেচার ক্ষেত্রে এক দরব্যবস্থা কার্যকর করা হয়েছে। ডলারের এই এক দামপদ্ধতি অবশ্য চালু করা হয়েছে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) শর্ত মেনে।

এখন থেকে প্রবাসী আয়ের ডলার ও রপ্তানি আয়ের ডলার কেনায় একটিই দাম হবে। অন্যদিকে ডলার বিক্রির ক্ষেত্রে দাম হবে আরেকটি। তবে সবাই এক দামেই ডলার বিক্রি করবে। এক ব্যাংক আরেক ব্যাংকের কাছে যে দামে ডলার বিক্রি করবে, বাংলাদেশ ব্যাংকও সেই দামে রিজার্ভ থেকে ডলার বিক্রি করবে।

গতকাল রোববার থেকে এই ব্যবস্থ চালু হয়েছে। তবে রোববার আন্তর্জাতিক বাজার বন্ধ থাকায় সেদিন সাধারণত বিদেশি মুদ্রার লেনদেন খুব কম হয়। এ জন্য আজ সোমবার থেকে পুরোপুরি কার্যকর হচ্ছে ডলারের এক দর।

ডলারের আনুষ্ঠানিক দাম গতকাল থেকে বেড়েছে। নতুন সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, পণ্য বা সেবার রপ্তানি আয়ের ডলার ও প্রবাসী আয়ের ডলার কেনায় দাম হয়েছে ১০৯ টাকা ৫০ পয়সা। আগে ব্যাংকগুলো আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতি ডলারের জন্য প্রবাসীদের ১০৯ টাকা এবং রপ্তানিকারকদের ১০৮ টাকা ৫০ পয়সা দিত। অন্যদিকে ব্যাংকগুলো *বাকি অংশ ৪১ পৃষ্ঠায়*

ছয় মাসে বাংলাদেশে সর্বনিম্ন রেমিট্যান্স আগস্টে

পরিচয় ডেস্ক: সদ্যসমাপ্ত আগস্ট মাসে কমেছে প্রবাসী আয় বা রেমিট্যান্স। গেল মাসে প্রবাসী বাংলাদেশিরা বৈধ পথে ও ব্যাংকের মাধ্যমে রেমিট্যান্স পাঠিয়েছে ১৫৯ কোটি ৯৪ লাখ ডলারের সমপরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা। দেশের প্রবাসী আয়ের এ অঙ্ক গত ছয় মাসে সর্বনিম্ন। এর আগে চলতি বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে ১৫৬ কোটি ডলার রেমিট্যান্স এসেছিল।

বাংলাদেশ ব্যাংকের সর্বশেষ হালনাগাদ প্রতিবেদনে এ তথ্য জানা যায়।

বাংলাদেশ ব্যাংকের হালনাগাদ তথ্য বলছে, সদ্যবিদায়ী আগস্ট মাসে ব্যাংকিং চ্যানেলের মাধ্যমে দেশে এসেছে ১৫৯ কোটি ৯৪ লাখ ডলার রেমিট্যান্স। এ অংক আগের বছরের আগস্টের তুলনায় ৪৩ কোটি ৭৪ লাখ বা ২১ দশমিক ৪৭ শতাংশ কম। গত বছরের আগস্টে রেমিট্যান্স এসেছিল ২০৩ কোটি ৬৯ লাখ ডলার। এ ছাড়া আগের মাস জুলাইয়ের তুলনায়ও আগস্টে প্রবাসী আয় কমেছে। গত জুলাইয়ে রেমিট্যান্স এসেছিল ১৯৭ কোটি ৩১ লাখ ডলার। অর্থাৎ জুলাইয়ের চেয়ে আগস্টে ৩৭ কোটি ৩৭ লাখ ডলার বা ১৮ দশমিক ৯৩ শতাংশ কমেছে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তথ্যমতে, আগস্ট মাসের রেমিট্যান্সের মধ্যে রাষ্ট্র মালিকানাধীন ব্যাংকগুলোর মাধ্যমে এসেছে ১৮ কোটি ৩১ লাখ ৯০ হাজার ডলার।

আর বিশেষায়িত ব্যাংকের মাধ্যমে ৩ কোটি ৩৯ লাখ ৩০ হাজার মার্কিন ডলার, বেসরকারি ব্যাংকের মাধ্যমে ১৩৭ কোটি ৬০ লাখ ২০ হাজার ডলার ও বিদেশি খাতের ব্যাংকগুলোর মাধ্যমে এসেছে ৬৩ লাখ ১০ হাজার ডলার রেমিট্যান্স। গত ২০২২-২৩ অর্থবছরে মোট রেমিট্যান্স এসেছে ২ হাজার ১৬১ কোটি ৬ লাখ মার্কিন ডলার। আগের ২০২১-২২ অর্থবছরে মোট রেমিট্যান্স এসেছে ২ হাজার ১০৩ কোটি ১৭ লাখ মার্কিন ডলার। ২০২০-২১ অর্থবছরে সর্বোচ্চ রেমিট্যান্স আহরণ হয়েছিল। যার পরিমাণ ছিল ২ হাজার ৪৭৭ কোটি ৭৭ লাখ মার্কিন ডলার।

অর্থ পাচারের চিত্র আসলে কত বড়?

অর্থ পাচার নিয়ে কাজ করেন, এমন সংস্থাগুলোর তথ্য অনুযায়ী, বাংলাদেশ থেকে টাকা বেরিয়ে যায় দুইভাবে - একটি উপায় হচ্ছে, পণ্য আমদানির সময় কাগজপত্রে বেশি দাম উল্লেখ করে টাকা পাচার, আরেকটি হচ্ছে, পণ্য রপ্তানি করার সময় কাগজপত্রে দাম কম দেখানো। এমনকি অনেক সময় খালি কন্টেইনার যাওয়া আসা করেছে, এমন ঘটনাও ঘটেছে।

তবে শুল্ক গোয়েন্দারা বলছেন, অর্থ পাচারের ক্ষেত্রে তারা অভিনব একটি উপায় দেখতে পেয়েছেন। সেটা হলো ক্রেতাদের কাছে নমুনা হিসাবে পণ্য পাঠানোর কথা বলা হলেও আসলে তার মাধ্যমে টন টন পণ্য পাঠানো হয়েছে, যার কোন মূল্য দেশে আসেনি নি।

শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত পরিদপ্তর তাদের সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে ৩০০ কোটি টাকা পাচারের প্রাথমিক তথ্য জানালেও , সব মিলিয়ে পাচার করা অর্থের পরিমাণ ৮২১ কোটি টাকার বেশি বলে জানা যাচ্ছে। ২০১৭ সাল সালে ২০২৩ সালের মে মাস পর্যন্ত এভাবে বিদেশে অর্থ পাচার করা হয়েছে।

এই সময়ে মোট ১৩ হাজার ৮১৭টি চালানের মাধ্যমে ৯১২১ টন পণ্য বিদেশে পাঠানো হয়েছে। এসব দেশের মধ্যে রয়েছে যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, আরব আমিরাত, মালয়েশিয়া,কাতার, সৌদি আরব। এসব পণ্যের মূল্য ৯৩৩ কোটি টাকা হলেও দেশে এসেছে মাত্র ১১১ কোটি টাকা। অর্থাৎ ৮২১ কোটি টাকাই পাচার হয়ে গেছে।

শুল্ক গোয়েন্দারা বলছেন, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা গেছে, তৈরি *বাকি অংশ ৩৬ পৃষ্ঠায়*

তৈরি পোশাক রপ্তানির নামে বাংলাদেশ থেকে অর্থ পাচারের আসল চিত্র কী?

পরিচয় ডেস্ক: তৈরি পোশাক রপ্তানির আড়ালে বাংলাদেশ থেকে ৮২১ কোটি টাকার বেশি অর্থ বিদেশে পাচারের ঘটনা শনাক্তের পর বাংলাদেশের শুল্ক গোয়েন্দারা বলছেন, এটি পুরো ঘটনার ছোট একটি অংশ মাত্র। পাচারের আসল চিত্র আরও অনেক বড়।

প্রায় ছয় মাস ধরে তদন্তের পর বাংলাদেশের শুল্ক গোয়েন্দারা এটি শনাক্ত করলেও এই পাচারের ঘটনা ঘটেছে গত ছয় বছর ধরে। এই অর্থ পাচারের সঙ্গে একাধিক চক্র জড়িত বলে কর্মকর্তারা জানতে পেরেছেন, যাদের মধ্যে অনেক স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠান এবং ব্যক্তির যোগসূত্রও তারা *বাকি অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়*

বছরে বাংলাদেশ থেকে আশি হাজার কোটি টাকা পাচার হয় বলে বলছে গবেষণা সংস্থা গ্লোবাল ফিন্যান্সিয়াল ইন্টেগ্রিটি (জিএফআই)

জয় বাংলা | আল্লাহ্ সর্বশক্তিমান | জয় বঙ্গবন্ধু

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী,বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সভাপতি,
বিশ্ব শান্তি মডেলের প্রণেতা (জাতিসংঘ কর্তৃক গৃহীত), স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মানের রূপকার, বঙ্গবন্ধু কন্যা, দেশরত্ন

জননেত্রী শেখ হাসিনা'র
সার্বজনীন নাগরিক সংবর্ধনা

অভ্যর্থনা
১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৩, রবিবার, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন জননেত্রী শেখ হাসিনাকে নিউইয়র্ক জন এফ কেনেডি বিমানবন্দরে অভ্যর্থনা জানানো হবে (সময় ও টার্মিনাল নাম্বার পরে জানানো হবে)

শান্তি সমাবেশ
Address: 46th street, 1st Ave
তারিখ: ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৩, শুক্রবার
সময়: দুপুর ১২টা

সার্বজনীন নাগরিক সংবর্ধনা
Hotel Marriott Marquis. (Ball Room)
1535 Broadway, New York 10036
Date: 22 September 2023, Time: 5.00 PM

অর্থ কমিটি
আহবায়ক: নুরুল আমিন বাবু সদস্য সচিব: এন আমিন
সদস্য: নুরুল ইসলাম নজরুল, আইয়ুব আলী
তোফাজ্জল হোসেন, শিমুল হাসান

নিরাপত্তা কমিটি
আহবায়ক: সাইকুল ইসলাম সদস্য সচিব: সুমন মাহমুদ
সদস্য: মোহাম্মদ বাবুল, মোহাম্মদ শোয়েব
সাফাত রহমান, ইসমত হক খোকন

মঞ্চ কমিটি
আহবায়ক: এম উদ্দিন আলমগীর সদস্য সচিব: শাহ চিশতী
সদস্য: সফিউদ্দিন তালুকদার, রশিদ রানা
মোঃ ইমরান, রায়হান কবির বনি

অভ্যর্থনা কমিটি
আহবায়ক: মোহাম্মদ মাহফুজুল হক
সদস্য সচিব: তানভীর কায়সার
সদস্য: কানিজ ফাতেমা শাওন, হেলাল মিয়া, নোভেল আমিন

প্রচার কমিটি
আহবায়ক: শিবলী ছাদেক সদস্য সচিব: ইলিয়াস খসরু
সদস্য: শাহীন ইবনে দিলওয়ার, শেখ সফিক
আবুল হোসেন, মোঃ ইসহাক মোল্লা বাবু

আপ্যায়ন কমিটি
আহবায়ক: মাসুদ হোসেন সিরাজী
সদস্য সচিব: মোতাসিম বিল্লাহ দুলাল সদস্য: মোহাম্মদ মুহিত
মোসাহেদ চৌধুরী, গোলাম মাওলা চৌধুরী

শেখ হাসিনার সরকার, বার বার দরকার
সকল প্রবাসী বাঙালি আমন্ত্রিত

রফিকুর রহমান রফিক
সভাপতি

ইমদাদুর রহমান চৌধুরী (ইমদাদ)
সাধারণ সম্পাদক

আয়োজনে

নিউইয়র্ক মহানগর আওয়ামী লীগ

সার্বিক সহযোগিতায়

যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ, নিউইয়র্ক স্টেট আওয়ামী লীগ, কানেকটিকাট স্টেট আওয়ামী লীগ, মেট্রো ওয়াশিংটন আওয়ামী লীগ, ভার্জিনিয়া স্টেট আওয়ামী লীগ, মেরিল্যান্ড স্টেট আওয়ামী লীগ, নিউজার্সী স্টেট আওয়ামী লীগ, নিউ ইংল্যান্ড স্টেট আওয়ামী লীগ, মিশিগান স্টেট আওয়ামী লীগ, ক্যালিফোর্নিয়া স্টেট আওয়ামী লীগ, পেনসিলভেনিয়া স্টেট আওয়ামী লীগ, জর্জিয়া স্টেট আওয়ামী লীগ, ফ্লোরিডা স্টেট আওয়ামী লীগ, টেক্সাস স্টেট আওয়ামী লীগ, ইলিনয়েস স্টেট আওয়ামী লীগ, উইসকনসিন স্টেট আওয়ামী লীগ, সাউথ জার্সী মেট্রো আওয়ামী লীগ, ফিলাডেলফিয়া ট্রাই-কাউন্টি আওয়ামী লীগ, মিশিগান মহানগর আওয়ামী লীগ, জর্জিয়া মহানগর আওয়ামী লীগ, ফ্লোরিডা স্টেট মহানগর আওয়ামী লীগ, সেন্ট্রাল ফ্লোরিডা মহানগর আওয়ামী লীগ, জর্জিয়া মহানগর আওয়ামী লীগ, ডালাস আওয়ামী লীগ, টেম্পা আওয়ামী লীগ (ফ্লোরিডা), বাফেলো সিটি আওয়ামীলীগ, নিউইয়র্ক আপস্টেট সিটি আওয়ামী লীগ, নিউজার্সী সিটি আওয়ামী লীগ, যুক্তরাষ্ট্র মহিলা আওয়ামী লীগ, যুক্তরাষ্ট্র কৃষক লীগ, যুক্তরাষ্ট্র জাতীয় শ্রমিক লীগ, যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী যুবলীগ, যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক লীগ, যুক্তরাষ্ট্র ছাত্রলীগ, যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী মহিলা যুবলীগ, যুক্তরাষ্ট্র জাতীয় পার্টি, যুক্তরাষ্ট্র জাসদ, যুক্তরাষ্ট্র গণতন্ত্রী পার্টি মুক্তিযোদ্ধা সংসদ, সেক্টর কমান্ডারস ফোরাম-মুক্তিযুদ্ধ ৭১, বাংলাদেশ লিবারেশন ওয়ার ভেটার্নস ১৯৭১ ইউএসএ ইঙ্ক, মুক্তিযোদ্ধা সংহতি পরিষদ, বঙ্গবন্ধু পরিষদ, বঙ্গবন্ধু ফাউন্ডেশন, বঙ্গমাতা পরিষদ, পেশাজীবি সমন্বয় পরিষদ, শেখ হাসিনা মঞ্চ, বঙ্গবন্ধু সাংস্কৃতিক জোট, শেখ কামাল স্মৃতি পরিষদ, শেখ রাসেল জাতীয় শিশু কিশোর পরিষদ, ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি, বাংলাদেশ আওয়ামী ফোরাম ইউ এস এ, বঙ্গবন্ধু আওয়ামী আইনজীবি পরিষদ, বঙ্গবন্ধু থিয়েটার, মুক্তিযোদ্ধা যুব কমান্ড, গোপালগঞ্জ ডিস্ট্রিক্ট এসোসিয়েশন আমেরিকা ইঙ্ক, বঙ্গবন্ধু-বাংলাদেশ, মুক্তিযুদ্ধের চেতনার স্বপক্ষের সকল সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও পেশাজীবি সংগঠনের নেতৃবৃন্দ এবং সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

বিশ্বের মঙ্গলের জন্য আমাদের বন্ধুত্ব জরুরি - বাইডেনকে মোদি

বিশ্বের মঙ্গলের জন্য ভারত এবং আমেরিকার বন্ধুত্ব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মার্কিন রাষ্ট্রপতি জো বাইডেনের সাথে দ্বিপক্ষীয় বৈঠকের পর এমনই মন্তব্য করলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শনিবার ও রোববার জি-২০ সম্মেলনে যোগ দেবেন তারা।

জি-২০ সম্মেলনের আগে দ্বিপক্ষীয় বৈঠক করলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। সেই বৈঠকের পর মোদি জানান, একাধিক বিষয় নিয়ে বাইডেনের সাথে আলোচনা হয়েছে। দুদেশের সম্পর্ক আরো মজবুত করার জন্য আলোচনা হয়েছে বলে জানিয়েছেন মোদি।

সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম 'এক্স'-এ মোদি বলেন, 'সাত লোক কল্যাণ মার্গে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনকে স্বাগত জানাতে পেরে আনন্দ বোধ করছি। আমাদের বৈঠক অত্যন্ত ফলপ্রসূ হয়েছে।'

জি-২০ সম্মেলনে যোগ দিতে শুক্রবার সন্ধ্যায় ভারতে আসেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। তারপর মোদির সাথে দ্বিপক্ষীয় বৈঠক সারেন। তারপর সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম এক্স-এ বাইডেন লেখেন, 'হ্যালো দিল্লি। এই বছরের জি২০-র জন্য ভারতে এসে দারুণ লাগছে।' সূত্র : হিন্দুস্তান টাইমস

রাশিয়ার সঙ্গে কি সম্পর্ক শেষ হয়ে যাচ্ছে ভারতের - আল-জাজিরার বিশ্লেষণ

পরিচয় ডেস্ক: রাশিয়ার ট্যাংক যখন ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারিতে ইউক্রেনের মাটিতে সদর্পে এগিয়ে যাচ্ছিল, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ইউরোপে যখন সবচেয়ে বড় যুদ্ধ শুরুর দামামা বাজছিল, তখন বিশ্বব্যাপী একটা চাপ তৈরি হয়েছিল। পশ্চিমাসমর্থিত কিয়েভ অথবা মস্কোড়যেকোনো একটি শক্তিকে বেছে নিতে হবে।

তখন থেকে প্রায় ১৮ মাস নয়াদিল্লি দুই পক্ষের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষার চেষ্টা করে যাচ্ছিল। ইউক্রেনে হামলার জন্য তারা পুরোনো বন্ধু রাশিয়ার নিন্দা জানায়নি। কিন্তু আগামীকাল শনিবার যখন নয়াদিল্লিতে জি২০ শীর্ষ সম্মেলন শুরু হবে, তখন হয় তো ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি একটি পক্ষ নিতে বাধ্য হতে পারেন।

ভারতুরাশিয়া স্নায়ুযুদ্ধ যুগের বন্ধু। ১৯৬৫ সালে ভারতপাকিস্তান যুদ্ধে মধ্যস্থতার পর তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়ন ১৯৭১ সালে ভারতের প্রতিরক্ষাব্যবস্থায় ক্রুজ ও ডেস্ট্রয়ার মোতায়েন করেছিল। কারণ, ওই সময় যুক্তরাষ্ট্র বঙ্গোপসাগরে যুদ্ধজাহাজ পাঠিয়েছিল।

ঐতিহাসিকভাবে ভারত প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম এবং জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে কূটনৈতিক বোঝাপড়ায় রাশিয়ার ওপর অনেকখানি নির্ভর করেছে। বিনিময়ে ১৯৭৯ সালে রাশিয়ার আফগানিস্তানে আগ্রাসনকে সমর্থন জানিয়েছিল ভারত।

প্রায় চার দশক পর ভারত বিশ্বের বৃহৎ অর্থনীতির শীর্ষ কয়েকটি দেশের কাতারে উঠে এসেছে। এখনো সে ইউক্রেনে রাশিয়ার আগ্রাসনের সমালোচনা করেনি। যুদ্ধ শুরুর পর ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও চীনের পর রাশিয়ার তেলের তৃতীয় বৃহত্তম ক্রেতাদেশ ভারত। ভ্লাদিমির পুতিনের রাশিয়ার ওপর পশ্চিমা নিষেধাজ্ঞাকে থোড়াই কেয়ার করে তারা তেল কিনছে।

কিন্তু বাতাস বদলে যাচ্ছে বলে মনে হচ্ছে। ইউক্রেন যুদ্ধ নিয়ে ভারত এখন খোলামেলা কথা বলতে শুরু করেছে। গত কয়েক বছরে সে রাশিয়া থেকে অস্ত্র কেনা কমিয়ে দিয়েছে। এর বদলে সে এখন যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স আর ইসরায়েল থেকে অস্ত্র কিনছে। আবার রাশিয়ার তেলের দামও বাড়ছে। ফলে সেই তেল কেনা তার জন্য এখন আর লোভনীয় নয়। এরই মধ্যে রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন জি২০ সম্মেলনে না যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনসহ পশ্চিমা নেতারা এই সম্মেলনে যোগ দিচ্ছেন।

তাহলে কি রাশিয়া থেকে দূরে সরে যাচ্ছে ভারত? বিশ্বব্যবস্থায় এটার কী অর্থ হতে পারে? সংক্ষিপ্ত উত্তর হচ্ছে, খুব শিগিগরই ভারত পুরোনো বন্ধু রাশিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক চুকে ফেলবে, এমন সম্ভাবনা ক্ষীণ। তবে কিছু বিশেষজ্ঞ সতর্কতা উচ্চারণ করে বলেছেন, মস্কোর সঙ্গে বন্ধুত্ব নয়াদিল্লির ভূরাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে ঝুঁকির মুখে ফেলে দিতে পারে। এ ছাড়া ইউক্রেন যুদ্ধের মধ্যস্থতাকারী হিসেবে তার গ্রহণযোগ্যতাকে ম্লান করে দিতে পারে। সুতরাং রাশিয়াভারত বন্ধুত্বের গতিপথ পরিষ্কার, ধীরে ধীরে এই সম্পর্ক আলগা হয়ে যাবে। কারণ, মোদি সরকার পশ্চিমা বিশ্বের সঙ্গে সম্পর্ক জোরদারে বেশি আগ্রহী।

ঐতিহাসিক সম্পর্ক

স্নায়ুযুদ্ধের সময় থেকে ১৯৯১ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন পর্যন্ত দুই দেশের মধ্যে সম্পর্ক অব্যাহত ছিল। সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পরও সেই সম্পর্ক সুদৃঢ় আছে। ইউক্রেন যুদ্ধ ঘিরে যদি মোদি সরকার ক্রেমলিনের ওপর পশ্চিমা নিষেধাজ্ঞাকে প্রত্যাখ্যান করে থাকে, তার একটা ইতিহাস আছে। ১৯৯৮ সালে নয়াদিল্লি পরমাণু পরীক্ষা চালানোর পর যুক্তরাষ্ট্র, জাপান ও কিছু দেশ ভারতের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপের ঘোষণা দিলে রাশিয়া সেই সিদ্ধান্ত প্রত্যাখ্যান করেছিল।

ভারতের বিমানবাহিনীর ৭০ শতাংশ যুদ্ধবিমান, নৌবাহিনীর ৪৪ শতাংশ যুদ্ধজাহাজ ও সাবমেরিন এবং সেনাবাহিনীর ৯০ শতাংশ সাঁজোয়া যান ও সামরিক সরঞ্জাম রাশিয়ার তৈরি। ব্রাহমস সুপারসরিন ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র তৈরিতে দুই দেশ একসঙ্গে কাজ করেছিল। এই অস্ত্র এখন ফিলিপাইনে রপ্তানি করা হচ্ছে। ২০১২ সালে রাশিয়া থেকে একটি পরমাণু সাবমেরিন ইজারা নিয়েছিল ভারত।

ভারতের বেসামরিক পরমাণু বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণেও অংশীদার ছিল রাশিয়া। কুদানকুলামে বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণে তারা দিল্লিকে সহায়তা করেছিল। সেই পরমাণু কমপ্লেক্স এখন সম্প্রসারণ করা হচ্ছে।

অন্যদিকে পশ্চিমা বিশ্বের সঙ্গে তিন দশক ধরে ভারতের সম্পর্কে নাটকীয়ভাবে শক্তিশালী হচ্ছে। বিশ্বে রাশিয়ার প্রভাবও দুর্বল হয়ে গেছে। তবে মস্কো যাতে ক্ষুব্ধ না হয়, সে ব্যাপারে নয়াদিল্লি খুবই সতর্ক।

ভারতের সাবেক পররাষ্ট্রসচিব অশোক কান্থ বলেন, 'যুক্তরাষ্ট্র ও পশ্চিমা বিশ্বের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক ট্রানজিশনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। দুই পক্ষ আরও ঘনিষ্ঠ হচ্ছে। কিন্তু সেটা রাশিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক হালকা করার বিনিময়ে নয়। এই সম্পর্ক ঐতিহাসিক। একেঅন্যের যে সহায়ক শক্তি, সেটায় কোনো পরিবর্তন হয়নি।'

অন্তত ইউক্রেন যুদ্ধ দুই দেশের পুরোনো বন্ধুত্বকে আবারও জোরদার করেছে। যুদ্ধ শুরুর আগে রাশিয়ার কাছ থেকে কোনো তেল কিনত না ভারত। কিন্তু ইউক্রেন যুদ্ধ শুরুর পর যখন রাশিয়ার ওপর পশ্চিমা নিষেধাজ্ঞা এল, তখন ভারত হয়ে উঠল তাদের কাছ থেকে শীর্ষ তেল আমদানিকারক দেশ। ভারতের মতো বন্ধুদেশকে তখন রাশিয়া মূল্যছাড়ে তেল সরবরাহ শুরু করে।

সেন্টার ফর রিসার্চ অন এনার্জি অ্যান্ড ক্লিন এয়ারের তথ্যমতে, ইউক্রেন যুদ্ধ শুরুর পর ভারত রাশিয়া থেকে ৩ হাজার ৪০০ কোটি ইউরো (৩ হাজার *বাকি অংশ ৩৭ পৃষ্ঠায়*

পহেলা বৈশাখ 'বাংলা দিবস' পালন করবে পশ্চিমবঙ্গ

পরিচয় ডেস্ক: ভারতের পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য দিবস অর্থাৎ 'বাংলা দিবস' হিসেবে পহেলা বৈশাখকে বেছে নেয়া হলো। সেই সঙ্গে রাজ্যসংগীত হিসেবে বেছে নেয়া হয়েছে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা 'বাংলার মাটি-বাংলার জল' গানটিকে। বৃহস্পতিবার রাজ্যের বিধানসভায় পশ্চিমবঙ্গের মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারের আনা প্রস্তাব পাস হয়েছে।

সংবাদমাধ্যম আনন্দবাজার পত্রিকা জানায়, তৃণমূল পরিষদীয় দল বিধানসভায় 'বাংলা দিবস' তোলে। প্রস্তাব নিয়ে আলোচনায় অংশ নেন মমতা। যদিও 'বাংলা *বাকি অংশ ৩৬ পৃষ্ঠায়*

ইসরায়েলের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক করার পথে সৌদি আরব

পরিচয় ডেস্ক: ইসরায়েলের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক করতে সৌদি আরবকে বেশ কয়েক বছর ধরেই চাপ দিয়ে আসছে যুক্তরাষ্ট্র। এ ক্ষেত্রে এত দিন বাধা হয়েছিল ফিলিস্তিন ইস্যু। তবে ইসরায়েল ও সৌদি কর্তৃপক্ষ জোটবদ্ধ হওয়ায় এবার ফিলিস্তিন তাদের কঠোর অবস্থান পাল্টে নমনীয় হতে পারে, এমন গুঞ্জন রয়েছে। বিবিসির খবরে বলা হয়েছে, গতকাল বুধবার রিয়াদে সৌদি আরবের উচ্চপদস্থ প্রতিনিধিদলের সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা করেছে ফিলিস্তিনের শাসক দল প্যালিস্টিনিয়ান অথরিটির (পিএ) প্রতিনিধিদল। সৌদির সঙ্গে আলোচনার পর এখন মার্কিন প্রতিনিধিদলের সঙ্গেও আলোচনায় বসবেন তারা।

সৌদি-ইসরায়েলের কূটনৈতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা নিয়ে নমনীয় হলেও বেশ কয়েকটি শর্ত দিয়েছে ফিলিস্তিন। তারা বলছে, বিপুল পরিমাণ অর্থ ও অধিকৃত পশ্চিম *বাকি অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়*

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

Not-for-profit Tax Exempt under IRS Section 501(c)(4). EIN: 20-5160921

চার্চ-ম্যাকডোনাল্ড বাংলাদেশী বিজনেস এসোসিয়েশন ইনক

CHURCH MCDONALD BANGLADESHI BUSINESS ASSOCIATION INC.

নর্থ আমেরিকার সর্ববৃহৎ ব্রুকলীন ১৪তম পথমেলা ২০২৩

14th Brooklyn Street Fair

স্টল বরাদ্দ চলছে আজই
যোগাযোগ করুন:
জাহাঙ্গীর আলম
(347) 422-4963
আনোয়ারুল আজিম
(646) 261-4386
ভেন্ডর লাইসেন্স
স্টল বুকিং এর জন্য
এর কপি জমা দিতে হবে

GRAND SPONSOR
MHC
MARKS HOME CARE
Jimmy Khan
718-697-7770

এটর্নী মঈন চৌধুরী
Hon. Democratic District Leader at Large, Queens, NY
1-866-MOIN-LAW

গ্লোবাল পিস অ্যামব্যাসেডর
স্যার ড. আবু জাফর মাহমুদ

সংগীত পরিবেশন করবেন
দেশী ও প্রবাসের শিল্পীবৃন্দ

PROHEALTH HOMECARE
হোম কেয়ার
Cell: 917-476-8914

Mamun Ur Rashid
President

নৃত্য পরিবেশনায়:

র‍্যাফল ড্রতে থাকছে গাড়ী সহ
আরও অনেক আকর্ষনীয় মূল্যবান পুরস্কার

তারিখঃ শনিবার, সেপ্টেম্বর ১৬, ২০২৩

Date: Saturday, September 16, 2023

McDonald Ave (Bet. Church Ave & Ave C)

Mamun Ur Rashid
Convener
(917) 476-8914

Moinul Alam Bappy
Member Secretary
(347) 459-4538

Abdur Rob Chowdhury
President
917-975-1264

Rafiqual Islam Patwary
General Secretary
917-217-5040

নোবেল বিজয়ীরা কি আগে এভাবে বিবৃতি দিয়েছেন?

নিরঞ্জন রায়

আমরা ছোটবেলায় শিখেছিলাম যে, পক্ব কেশ দেখিলেই তার ওপর সব সময় আস্থা রাখা যায় না। এখন পশ্চিমা বিশ্বে এসে শিখলাম যে, নোবেল বিজয়ী ব্যক্তি, আমেরিকা কানাডাসহ পশ্চিমা বিশ্বের বিখ্যাত মানুষ বা এখানকার নামকরা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকরা যা বলেন, তা সব সময় বিশ্বাস করার সুযোগ নেই। কেননা এসব উন্নত বিশ্বেও নোংরা রাজনীতি শুরু হয়ে গেছে অনেক আগে থেকেই এবং ক্রমশ উন্নয়নশীল বিশ্বের রাজনীতির দিকেই ঝুঁকছে।

অবস্থাদৃষ্টে মনে হয় বাংলাদেশসহ উন্নয়নশীল বিশ্বে যে রাজনীতির প্রচলন আছে, সেটাই হয়তো সঠিক রাজনীতি। তা না হলে আমেরিকা-কানাডাসহ উন্নত বিশ্বের দেশগুলো শত শত বছর ধরে গণতন্ত্র এবং পরিশীলিত রাজনীতি অনুসরণ করে এখন কেন নোংরা রাজনীতির দিকে ঝুঁকবে। মূলত সারা বিশ্বেই এখন অর্থ ও ক্ষমতা হচ্ছে সবকিছুর চালিকাশক্তি।

ফলে যা হবার তাই হচ্ছে। আজ আমেরিকার সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিরুদ্ধে বাইডেন সরকার মামলা করেছে প্রচলিত আইনে। অথচ ডোনাল্ড ট্রাম্প নিজে এবং তার সমর্থকরা এই মামলার জন্য বাইডেন সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে বলছেন যে, রাজনৈতিক কারণে হয়রানির উদ্দেশ্যে তার বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছে। এই একই ধরনের অভিযোগ আমাদের দেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার মামলার ব্যাপারে বিএনপি দীর্ঘদিন ধরে করে আসছে। তাহলে পার্থক্য কোথায়।

সম্প্রতি পশ্চিমা বিশ্বের, বিশেষ করে আমেরিকার শতাধিক বিখ্যাত এবং নোবেল বিজয়ী ব্যক্তি বাংলাদেশের আদালতে অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূসের বিরুদ্ধে চলমান মামলা বন্ধের জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে আহ্বান জানিয়ে বিবৃতি দিয়েছেন। বিবৃতিটি নিয়ে বেশ আলোচনা-সমালোচনা এবং প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইউনূসের পক্ষে-বিপক্ষে বক্তব্য প্রদান চলছে অব্যাহতভাবে। প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেটওয়ার্ক এবং কানেকশন আছে, তাই তিনি এ রকম বিবৃতি তাঁর পক্ষে পেতেই পারেন। আমাদের মতো সাধারণ মানুষ, যারা পশ্চিমা বিশ্বকে কাছে থেকে দেখার সুযোগ পেয়েছি, তাদের কাছে বিষয়টি মোটেই অবাক হওয়ার মতো কিছু নয়। আমাদের ভাবনার জায়গা অন্যত্র, তা হচ্ছে নোবেল বিজয়ীরা যেভাবে একজন ব্যক্তির জন্য এমন দলবেঁধে ঘটা করে বিবৃতি দিয়েছেন, তেমনটা আগে কি কখনো তারা করেছেন। আমার জানা মতে না।

প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইউনূস একজন স্বনামধন্য ব্যক্তি, যিনি গ্রামীণ ব্যাংক প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে মাইক্রো ক্রেডিট নিয়ে কাজ করে বিশ্বব্যাপী সুখ্যাতি অর্জন করেছেন এবং নিজে গ্রামীণ ব্যাংকের সঙ্গে যৌথভাবে নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন। অবশ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রজীবন থেকেই গ্রামীণ ব্যাংকের এই ক্ষুদ্রঋণ ব্যবস্থাপনা নিয়ে আমার যথেষ্ট আপত্তি এবং অভিযোগ আছে। আমি নিজে কিছুটা তথ্যও সংগ্রহ করেছিলাম বিষয়টি নিয়ে আরও গভীরে গিয়ে কাজ করার জন্য। কিন্তু নানা কারণে সেটি নিয়ে আর বেশিদূর এগোনো সম্ভব হয়নি। যাই হোক প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইউনূস নোবেল বিজয়ী বিখ্যাত ব্যক্তি হলেও তিনি একজন বাংলাদেশের নাগরিক এবং বাংলাদেশের আদালতে তার বিরুদ্ধে মামলা চলছে, যা তিনি আইনজীবীর মাধ্যমে আইনগতভাবেই মোকাবিলা করছেন। তিনি যদি সত্যি কোনো অন্যায় না করে থাকেন, তাহলে তাঁর উদ্বিগ্ন হওয়ার কিছু নেই এবং তিনি আদালতের রায়ে নির্দোষ প্রমাণিত হবেন। যদি ধরেই নেই যে, সরকারের প্রভাবে নিম্ন আদালত প্রভাবিত হতে পারে, কিন্তু উচ্চ আদালতে তো তিনি ন্যায়বিচার পাবেনই। আমাদের দেশে উচ্চ আদালত এখনো সব মানুষের ভরসার স্থান এবং অনেক দৃষ্টান্ত

স্থাপনকারী রায় উচ্চ আদালত থেকে এসেছে।

আদালতে বিচার চলাকালীন এতজন নোবেল বিজয়ীসহ বিশ্বের বিখ্যাত ব্যক্তিদের প্রকাশ্যে এভাবে বিবৃতি দেয়ার কথা নয়। তাহলে তাঁরা কেন দিলেন। আমাদের অভিজ্ঞতা বলে, সাধারণত নোবেল বিজয়ীরা নীরবে-নিভৃতেই থাকেন। দু-একজন ব্যতিক্রম বাদ দিলে তাঁরা কোনো বিষয় নিয়ে মুখ খোলেন না। তাঁরা তো সুশীল সমাজ বা থিংকট্যাংক বলে নিজেদের দাবি করেন না যে, কোনো বিষয়ে তাঁরা মন্তব্য করবেন বা বিবৃতি দেবেন। তাঁরা মনে করেন যে, জীবনের সেরাটা দিতে পেরেছেন এবং সম্মানিতও হয়েছেন। তাই এখন নীরবে থাকাটাই শ্রেষ্ঠ পন্থা এবং তাঁরা সেটাই করেন। এ কারণেই বিশ্বে মারাত্মক মারাত্মক সব ঘটনা ঘটলেও নোবেল বিজয়ীদের কখনোই সেভাবে সরব হতে দেখিনি। এক মিলিয়নের অধিক রোহিঙ্গা মিয়ানমারের সামরিক জান্তার দ্বারা নির্যাতিত হয়ে নিজ ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ হয়ে আমাদের দেশে এসে রিফিউজি হিসেবে আশ্রয় নিয়েছে। এত বড় মানবিক বিপর্যয়ের মতো ঘটনার পরও নোবেল বিজয়ীদের এভাবে দলবেঁধে বিবৃতি দিতে দেখিনি।

আরেক নোবেল বিজয়ী মিয়ানমারের সাবেক প্রধানমন্ত্রী অং সান সু চিকে সামরিক শাসক সাজা দিয়ে জেলে ভরে রেখেছে। এ ক্ষেত্রেও তো কোনো নোবেল বিজয়ীকে বিবৃতি দিতে দেখিনি। ভারতের মণিপুরে এবং ফ্রান্সের প্যারিসে সংঘটিত দাঙ্গা-হাঙ্গামায় যে অনেক নিরীহ মানুষের প্রাণ গেল, সেখানেও তো কোনো নোবেল বিজয়ীকে মন্তব্য করতে বা নিন্দা জানাতে দেখিনি। *বাকি অংশ ৩২ পৃষ্ঠায়*

প্রতিনিয়ত আমেরিকায় কৃষ্ণাঙ্গ সম্প্রদায়সহ অন্য ভিজিবল মাইনরিটির সদস্যদের অত্যাচারিত এবং নিহত হতে হচ্ছে, তার বিরুদ্ধেও কোনো নোবেল বিজয়ীকে বিবৃতি দিতে বা নিন্দা জানাতে দেখিনি। রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধে শত শত নিরীহ মানুষ এবং শিশু নিহত হয়েছে এবং অগণিত ইউক্রেনবাসী দেশান্তর হয়ে অন্যান্য উন্নত দেশে রিফিউজি হিসেবে আশ্রয় নিয়েছেন। সমগ্র পশ্চিমা বিশ্ব সর্বাত্মক শক্তি নিয়ে ইউক্রেনের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। ইউক্রেনের প্রতি পশ্চিমা বিশ্বের সহযোগিতা এবং সহমর্মিতার মাত্রা এতই বেশি যে, ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হয়ে ঋষি সুনাক প্রথমেই ছুটে গেছেন ইউক্রেনের প্রধানমন্ত্রী জেলেনস্কির সঙ্গে দেখা করার জন্য। সমগ্র পশ্চিমা বিশ্ব সহযোগিতা করেছে যে দেশকে, সেই ইউক্রেন এবং ইউক্রেনের নাগরিকদের পক্ষেও এত সংখ্যক নোবেল বিজয়ী দলবেঁধে বিবৃতি দিয়েছেন বলে আমরা শুনিনি। প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইউনূসের অবস্থান কি তাহলে এসব মানবতা বিপর্যয়কারী ঘটনারও ওপরে যে, এতজন নোবেল বিজয়ী একসঙ্গে এ রকম বিবৃতি দিয়ে দিলেন।

নোবেল বিজয়ীরা একটি স্বাধীন দেশের আদালতের বিচারাধীন বিষয়ে এভাবে বিবৃতি দিয়ে প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইউনূসের কতটা ভালো করতে পেরেছেন, তা হয়তো সময় বলবে। কিন্তু এ রকম বিবৃতিদানের মাধ্যমে সেসব সম্মানিত নোবেল বিজয়ীরা তাঁদের নিজেদেরই হেয় করেছেন। তাঁরা বড়জোর ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার জন্য একটি সাধারণ আহ্বান জানাতে পারতেন, যার গুরুত্ব এভাবে সরাসরি বিচার বন্ধের আহ্বান জানিয়ে বিবৃতি দেয়ার থেকে অনেক বেশি হতো। কেননা, সে রকম একটি সাধারণ বিবৃতিতে সরকার বেশি সচেতন *বাকি অংশ ৩২ পৃষ্ঠায়*

প্রফেসর ইউনূসের বিবৃতি ভিক্ষা!

ড. আবদুল লতিফ মাসুম

নোবেল বিজয়ী প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইউনূসের বিরুদ্ধে বিবৃতি ভিক্ষার অভিযোগ এনেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। প্রধানমন্ত্রী গত সপ্তাহে গণভবনে দক্ষিণ আফ্রিকা সফর-পরবর্তী সংবাদ সম্মেলনে বলেন, 'আমার একটু অবাক লাগছে, ভদ্রলোকের যদি এতটুকু আত্মবিশ্বাস থাকত যে, তিনি কোনো অপরাধ করেননি, তাহলে ওই আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিবৃতি ভিক্ষা করে বেড়াতেন না।' প্রধানমন্ত্রী ইউনূসের বিরুদ্ধে বিচার বন্ধের কথা না বলে বিবৃতিদাতা বিশ্বনেতাদের বাংলাদেশে আইনগত এক্সপার্ট পাঠানোর আহ্বান জানান।

তিনি আরো বলেন, 'যদি এতই দরদ থাকে তাহলে তারা এক্সপার্ট পাঠাক এবং যার বিরুদ্ধে মামলা তার সব দলিল দস্তাবেজ খতিয়ে দেখুক, তারাই এসে দেখুক কোনো অন্যায় আছে কি না।' ওই সংবাদ সম্মেলনে সাংবাদিককের এক প্রশ্নের জবাবে প্রধানমন্ত্রী এসব কথা বলেন। আমাদের দেশের বিচার বিভাগ সম্পূর্ণ স্বাধীন- এ কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'তা ছাড়া সব কিছু একটা আইন মতো চলে। কেউ যদি ট্যাক্স না দেয়, শ্রমিকের অর্থ আত্মসাৎ করে আর শ্রমিকরা যদি মামলা করে, লেবার কোর্টে যদি মামলা হয়- আমাদের কি সেই হাত আছে যে, আমরা মামলা বন্ধ করে দেবো? একটি চলমান মামলা, আমাদের দেশে চলমান মামলা নিয়ে আলোচনাও করি না। আর বাইরে থেকে বিবৃতি দিয়ে মামলা বন্ধ করার কথা বলেন! আমার কি অধিকার আছে মামলা বন্ধ করার?'

তিনি আরো বলেন, 'লেবারের অধিকার নিয়ে তো আমাদের অনেক কথা শুনতে হয়, আইএলওতে শুধু নালিশ আর নালিশ। অথচ লেবারের অর্থ কোম্পানি আইন অনুযায়ী ৫ শতাংশ ওয়েলফেয়ারে দিতে হবে। এখন যদি সেটি কেউই না দেয়, আর লেবাররা মামলা করে, আর মামলা করার ফলে যদি তাদের চাকরিচ্যুতি করা হয় তার জন্য তারা যদি আবার মামলা করে এ জন্য সেই দায়-দায়িত্ব তো আমাদের না।' প্রধানমন্ত্রী মামলা করার যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করে বলেন, 'এখন স্বাভাবিকভাবে সারা দেশে মুদ্রাস্ফীতি, অর্থনৈতিক একটি চাপ যেখানে সরকারের অর্থ পাওনা সেখান থেকে তো অর্থ আদায় করতে হবে।' সরকারপ্রধান বলেন, 'যদি আমেরিকা, ইংল্যান্ড, ইউরোপসহ তাদের দেশে কেউ ট্যাক্স ফাঁকি দিলে কি তাকে কোলে তুলে নাচে তারা? আমি মনে করি, তারা যদি একবার এক্সপার্ট পাঠায় তাহলে আরো অনেক কিছু বেরুবে যেটি হয়তো আমরা কখনো হাতও দেইনি। এ রকম বহু কিছু বেরুবে সেখানে তাদের কথা দরকার। বিবৃতি না দিয়ে আপনারা যাচাই-বাছাই করে দেখেন। নয়তো আমাদের দেশে আইন আছে, আদালত আছে। আইন তার নিজস্ব গতিতে চলবে- এটি সাফ কথা।'

এর আগে ড. মুহাম্মদ ইউনূসের বিরুদ্ধে শ্রম আইন লঙ্ঘন ও দুর্নীতির মামলা নিয়ে উদ্বেগ জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে খোলা চিঠি পাঠান বিশ্বের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নেতৃস্থানীয় দেড় শতাধিক ব্যক্তি। তাদের মধ্যে শতাধিক নোবেল বিজয়ী রয়েছেন। গত ২৮ আগস্ট যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগোভিত্তিক গণসংযোগ প্রতিষ্ঠান সিজিয়ন পিআর নিউজওয়েয়ার তাদের ওয়েবসাইটে এই বিবৃতি প্রকাশ করে। চিঠিদাতাদের মধ্যে বারাক ওবামা, শিরিন এবাদি, আলগোর, তাওয়াক্কুল কারমান, নাদিয়া মুরাদ, মারিয়া রেসা, হুয়ান ম্যানুয়েল সান্তোষসহ ১৪ জন শান্তিতে নোবেল বিজয়ী রয়েছেন। আরো রয়েছেন ওরহান পামুক, জেড এম কোয়েটজিসহ চারজন সাহিত্যে নোবেল বিজয়ী। জোসেফ স্টিগলিৎজসহ অর্থনীতিতে নোবেল বিজয়ী সাতজন অর্থনীতিবিদও রয়েছেন। এ ছাড়া বিবৃতিদাতাদের তালিকায় রয়েছেন

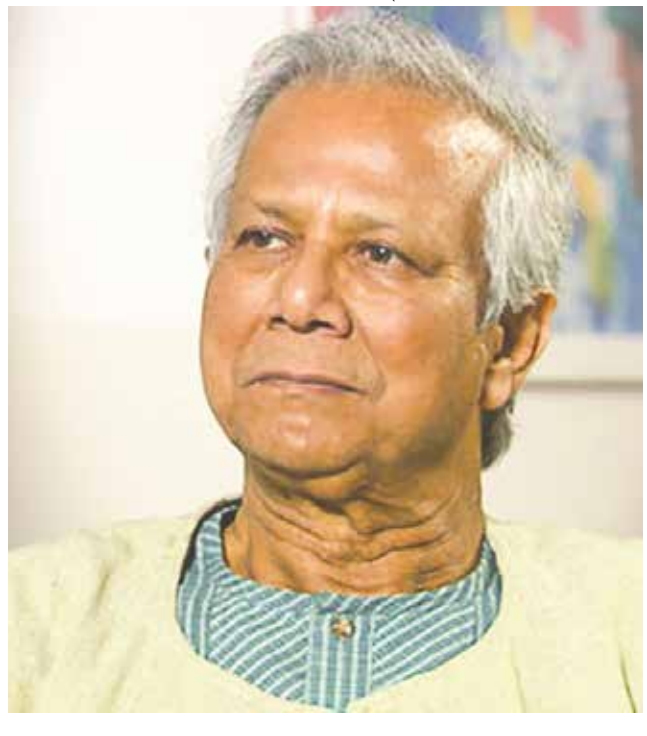

জাতিসঙ্ঘের সাবেক মহাসচিব বান কি মুন, যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিলারি ক্লিনটন, যুক্তরাজ্যের ভার্জিন গ্রুপের প্রতিষ্ঠাতা ধনকুবের স্যার রিচার্ড ব্র্যানসনসহ শতাধিক ব্যক্তি।

এদের মধ্যে বিভিন্ন দেশের সাবেক প্রেসিডেন্ট, প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রী, শীর্ষস্থানীয় ব্যবসায়ী, সামরিক ব্যক্তিত্ব ও বিভিন্ন ক্ষেত্রে শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিরা রয়েছেন। প্রধানমন্ত্রীর উদ্দেশে লিখিত বিবৃতির ভাষা এরকম : নোবেল বিজয়ী, নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি, ব্যবসায়ী ও সুশীলসমাজের নেতৃত্বস্থানীয় এবং বাংলাদেশের বন্ধু হিসেবে আমরা আপনার কাছে লিখছি। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতার পর থেকে আপনার দেশ যেভাবে প্রশংসনীয় অগ্রগতি অর্জন করেছে, তা আমরা স্বীকার করছি। অবশ্য সম্প্রতি বাংলাদেশে মানবাধিকার ও গণতন্ত্রের প্রতি যে হুমকি দেখা গেছে, তা নিয়ে আমরা গভীরভাবে উদ্বিগ্ন। আমরা বিশ্বাস করি, আসন্ন জাতীয় নির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠু এবং দেশের প্রথম সারির দলগুলোর কাছে গ্রহণযোগ্য হওয়াটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। বিগত দু'টি নির্বাচনের বৈধতার ঘাটতি রয়েছে। বর্তমান পরিস্থিতিতে মানবাধিকারের প্রতি যেসব হুমকি রয়েছে, তার মধ্যে একটি আমাদের উদ্বিগ্ন করে তুলেছে। সেটি হলো- শান্তিতে নোবেল পুরস্কার বিজয়ী অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের বিরুদ্ধে মামলা। আমরা এ কারণে শঙ্কিত যে, সম্প্রতি তাকে নিশানা করা হয়েছে। এর মধ্য দিয়ে তিনি ধারাবাহিক বিচারিক হয়রানির শিকার হচ্ছেন বলে আমরা মনে করি।

তার নিরাপত্তা ও স্বাধীনতা নিয়ে উদ্বেগ জানিয়ে ৪০ জন বিশ্বনেতা আপনার কাছে যে চিঠি লিখেছিলেন, তার ওপর ভিত্তি করেই এই চিঠি লেখা হয়েছে। আমরা সম্মানের সাথে আপনার প্রতি অবিলম্বে অধ্যাপক ইউনূসের বিরুদ্ধে চলমান বিচারিক কার্যক্রম স্থগিতের আহ্বান জানাচ্ছি। এরপর আন্তর্জাতিকভাবে আইন বিশেষজ্ঞ হিসেবে স্বীকৃত ব্যক্তিদের নিয়ে একটি নিরপেক্ষ বিচারক প্যানেলের মাধ্যমে তার বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগ আনা হয়েছে, সেগুলো পর্যালোচনা করা হোক। আমরা আত্মবিশ্বাসী যে, তার বিরুদ্ধে দুদক ও শ্রম আইনে যেসব মামলা চলছে, সেগুলো পর্যালোচনা করলে তার দোষ খুঁজে পাওয়া যাবে না। আপনি জানেন, অধ্যাপক ইউনূস যে কাজ করেন, তা আমাদের সবার জন্য অনুপ্রেরণাদায়ক। সামাজিক ব্যবসায় কীভাবে আন্তর্জাতিক অগ্রগতি আনতে পারে, তা তিনি দেখিয়েছেন। এর মধ্য দিয়ে শতভাগ দারিদ্র্যবিমোচন, বেকারত্ব দূর করা এবং কার্বন নিঃসরণ শূন্যের কোঠায় নামিয়ে আনার ক্ষেত্রে অগ্রগতির বিষয় রয়েছে।

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বাংলাদেশ ও বাংলাদেশীরা কীভাবে বৈশ্বিক অগ্রগতিতে অবদান রাখছে, তার নেতৃত্বস্থানীয় দৃষ্টান্ত তিনি। কোনো ধরনের নিপীড়ন ও হয়রানি ছাড়া স্বাধীনভাবে তিনি তার পথ প্রদর্শনমূলক কর্মকাণ্ড অব্যাহত রাখতে পারবেন বলে আমরা আশা করছি। আমরা আশা করি, আপনি এসব আইনগত বিষয়ের যথাযথ, নিরপেক্ষ ও ন্যায্যতা নিশ্চিতে ভূমিকা রাখবেন। পাশাপাশি একটি অবাধ, সুষ্ঠু ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন নিশ্চিত করবেন। *বাকি অংশ ২৮ পৃষ্ঠায়*

Title Sponsor

Washington University of Science and Technology

Nafiul Islam Panna
Convenor

Md. Abdur Dilip
President

Nurul Azim
Chairman

Shahen Kabir
V. President

Alamgir Khan Alam
Member Secretary

প্রবাসে শিল্প, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য হোক আমাদের নতুন কিছু করার প্রত্যয়

৫ম বাংলাদেশ সম্মেলন ২০২৩

২ দিন ব্যাপী

Giash Ahmed
Advisor

Asef Bari
Advisor

Dulal Behedo
Advisor

Mizanur R. Bhuiyan Milton
Advisor

Mohammed Fahim Jan
Advisor

Nurul Amin
Advisor

Badrun Nahar Mita
Advisor

Ataur Rahman Salim
Advisor

Shah Nawaz
Advisor

Dr. S Hasan
Advisor

Shah J Chowdhury
Advisor

Paul Khan
Advisor

Moynu Zaman Chowdhury
Advisor

Mohammad Hossain
Advisor

Md. Abul Kashem
Advisor

Bilal Chowdhury
Advisor

BANGLADESH CONVENTION

SEPTEMBBER 9TH & 10TH - 3PM-12AM

ষ্টলের জন্য যোগাযোগ: 646 546 6038

FREE ENTRY

LAGUARDIA AIRPORT MARRIOT
102-05 DITMARS BLVD
QUEENS, NY 11369

Kazal Mahmood
Stage Management

Hasan Zilani
Co-Convener

Helal Miah
Co-Convener

Masudh Sirazi
Co-Convener

Eng. Mohammad A. Khalek
Co-Convener

Miah Dulal
Chief Coordinator

রকমারী ষ্টল
ট্যালেন্ট শো
ফ্যাশন শো
সেমিনার
কাব্য জলসা
মেগা কনসার্ট

Mishuk Salim
Literature Secretary

Sadeq Sibli
Cultural Secretary

Kairul Islam Khokon
Treasurer

Maksud Chowdhury
Executive Director

Tanvir Kaisar
Executive Director

Duke Khan
Executive Director

Mohammad Sarwar
Executive Director

Mohammad Bachu
Executive Director

Mohammad Iqbal
Executive Director

Letu Chowdhury
Executive Director

গণতন্ত্র বাঁচাতে গভীর অর্থনৈতিক সংস্কার চাই

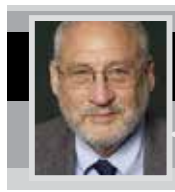

জোসেফ ই স্টিগলিজ

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে গণতন্ত্রের পিছু হটা এবং কর্তৃত্ববাদের উত্থান নিয়ে অনেকের মধ্যে বেশ উদ্বেগ তৈরি হয়েছে এবং এর সংগত কারণও আছে। আমাদের কাছে হাঙ্গেরির প্রধানমন্ত্রী ভিক্টর অরবান থেকে শুরু করে ব্রাজিলের সাবেক প্রেসিডেন্ট জাইর বলসোনারো এবং সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পসহ কর্তৃত্ববাদী ও স্বৈরশাসক হওয়ার পথে আছেন এমন লোকদের একটি বাড়ন্ত তালিকা আছে। এরা ডানপন্থি জনতুষ্টিবাদের এক অদ্ভুত চেহারা ধারণ করেন। তারা সাধারণ নাগরিকদের সুরক্ষা এবং দীর্ঘদিনের জাতীয় মূল্যবোধ রক্ষার প্রতিশ্রুতি দেন। বাস্তবে তারা এমন নীতি নেন, যা ক্ষমতাবানদের সুরক্ষা দেওয়ার পাশাপাশি দীর্ঘদিনের রীতিনীতিকে ধ্বংস করে। এদিকে আমরা বাকিরা তাদের গ্রহণযোগ্যতা ব্যাখ্যার চেষ্টায় ব্যস্ত থাকি।

এ পরিস্থিতি তৈরি হওয়ার পেছনে অনেক ব্যাখ্যা রয়েছে। তবে যেটি অপেক্ষাকৃত বেশি প্রচলিত তা হলো, বৈষম্য বৃদ্ধি। এটি নয়া উদারতাবাদী পুঁজিবাদ থেকে জন্মানো এক সমস্যা। গণতন্ত্রের ক্ষয়ের সঙ্গেও বহুভাবে এর সম্পর্ক দেখানো যেতে পারে। অর্থনৈতিক বৈষম্য অনিবার্যভাবে রাজনৈতিক বৈষম্যের দিকে নিয়ে যায়, যদিও দেশের সর্বত্র তা সমান মাত্রায় ঘটে না। যুক্তরাষ্ট্রের মতো দেশেও, যেখানে প্রচার চালানোয় কার্যত কোনো বাধা নেই, সেখানেও 'এক ব্যক্তি এক ভোট' ইতোমধ্যে 'এক ডলার এক ভোট'-এ রূপান্তরিত হয়েছে।

এই রাজনৈতিক বৈষম্য আবার নিজে থেকে শক্তিশালী হয়। পরিণামে তা অর্থনৈতিক বৈষম্যকে আরও গভীর করার নীতির জন্ম দেয়। এ ব্যবস্থায় করনীতি হয় ধনীদের পক্ষে; শিক্ষাব্যবস্থা বিশেষ সুবিধাপ্রাপ্তদের পক্ষে কাজ করে। বাজেভাবে প্রণীত ও বাস্তবায়িত অ্যান্টিট্রাস্ট আইন করপোরেশনগুলোকে বাজারের ক্ষমতাকে কুক্ষিগত করে এবং তা অপব্যবহারের লাগামহীন সুযোগ দেয়। তার ওপর গণমাধ্যম যেহেতু রুপার্ট মারডকের মতো প্রতাপশালী ধনী তথা রাজনৈতিকভাবে ক্ষমতাধর বিত্তবানদের কোম্পানিগুলোর অধীন, মূলধারার আলাপ-আলোচনাও তারা নিয়ন্ত্রণ করে। সংবাদ ভোক্তাদের এভাবে দীর্ঘদিন ধরে বলা হয়েছে, ধনীদের ওপর কর বসানো অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ক্ষতি করে ইত্যাদি।

অতি সম্প্রতি অতি ধনীদের কবজায় থাকা ঐতিহ্যবাহী মিডিয়াগুলোর এমন অপপ্রচারে তাদেরই হাতে থাকা যোগাযোগের প্ল্যাটফর্মও যোগ দিয়েছে। তবে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ভুল তথ্য ছড়াতে আরও বেশি স্বাধীনতা ভোগ করে।

জবাবদিহিহীন পুঁজিবাদের এ যুগে লোকে যখন সম্পদের ক্রমবর্ধমান পুঞ্জীভবনকে সন্দেহের চোখে দেখছে, অথবা তারা বিশ্বাস করে যে সিস্টেম বেদখলের শিকার; তখন কি অবাক হওয়ার কোনো কারণ থাকে? গণতন্ত্রের এ অন্যায্য ফল সম্পর্কে জনগণের মধ্যে যে ব্যাপক ক্ষোভ তৈরি হয়েছে, সেটাই গণতন্ত্রের প্রতি মানুষের আস্থা দুর্বল করেছে। কেউ কেউ আবার এসব থেকে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছাচ্ছে যে, বিকল্প কোনো ব্যবস্থা আরও ভালো ফল দিতে পারে।

এটি একটি পুরোনো বিতর্ক। ৭৫ বছর আগে লোকের ভাবনা ছিল, গণতন্ত্র কর্তৃত্ববাদী শাসনের মতো দ্রুত বিকাশ লাভ করতে পারে কিনা তা নিয়ে। এখন প্রশ্নটা হয়ে গেছে এমন কোন সিস্টেমটি বৃহত্তর ন্যায্যতা দান করে? মনে রাখতে হবে, এই বিতর্ক এমন একটি বিশ্বে মাথাচাড়া দিচ্ছে, যেখানে খুব ধনী ব্যক্তিদের কাছে জাতীয় ও বৈশ্বিক চিন্তাভাবনা নিয়ন্ত্রণের সরঞ্জাম রয়েছে। কখনও কখনও তারা একেবারে ডাহা মিথ্যাও প্রচার করতে পারে।

এসবের ফল হিসেবে সমাজে গভীর মেরুকরণ ঘটছে। বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্রের মতো দেশে, যেখানে নির্বাচন মানেই সবকিছু যাবে শুধু বিজয়ীর অধিকারে, সেখানে এই মেরুকরণ গণতন্ত্রের কার্যকারিতাকে বাধাগ্রস্ত করছে। ২০১৬ সালে প্রতিদ্বন্দ্বীর চেয়ে কম ভোটে ট্রাম্পের নির্বাচিত হওয়ার সময় আমেরিকান রাজনীতি, যা এক সময় সমঝোতার মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের পক্ষে ছিল একটি চাঁছাছোলা পক্ষপাতদুষ্ট ক্ষমতার লড়াইয়ে পরিণত হয়েছিল। এটি এমন একটি কুস্তি খেলা, যেখানে মনে হয় অন্তত একটি পক্ষ বিশ্বাস করে, খেলায় কোনো নিয়ম থাকা উচিত নয়।

মেরুকরণ যখন মাত্রা ছাড়িয়ে যায় তখন এটা মনে হওয়াই স্বাভাবিক, কোনো কিছু মেনে নেওয়ার খেসারত খুব বাজেভাবে দিতে হতে পারে। তাই উভয়ের কাছে গ্রহণযোগ্য একটা জায়গা খোঁজার বদলে ক্ষমতাসীন ব্যক্তিরা যে কোনো মূল্যে নিজস্ব অবস্থান পোক্ত করায় মনোযোগী হন। রিপাবলিকানরা প্রকাশ্যে ভোটার উপস্থিতি কমানোর পাশাপাশি জাল-জালিয়াতি করে ভোটের ফল পাল্টে দেওয়ার চেষ্টার মাধ্যমে সেটাই করেছিল।

গণতন্ত্র তখনই সবচেয়ে ভালোভাবে কাজ করে যখন প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্ভাবনা খুব কমও না, আবার বেশিও না (যদি তা খুব কম হয়, মানুষের মধ্যে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় অংশ নেওয়ার তাগিদ সামান্যই থাকে)। এমন ব্যবস্থার অবশ্য অভাব নেই, যেখানে গণতন্ত্রকে একটা স্বস্তিকর মাধ্যমের পর্যায়ে উন্নীত করা যায়। যেমন সংসদীয় ব্যবস্থাগুলো জোট গঠনকে উৎসাহিত করে এবং প্রায়ই চরমপন্থিদের বদলে মধ্যপন্থিদের ক্ষমতা দেয়। যে ব্যবস্থায় বাধ্যতামূলক ভোট দিতে হয় এবং ভোটাররা পছন্দের প্রার্থীদের একটা তালিকা তৈরির সুযোগ পায়, সে ধরনের ব্যবস্থাও এমন গণতন্ত্রের জন্য সহায়ক হতে পারে। আবার *বাকি অংশ ২৮ পৃষ্ঠায়*

নানা ঘটনার ঘনঘটা

মুজতাহিদ ফারুকী

বাংলাদেশ এখন এক রঙ্গমঞ্চ। মঞ্চে একের পর এক ঘটে চলেছে নানা ঘটনার ঘনঘটা। মূল্যস্ফীতির চাপে মানুষ যখন দিশাহারা, রাজনৈতিক অস্থিরতা যখন মানুষের ক্রমবর্ধমান দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে উঠছে তখন একের পর এক ঘটছে নাটকীয় সব ঘটনা। ঘটনাগুলোর একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা আমরা এক নজরে দেখে নিতে পারি। ১. ব্রিকস বিপর্যয়- সদস্য হতে না পারায় আশাভঙ্গ। ২. ড. ইউনূসকে নিয়ে তোলপাড়। ৩. দেশি-বিদেশি মিডিয়ায় বাংলাদেশ নিয়ে নেতিবাচক খবর। ৪. যুক্তরাষ্ট্র-বাংলাদেশ নিরাপত্তা আলোচনা। ৫. দিল্লিতে জি-২০ শীর্ষ সম্মেলন। প্রধানমন্ত্রী যাচ্ছেন। ৬. ঢাকায় আসছেন ফরাসি প্রেসিডেন্ট ও রুশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী। ৭. আদালতে মিছিল মিটিংয়ের ওপর বিধিনিষেধ জারি। আমরা এটিকে সংক্ষিপ্ত তালিকা বলছি। কারণ, বিমানবন্দরের লকার থেকে ৫৫ কেজি সোনা চুরি, সাড়ে তিন বছরের উড়ালসড়ক প্রকল্প আট বছর পর অর্ধেক উদ্বোধন, কেন্দ্রীয় ব্যাংকের রিজার্ভ চুরি নিয়ে হলিউডে 'বিলিয়ন ডলার হাইস্ট' নামে চলচ্চিত্রের প্রকাশ, ডেঙ্গুর মহামারী রূপ, রেকর্ড মৃত্যু, বিরোধী দলের কর্মসূচিতে পুলিশ ও পেটোয়া বাহিনীর সাঁড়াশি আক্রমণের পর হাজার হাজার নেতাকর্মীর বিরুদ্ধে মামলা, রিজার্ভের উদ্বেগজনক হ্রাস, মূল্যস্ফীতির চাপে সাধারণের নাভিশ্বাসের মতো অসংখ্য বিষয়- যা আমাদের জীবনকে প্রতিনিয়ত প্রভাবিত করছে সেগুলোর কোনোটিই তালিকায় রাখা হয়নি। যদিও প্রতিটিই আলাদা করে আলোচনার দাবি রাখে। আমরা যে সাতটি বিষয় তালিকায় রেখেছি সেগুলো বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ যাত্রা কোনো না কোনোভাবে প্রভাবিত করবে। গত ২২ থেকে ২৫ আগস্ট দক্ষিণ আফ্রিকায় অনুষ্ঠিত ব্রিকস সম্মেলনে চীনের প্রেসিডেন্টের সঙ্গে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর দ্বিপক্ষীয় বৈঠক হয়। এটা ভালোভাবে নেয়নি বন্ধু দেশ ভারত। তারা ব্রিকসে বাংলাদেশের সদস্যপদ ঠেকিয়ে দিয়েছে। ভারতের একাধিক শর্তের কারণেই যে বাংলাদেশ বঞ্চিত হয়, তা কারো জানতে বাকি থাকেনি। ফলে আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মী সমর্থকরা বিস্মিত, হতভম্ব হয়ে পড়েন। কেউ কেউ গলা ফাটিয়ে প্রথমবারের মতো প্রশ্ন তোলেন, ভারত কি কোনোকালে আদৌ বাংলাদেশের বন্ধু ছিল? এমন কোনো জাতীয়, আঞ্চলিক বা আন্তর্জাতিক ইস্যু কি খুঁজে পাওয়া যাবে যেটিতে ভারত সত্যিই বাংলাদেশের স্বার্থের পক্ষে কাজ করেছে? সরকারের জন্য ঘটনাটি ছিল বিপর্যয়কর। ব্রিকস বিপর্যয়ের রেশ না মেলাতেই সামনে আসে বাংলাদেশের একমাত্র নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ, যার নামেই বিশ্বের মানুষ বাংলাদেশকে জানে, ড. মোহাম্মদ ইউনূসকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্যকর নাটক। শ্রম আইন লঙ্ঘনসহ বিভিন্ন অভিযোগে ১৮টি মামলা তাকে সাজা দেয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়। এটিকে হয়রানিমূলক বলে উল্লেখ করে নানা মহল থেকে প্রতিবাদ হতে থাকে। একপর্যায়ে শতাধিক নোবেলজয়ী ব্যক্তিত্বসহ ১৬০ বা তারও বেশি সংখ্যক বিশ্বনেতা ড. ইউনূসের মামলা তুলে নেয়া এবং দেশের নিরপেক্ষ আইনজীবীদের মাধ্যমে অভিযোগগুলো পরীক্ষা করার আহ্বান জানিয়ে প্রধানমন্ত্রীর কাছে খোলা চিঠি লেখেন। সরকার এটিকে দৃশ্যত তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র হিসাবে নেয়। সরকার এর বিরুদ্ধে তাদের সর্বাত্মক যুদ্ধ ঘোষণা করে।

ড. ইউনূসকে নিয়ে যতই তোলপাড় করা হোক। এর ফল কোনোভাবেই সরকারের অনুকূলে যাবে না। কারণ বিশ্বনেতাদের বিবৃতির মাধ্যমে বাংলাদেশের সরকারের বিরুদ্ধে সুনামির মতো ভয়ানক শক্তিশালী একটি নেতিবাচক বার্তা বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে। তারই প্রতিক্রিয়ায় কিনা বলা মুশকিল, কয়েক দিনের মধ্যে বিশ্বের অন্যতম সেরা দৈনিক নিউ ইয়র্ক টাইমসও বাংলাদেশের সরকারের বিষয়ে একটি নেতিবাচক রিপোর্ট প্রকাশ করে। এতে রাজনৈতিক বিরোধীদের ওপর সরকারের দমন-পীড়নের প্রামাণিক তথ্য-উপাত্ত তুলে ধরা হয়। এমনকি প্রতিবেশী দেশের একজন সাংবাদিকও সরকারের সমালোচনা করে নিবন্ধ লেখেন। অবশ্য সেটি আলোর মুখ দেখেনি। পোর্টালটি কারিগরি ত্রুটি বা অন্য কোনো কারণে আপাতত বন্ধ হয়ে যাবার কারণে। এদিকে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে নিরাপত্তাবিষয়ক আলোচনা শুরু হচ্ছে বাংলাদেশের। বিভিন্ন সূত্রে জানা যাচ্ছে, চলতি মাসের মধ্যেই এ বিষয়ে একাধিক বৈঠক হতে পারে। দ্বিপক্ষীয় প্রতিরক্ষা সম্পর্ক নিয়ে বুধবার ঢাকায় দু'দিনের নিরাপত্তা সংলাপ শুরু হচ্ছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের সাথে সামরিক তথ্যচুক্তি (জিএসওএমআইএ) এবং অধিগ্রহণ এবং ক্রস-সার্ভিসিং চুক্তি (এসিএসএ) করতে চায়। জিএসওএমআইএ হলো একটি পারস্পরিক আইনগতভাবে বাধ্যতামূলক চুক্তি যা নিশ্চিত করে যে সরকারগুলো শ্রেণীবদ্ধ সামরিক তথ্যগুলো বুঝতে এবং রক্ষা করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এসিএসএ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং তার অংশীদারদের সশস্ত্র বাহিনীকে সাধারণ সরঞ্জাম সরবরাহ এবং এর জন্য অর্থদানের অনুমতি দেয়। বিষয়টি ইতিবাচক হবে না বলাই যায়। পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডক্টর এ কে আব্দুল মোমেন এ ধরনের কোনো চুক্তির সম্ভাবনা আগেই নাকচ করে দিয়েছেন। তিনি বলেন, নির্বাচনের আগে এ ধরনের চুক্তি করার মতো বিলাসিতার সুযোগ আছে বলে মনে করি না। বাংলাদেশে গণতন্ত্র এবং মানবাধিকারের বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রের মনোভাবও সবারই জানা। ইন্দো-প্যাসিফিক কৌশলে বাংলাদেশকে পাশে চায় দেশটি।

দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশ হলো মার্কিন সহায়তার তৃতীয় বৃহত্তম সুবিধাভোগী। এ দেশের রফতানির অন্যতম গন্তব্যও যুক্তরাষ্ট্র। তার পরও দু'দেশের মধ্যে সম্পর্ক এই মুহূর্তে কিছুটা তিক্ত। যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞা ও নতুন ভিসানীতি সম্পর্কের অবনতি ঘটিয়েছে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে গণতন্ত্র, মানবাধিকার, বাক-স্বাধীনতার প্রশ্নে যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য পাশ্চাত্য দেশের অবস্থান। তারা বাংলাদেশে সুষ্ঠু, অবাধ, নিরপেক্ষ নির্বাচনের পক্ষে। কিন্তু সরকারের তাতে ঘোরতর আপত্তি। তারা ভারতকে দিয়ে এমন ব্যবস্থা করতে চায় যাতে নিজেদের পরিকল্পনা মতো নির্বাচন করে ক্ষমতায় থেকে যাওয়া সম্ভব হয়। কিন্তু সেটি খুব সহজ হবে না। তবে সর্বোচ্চ চেষ্টা করবে সরকার। সেই চেষ্টার সুযোগ আসবে আগামী ৮ সেপ্টেম্বর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দিল্লি সফরে।

আগামী ৭ থেকে ১০ সেপ্টেম্বর দিল্লিতে হতে যাচ্ছে উন্নত অর্থনীতির দেশগুলোর জোট জি-২০র শীর্ষ সম্মেলন। সেখানে ভারত জি-২০র সদস্য নয় বিশ্বের এমন নয়টি দেশকে 'অতিথি' হিসাবে আমন্ত্রণ জানিয়েছে, যার মধ্যে দক্ষিণ এশিয়া থেকে থাকছে বাংলাদেশ। ১০ তারিখে সম্মেলনের শেষ দিনে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বৈঠক করবেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে। এটি হবে উভয় দেশের নির্বাচনের আগে দুই প্রধানমন্ত্রীর শেষ বৈঠক। আর এই বৈঠকের সুযোগ করে দিতেই বাংলাদেশকে বিশেষ বিবেচনায় 'অতিথি' হিসাবে আমন্ত্রণ জানিয়েছে ভারত। সেটিও সম্ভব হয়েছে ঢাকায় ভারতের সাবেক এক রাষ্ট্রদূতের তদবিরে।

বাংলাদেশে সংবিধানের আওতায় নির্বাচন করার সরকারের যে আকাঙ্ক্ষা তার অনুকূলে ভারত সত্যিই যুক্তরাষ্ট্র ও তার ইউরোপীয় মিত্রদের কাছে তদবির করবে কিনা সেটি বোঝা যাবে হাসিনা-মোদি বৈঠকের পর।

আমরা আগের কোনো কলামে বলেছি, আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতা হারাক এটা ভারত কখনো কোনোভাবেই চাইবে না। তারা জানে, বাংলাদেশে তাদের একমাত্র মিত্র আওয়ামী লীগ। তাই শেখ হাসিনা সরকারের তৃতীয় শক্তির দিকে ঝুঁকে পড়ায় ভারত যতই বেজার হোক, তাদের হাতে বিকল্প নেই। এরকম সব উজাড় করে দেবার মতো কোনো সরকার বাংলাদেশে দ্বিতীয়টি আসবে *বাকি অংশ ১৬ পৃষ্ঠায়*

না। জি-২০ শীর্ষ সম্মেলন ইতোমধ্যে আকর্ষণ হারিয়েছে।

কারণ রাশিয়ার পুতিন এবং চীনের শি জিনপিং আসছেন না। পুতিন আসতে পারবেন না যুদ্ধের কারণে। আর শি আসবেন না বলেও পিছুটান দিয়েছেন। মাত্র ক'দিন আগে প্রকাশিত চীনের নতুন মানচিত্রে ভারতের রাজ্য অরুনাচল এবং কাশ্মীরের অংশ আকসাই চীনকে চীনের অন্তর্ভুক্ত দেখানোর পর ভারতে আসতে তিনি কি একটু হলেও লজ্জা বোধ করছেন?

এদিকে জি-২০র আগেই ঢাকায় আসছেন রুশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী ল্যাভরভ। পরে আসছেন ফরাসি প্রেসিডেন্ট ম্যাক্রন। কোনো ফরাসি প্রেসিডেন্টের এটি দ্বিতীয় বাংলাদেশ সফর। ক'দিন আগে বাংলাদেশের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ বিবৃতি দিয়েছে রাশিয়া। এ দেশে তার বিরাট অঙ্কের বিনিয়োগও আছে পরমাণু বিদ্যুৎকেন্দ্রে।

ম্যাক্রোর সফরে প্রধানমন্ত্রী হয়তো সুযোগ নেবেন ইইউ এবং যুক্তরাষ্ট্রের চাপ সম্পর্কে আলোচনা করার। তবে কাজ হবার সম্ভাবনা কম। যুক্তরাষ্ট্রের বিপক্ষে যাওয়া ফ্রান্সের পক্ষে সম্ভব নয়। তবে বিদেশে সরকারের মিত্র আছে সেটি জানান দেয়ার ভালো নমুনা হবে এই দুটি হাই প্রোফাইল সফর।

শেষ করার আগে বলি আদালতে মিছিল মিটিং করার ওপর নতুন করে নির্দেশনা এসেছে। ২০০৫ সালে হাইকোর্ট এ ধরনের একটি রায় দিয়েছিলেন। সেটি নতুন করে জারি করা হয়েছে। কখন এটি করা হলো? যখন একাধিক সিটিং বিচারপতি নিজেদেরকে 'শপথবদ্ধ রাজনীতিক' বলে ঘোষণা করেছেন। না, কোনো মন্তব্য নেই।দৈনিক নয়াদিগন্ত-র সৌজন্যে

BEGINNER'S DRIVING ACADEMY

5 HOURS PRE LICENSING COURSE

OUR SERVICES

- Professional Certified Male & Lady Instructor.
- Flexible Lesson Timing
- Pickup, Drop Off from your Convenient Location
- All Types of DMV Express Services

6 Hours Defensive Driving Course (DDC)

BEGINNER'S DMV EXPRESS SERVICE

DMV এর সকল ধরনের জরুরী
সেবা পেতে আজই যোগাযোগ করুন

PLEASE CALL

(929) 244 7730

www.bdacademy.nyc

71-16 35th Avenue,
Jackson Heights, NY 11372.

129-20 Liberty Avenue,
South Richmond Hill, NY 11419.

রাশিয়ার সঙ্গে লেনদেনের আজ ও আগামী

হারুন উর রশীদ স্বপন

রাশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী সের্গেই লাভরভের ঢাকা সফরে দুই পক্ষই নানা বিষয়ে সমর্থন লাভের আশা করছে। রাশিয়ার সমর্থন লাভের বিষয় থাকবে ইউক্রেন, আর বাংলাদেশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ আগামী নির্বাচন নিয়ে রাশিয়ার অবস্থান।

বিশ্লেষকেরা বলছেন এটা দ্বিপাক্ষিক এবং রাজনৈতিক সফর। এখনকার বিশ্ব প্রেক্ষাপট বিবেচনা করলে সেটা বুঝতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। ভ্লাদিমির পুতিনের খুবই নির্ভযোগ্য এই পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইউক্রেন যুদ্ধের পর পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ সফর করছেন ইউক্রেন যুদ্ধ নিয়ে রাশিয়ার নীতির পক্ষে সমর্থন লাভের জন্য। বিশ্লেষকেরা মনে করেন, রাশিয়ান পররাষ্ট্রমন্ত্রীর এই সফরের ওপর ভালোভাবেই নজর রাখছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।

তাই বাংলাদেশের উচিত হবে বাংলাদেশের অর্থনীতিকে মাথায় রেখে নিজেদের স্বার্থের দিকে নজর রাখা।

পররাষ্ট্র সচিব মাসুদ বিন মোমেন একদিন আগে সাংবাদিকদের জানিয়েছেন,"আন্তর্জাতিক বিশ্বে সাম্প্রতিক যেসব কঠিন পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে বিশেষ করে ইউক্রেন সংকটের পর থেকে, সেগুলো নিয়ে আলোচনা হবে। সার ও জ্বালানি নিরাপত্তা, স্যাংশন, আমাদের যে সমস্যা আছে সেগুলো আমরা তুলে ধরব। রাশিয়াকে আমরা নিশ্চয়ই অনুরোধ করতে পারি যেন দ্রুত শান্তিপূর্ণ সমাধান বের করা যায়।" জানা গেছে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে ইউক্রেন যুদ্ধ দ্রুত শেষ করার আহ্বান জানানো হতে পারে।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে কেন্দ্র করে রাশিয়ার সঙ্গে বাংলাদেশের একটি ঐতিহাসিক সম্পর্ক আছে। আর ২০২২ সালের ডিসেম্বরে বাংলাদেশের নির্বাচন নিয়ে ঢাকায় মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার হাসের তৎপরতার সময় ঢাকায় রাশিয়ান দূতাবাস একটি বিবৃতি দিয়ে বলছিল,"কিছু দেশ, যারা নিজেদের 'উন্নত গণতন্ত্র' বলে দাবি করে, তারা অন্য দেশের সার্বভৌমত্ব ও অভ্যন্তরীণ বিষয়ে শুধু হস্তক্ষেপই করে না, এমনকি ব্ল্যাকমেইলও করে।" আর রূপপুরে বাংলাদেশের বৃহৎ পারমানবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র হচ্ছে রাশিয়ান বিনিয়োগে।

বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভের পর এই প্রথম রাশিয়ান কোনো পররাষ্ট্রমন্ত্রীর বাংলাদেশ সফর। এর আগে আরো দুইবার সফরের কথা থাকলেও শেষ পর্যন্ত তা হয়নি।

পরারাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে জানাগেছে এই সফরে কোনো চুক্তি সই না হলেও দ্বিপক্ষীয় সব বিষয়েই আলোচনা হবে।

বাংলাদেশের অগ্রাধিকারের মধ্যে আছে রূপপুর বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রকল্পের কাজ দ্রুত শেষ করা। রূপপুরের অর্থ পরিশোধও আরেকটি ইস্যু, আগে রাশিয়ার পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল বাংলাদেশকে এখনই অর্থ পরিশোধ না করতে। এরপর আর এ বিষয়ে কথা আগায়নি রোহিঙ্গাদের বিষয়ে রাশিয়ার সমর্থন চাওয়া হবে। এছাড়া প্রতিরক্ষা, সার ও গম আমদানি নিয়ে আলোচনা হবে।

বাংলাদেশ থেকে ২০২১-২২ অর্থবছরে রাশিয়ায় প্রায় ৬৪ কোটি ডলারের পণ্য রপ্তানি হয়েছে, একই সময়ে বাংলাদেশ আমদানি করেছে প্রায় সাড়ে ৪৭ কোটি ডলারের পণ্য।

রাশিয়ার দিক থেকে মার্কিন নিষেধাজ্ঞায় আটকে থাকা তাদের জাহাজ বাংলাদেশে প্রবেশ করতে দেয়ার অনুরোধ থাকবে বলে জানা গেছে। তাদের দিক থেকে প্রধানত চারটি ইস্যুর কথা জানানো হয়েছে। এর মধ্যে আছে অর্থনীতি ও বাণিজ্য, আন্তর্জাতিক ফোরামে বাংলাদেশের সহযোগিতা ও সমর্থন।

রাশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী ঢাকায় এসে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আবদুল মোমেনের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করবেন। তিনি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে বৈঠক করবেন শুক্রবার। ওইদিনই তিনি ভারতের দিল্লিতে জি-২০ সম্মেলনে যোগ দিতে ঢাকা ছাড়বেন।

সাবেক রাষ্ট্রদূত মেজর জেনারেল (অব.) মো. শহীদুল হক মনে করেন, "এই সফরে দুই দেশেরই রাজনৈতিক প্রত্যাশা আছে। এটা কিছুটা রাজনৈতিক সফর। তবে বাংলাদেশের সতর্ক থাকতে হবে।"

তিনি বলেন, "রূপপুর পারমাণবিক কেন্দ্রে রাশিয়ার ১২ বিলিয়ন ডলারের বিনিয়োগ রয়েছে। এটা উভয় দেশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। নিষেধাজ্ঞার কারণে পেমেন্টে সমস্যা হচ্ছে। কিন্তু সেটার উপায় বের করতে গিয়ে কোনো ঝুঁকি নেয়া যাবে না। এই সরকার আগামী নির্বাচনে তার অবস্থানে রাশিয়ার সমর্থন চাইবে। ইউক্রেন যুদ্ধসহ আন্তর্জাতিক নানা ফোরামে বাংলাদেশের সমর্থন চাইবে রাশিয়া। এই বিষয়ে বাংলাদেশের আগের অবস্থানেই থাকতে হবে। কোনো পক্ষে না গিয়ে শান্তির পক্ষে অবস্থান নেয়াই যথার্থ হবে।"

তার কথা, "রাশিয়ার সঙ্গে এখন বাংলাদেশের নতুন কোনো ইনভেস্টমেন্ট বা চুক্তিতে যাওয়া ঠিক হবে না। এখন শুধু আগের অর্থনৈতিক বিষয়গুলো যাতে সহজ করা যায় সেই চেষ্টা করতে হবে।"

তিনি বলেন,"মার্কিন প্রেসার রিলিজের জন্য এমন কিছু বাংলাদেশের জন্য করা ঠিক হবে না যাতে বাংলাদেশের জন্য কোনো সংকট হয়।"

এদিকে সাবেক রাষ্ট্রদূত মো. হুমায়ুন কবির বলেন, এই ধরনের সফরের ব্যাপারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নজর রাখে।

কোথায় কী হয় সব তথ্য তাদের কাছে থাকে। তবে আমার মনে হয় রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্প, রোহিঙ্গা ইস্যু, গম ও সার আমদানিই বাংলাদেশের জন্য

রাশিয়া-উত্তর কোরিয়া আঁতাতে বড় বিপদ বিশ্বের সামনে

ডেনিয়েল সলসবুরি

জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের কর্মকর্তা জন কিরবি গত ৩০ আগস্ট এক বিবৃতিতে বলেন, অস্ত্র বেচাকেনা নিয়ে উত্তর কোরিয়া ও রাশিয়ার মধ্যে আলাপ-আলোচনা অনেকটাই অগ্রসর হয়েছে। কেননা, রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন তাঁর যুদ্ধযন্ত্র সচল রাখার জন্য অস্ত্রের সন্ধানে নেমেছেন।

একের পর এক পশ্চিমা নিষেধাজ্ঞার চাপে রাশিয়া ও তাদের সামরিক ঠিকাদার ভাগনার গ্রুপ গত বছর উত্তর কোরিয়ার কাছ থেকে রকেট ও ক্ষেপণাস্ত্র নিয়েছে বলে অভিযোগ আছে।

সামরিক খাতে উত্তর কোরিয়ার কাছ থেকে বড় সহায়তা পেলে সেটা ইউক্রেন যুদ্ধ চালিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে রাশিয়াকে নিশ্চিতভাবে সহায়তা করবে। উত্তর কোরিয়ার অস্ত্র ব্যবসা ও কেনাকাটার ওপর আমার যে গবেষণা তাতে বলতে পারি, পিয়ংইয়ং অস্ত্র ও গোলাবারুদ বিক্রির বিনিময়ে রাশিয়ার কাছ থেকে মূলত প্রযুক্তি চাইছে।

রাশিয়ার কাছ থেকে প্রযুক্তিগত সহায়তা পেলে উত্তর কোরিয়ার অস্ত্র তৈরির সক্ষমতা বিপুল পরিমাণ বেড়ে যাবে। জাতিসংঘের নিষেধাজ্ঞার কারণে এ ক্ষেত্রে উত্তর কোরিয়াকে ভুগতে হচ্ছে।

সর্বশেষ তথ্য বলছে, ভাড়াটে সেনাদল ভাগনার গ্রুপের প্রধান সদ্য মৃত ইয়েভগেনি প্রিগোশিনের সঙ্গে উত্তর কোরিয়ার অস্ত্র বেচাকেনা আলোচনার একটি অগ্রগতি ঘটেছে। যদিও উত্তর কোরিয়ার পক্ষ থেকে সেটি অস্বীকার করা হয়েছে।

২০২২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছিল, রাশিয়াকে উত্তর কোরিয়া বিপুল পরিমাণ গোলাবারুদ দিয়েছে। ২০২৩ সালের জানুয়ারি মাসে উত্তর কোরিয়া ও রাশিয়া সীমান্তে থাকা একটি মালবাহী ট্রেনের স্যাটেলাইট ছবি প্রকাশ করেন কিরবি। ট্রেনটিতে রকেট ও ক্ষেপণাস্ত্র ছিল বলে ধারণা করা হচ্ছে।

মার্চ মাসে স্লোভাকিয়ার একজন নাগরিকের ওপর নিষেধাজ্ঞা দেয় যুক্তরাষ্ট্রের অর্থ মন্ত্রণালয়। ওই ব্যক্তি উত্তর কোরিয়ার সঙ্গে অন্তত ২৪ ধরনের অস্ত্র কেনাকাটা প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এ ঘটনা প্রমাণ করে যে উত্তর কোরিয়া ও রাশিয়ার অস্ত্র কেনার চুক্তির জন্য অনেক দূর এগিয়েছে।

জুলাই মাসে যুক্তরাষ্ট্র উত্তর কোরিয়ার অস্ত্র বিক্রেতা রিম ইয়াংয়ের ওপর নিষেধাজ্ঞা দেয়। তিনি ভাগনারের কাছে অস্ত্র বিক্রি করতে মধ্যস্থতা করেন।

যা-ই হোক, রাশিয়ার প্রতিরক্ষামন্ত্রী সের্গেই শোইগুর পিয়ংইংয়ং সফরের মধ্য দিয়ে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, দুই দেশের সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হতে চলেছে। কোরীয় যুদ্ধ বন্ধের ৭০তম বার্ষিকীর অনুষ্ঠানের মধ্যমণি ছিলেন শোইগু। সামরিক কুচকাওয়াজসহ অন্যান্য আয়োজনে চীনের প্রতিনিধিরাও শোইগুর কাছে ম্লান ছিলেন। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, উত্তর কোরিয়ার নেতা কিম জং-উনের সঙ্গে একটি সমরাস্ত্র প্রদর্শনীতে শোইগুকে দেখা গেছে। এই প্রদর্শনীতে অন্যান্য অনেক অস্ত্রের মধ্যে আন্তমহাদেশীয় ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র, দূরপাল্লার হাইপারসোনিক ক্ষেপণাস্ত্র, অত্যাধুনিক ড্রোনব্যবস্থাও ছিল।

১৯৭০-এর দশকে সমরাস্ত্র-শিল্পের ভিত্তি গড়ে ওঠার পর উত্তর কোরিয়ার অস্ত্র রপ্তানির সক্ষমতা ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে। শীতল যুদ্ধকালে মতাদর্শিক বন্ধুদের

কাছে সবচেয়ে বেশি অস্ত্র বিক্রি করে উত্তর কোরিয়া। কিন্তু শত্রুপক্ষের কাছেও তারা অস্ত্র বিক্রি করে। ১৯৮০-এর দশকে ইরাকের সঙ্গে যুদ্ধের সময়ে উত্তর কোরিয়ার সবচেয়ে বড় অস্ত্রের ক্রেতা ছিল ইরান।

গণবিধ্বংসী অস্ত্র তৈরির কর্মসূচির কারণে ২০০৬ সাল থেকে জাতিসংঘ ক্রমাগতভাবে উত্তর কোরিয়ার ওপর নিষেধাজ্ঞা বাড়িয়ে চলেছে। ২০০৯ সাল থেকে উত্তর কোরিয়া থেকে সব ধরনের অস্ত্র আমদানির ওপর নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়।

জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য রাশিয়া এক দশকের বেশি সময় ধরে উত্তর কোরিয়ার ওপর দেওয়া জাতিসংঘের নিষেধাজ্ঞা প্রস্তাবে সম্মতি জানিয়ে আসছিল। ২০১৭ সালে সর্বশেষ উত্তর কোরিয়ার ওপর নিষেধাজ্ঞা দেয় জাতিসংঘ। কিন্তু আরেক স্থায়ী প্রতিনিধি চীনের সঙ্গে রাশিয়াও জাতিসংঘের দেওয়া নিষেধাজ্ঞার বিধিনিষেধ খুব কার্যকরভাবে মেনে চলেছে, তেমনটা বলা যাবে না। রুশ ভূখণ্ডে উত্তর কোরিয়া অস্ত্র বিক্রির নেটওয়ার্কের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিয়েছে, এমন নজির নেই। প্রকৃতপক্ষে রাশিয়া ও চীনদুই দেশই নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে উত্তর কোরিয়ায় নিজেদের প্রভাব বিস্তারে প্রচেষ্টা চালিয়ে গেছে।

উত্তর কোরিয়ার কাছ থেকে অস্ত্র কেনার পেছনে রাশিয়ার পরিষ্কার উদ্দেশ্য হলো, ইউক্রেন যুদ্ধে সেগুলোর ব্যবহার করা। কিন্তু এর ফলে উত্তর কোরিয়ার ওপর জাতিসংঘের যে নিষেধাজ্ঞা বলবৎ আছে, সেটিকে বুড়ো আঙুল দেখানো হবে। অস্ত্র বিক্রি করে কিম জং-উন অর্থ আয় করার সুযোগ পাবেন। উত্তর কোরিয়ার অস্ত্রশিল্পে পুনর্জাগরণ ঘটবে।

খাদ্য, তেল, সার ও অন্যান্য পণ্য কেনার পথ বের করতে মরিয়া প্রচেষ্টা চালাচ্ছে উত্তর কোরিয়া। স্লোভাকিয়ার যে নাগরিকের ওপর যুক্তরাষ্ট্র নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে, তাঁর সঙ্গে উত্তর কোরিয়ার যে চুক্তি হয়েছিল তাতে বলা হয়েছিল, অস্ত্রের বিনিময়ে বাণিজ্যিক বিমান, কাঁচামাল ও অন্যান্য কাঁচামাল দিতে হবে।

কিন্তু সবচেয়ে উদ্বেগজনক বিষয় হলো, উত্তর কোরিয়া দীর্ঘদিন ধরেই অস্ত্র বিক্রির অর্থ নিজেদের অস্ত্রশস্ত্র আধুনিকায়নের কাজে ব্যবহার করে আসছে। এর মধ্যে পরমাণু ও দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র কর্মসূচি রয়েছে।

রাশিয়ার কাছে বিপুল পরিমাণ পারমাণবিক অস্ত্র ও ক্ষেপণাস্ত্র রয়েছে। ইউক্রেনে আগ্রাসনের কারণে রাশিয়ার ওপর পশ্চিমা নিষেধাজ্ঞার কারণে এই অস্ত্রশিল্প নানা প্রতিবন্ধকতার মুখে পড়েছে। এ পরিস্থিতিতে উত্তর কোরিয়া যদি রাশিয়ার কাছ থেকে প্রযুক্তি পায়, তাহলে তারা তাদের থমকে যাওয়া অস্ত্রশিল্পে আধুনিকায়ন ঘটাবে।

মস্কো যদি এখন থেকে উত্তর কোরিয়া থেকে নিয়মিত অস্ত্র আমদানি করে, তাহলে পুতিন ইউক্রেন যুদ্ধে টিকে থাকার রসদ পাবেন। এর বিনিময়ে উত্তর কোরিয়া যদি প্রযুক্তি হাতে পায়, তাহলে সেটা দীর্ঘ মেয়াদে বিশ্বের জন্য দুশ্চিন্তার কারণ হতে পারে। বিশ্ব এটা অবশ্যই উপেক্ষা করতে পারে না। ডেনিয়েল সলসবুরি কিংস কলেজ লন্ডনের ভিজিটিং রিসার্চ ফেলো, এশিয়া টাইমস থেকে নেওয়া, ইংরেজি থেকে অনূদিত

GRAND OPPENING

BUTTERFLY SENIOR DAY CARE
বাটারফ্লাই সিনিয়র ডে-কেয়ার

49-22 30th Avenue, Woodside, NY 11377

বর্তমান এজেন্সি ঠিক রেখেই আমাদের ডে-কেয়ারের সেবা নিতে পারেন

বর্তমানে আপনি যদি অন্য কোথাও সিনিয়র ডে-কেয়ার পরিষেবা নিয়ে থাকেন, তবে দয়া করে আমাদের একটি কল করুন। আমরা আপনাকে সর্বোত্তম পরিষেবা প্রদান করব।

আপনার শারীরিক ও মানসিক সুস্থ্যতাই আমাদের লক্ষ্য

Munmun Hasian Bari
Chairman

ডে-কেয়ারের মেম্বারদের জন্য সেবা সমূহ:

১. আমাদের পরিবহনের মাধ্যমে যাতায়াতের সু-ব্যবস্থা
২. প্রাথমিক ব্যায়ামের ব্যবস্থা
৩. কেরাম, লুডু, বিংগো সহ বিভিন্ন খেলার সু-ব্যবস্থা
৪. বিভন্ন শিক্ষামূলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা
৫. দর্শনীয় স্থান পরিদর্শন
৬. নামাজের সু-ব্যবস্থা (মহিলাদের আলাদা)
৭. স্বাস্থ্যসম্মত / সকল ধরনের খাবার পরিবেশন
৮. জন্মদিন ও বিভিন্ন অনুষ্ঠান পালন

Jubar Chowdhury
Executive Director

আজই ফোন করুন :

347-242-2175, 631-428-1901, Fax: 347-814-0885
info@butterflyseniordaycare.com

www.butterflyseniordaycare.com

PREMIUM SUPERMARKET

HALAL

Sales Promotion Valid from Friday to Thursday (September 08 - 14, 2023) | Promo Code : PSP36

$5 off $99 Purchase | $10 off $200 Purchase | $20 off $300 Purchase

DISCOUNT WILL BE AVAILABLE ON TUESDAY, WEDNESDAY & THURSDAY
(multiple sales cannot be combined)

SALE 99¢/LB — NO CLEAN NO CUT — ZABIHA HALAL

CHICKEN QUARTER LEG

SALE $6.49/LB — SIZE 8/10

HILSHA

SALE $10.99/LB — SIZE 12/15

HILSHA

SALE $2.29/LB — SIZE 3/4 KG

ROHU

SALE $2.89/LB — SIZE 4 KG

MRIGAL

SALE $2.79/LB — SIZE 7-9 KG

KATLA

SALE $2.49/LB — SIZE 1 KG

SHOR PUTI

SALE $6.99/LB — SIZE 200-300

RUPCHANDA

SALE $6.49/LB — NO CUT

FRESH SALMON WHOLE

SALE 3/$5.00 — 200 GM

SHAHAJALAL TRAY KESKI

SALE $9.99/LB

BLUE SEA SHELL ON - EZ-PEEL — 31/40-2 LB BAG
RAW SHRIMP

SALE 3/$5.00 — EACH $1.99 — 1 LTR

KARA COCONUT WATER

SALE $3.99/EA — 25 PCS PACK

SHAHJALAL PLAIN PARATHA

SALE $9.99/EA — 21.1 OZ

AL-SAFA BREADED CHICKEN PATTIES

SALE $9.99/EA — 10 LB

INDIA'S NATURE BASMATI RICE

SALE 3/$5.00 — 1 DOZEN

MEDIUM BROWN EGG

SALE $3.99/EA

MILK GALLON

SALE 2/$7.00 — 2 KG

TEER ATTA / MAIDA

SALE 3/$5.00 — 500 GM

TEER MURI

SALE $6.99/EA — 1 LITER

TEER MUSTARD OIL

PREMIUM SUPERMARKET — CONTACT — WhatsApp Number

168-13 HILLSIDE AVE, JAMAICA, NY 11432	347-626-8798
256-11 HILLSIDE AVE, GLEN OAKS, BELLEROSE, NY 11004	347-657-8911
1196 LIEBERTY AVE, BROOKLYN, NY 11208	347-658-0972
74-18, 37TH AVE, JACKSON HEIGHTS, NY 11372	347-658-4362
2101, STARLING AVE, BRONX, NY 10462	347-658-0134

FREE PARKING IN BELLEROSE STORE

WE ACCEPT ALL MAJOR CREDIT & EBT CARDS "MULTIPLE SALES CANNOT BE COMBINED & PRICE CAN CHANGE WITHOUT NOTICE"
STRICTLY CAN NOT COMBINE ANY SPECIAL OFFERS, DISCOUNTS OR COUPONS WITH ONE AND ANOTHER.
THESE SPECIAL OFFER VALID WHILE STOCKS LAST. PREMIUM STORE MANAGEMENT HAS THE RIGHT TO LIMIT THE QUANTITY ISSUED PER CUSTOMER.

Premium Supermarket

Premium Winner of The Week

15 WINNERS WEEKLY

WEEKLY 3 WINNERS WITH $250 STORE VOUCHERS

IN EACH STORE

BRONX | GLEN OAKS | JAKSON HEIGHTS | JAMAICA | OZONE PARK

FROM SEPTEMBER 01 TO DECEMBER 28, 2023

VALID FOR PURCHASES OF $50 AND ABOVE

Conditions Apply

WE ACCEPT CATERING ORDERS FOR ANY OCCASION
আমরা যে কোন অনুষ্ঠানের জন্য ক্যাটারিং অর্ডার গ্রহণ করি

● Chicken Curry ● Goat Curry ● Shrimp Curry ● Chili Chicken ● Chicken Roast
● Fish Curry (at your Choice) ● Mixed Vegetables ● Rice Pudding

Premium Sweets & RESTAURANT
REFLECTING NATIONS HERITAGE

PREMIUM SWEETS & RESTAURANT
168-03 HILLSIDE AVE, JAMAICA, NY 11432..... 347-626-6892, 718-739-6105
37-14 73RD ST, JACKSON HEIGHTS, NY 11372..... 347-658-0297, 718-672-5000
2104, STARLING AVE, BRONX, NY 10462..... 347-626-8341, 718-239-9500

CONTACT

WhatsApp Number

HALAL

www.premiumsweetsus.com

1412 Castle Hill Ave, Bronx, NY 10462 Tel: 718-409-3940, 646-427-4867

Immigrant Elder Home Care LLC

হোম কেয়ার

Earn by taking care of your Parents, Father, Father in Law, Mother in Laws, Friends, Neighbor, Love ones and get paid weekly.

We Pay Highest Payment

No training necessary and we do not charge any fee.

Call Today

Giash Ahmed
Chairman/CEO
917-744-7308

Nusrat Ahmed
President
718-406-5549

Dr. Md. Mohaimen
718-457-0813
Fax: 631-282-8386
718-457-0814

Email: giashahmed123@gmail.com
Web: immigrantelderhomecare.com

Corporate Office
37-05 2nd Fl, 74 Street
Jakson hights, NY 11372
718-457-0813
917-744-7308

Jamica Office
87-54 168th Street,
2nd Floor
Jamaica, NY 11432
718-406-5549

Long Island Office
1 Blacksmith Lane
Dix Hill, NY 11713
718-406-5549

Bronx Office
2148 Starling Ave,
Bronx, NY 10462
718-406-5549

Ozone Park Office
175B Forbell Street,
Brooklyn, NY 11208
718-406-5549

Buffalo Office
1578 Broadway Street,
Buffalo, NY 14211
718-406-5549

চোখের সংক্রমণ এড়াতে যা করবেন

পরিচয় ডেস্ক: নানা কারণে চোখে সংক্রমণ হতে পারে। সংক্রমণ হলে চোখ লাল হয়ে যাওয়া, চুলকানি, জ্বালাভাব, চোখ দিয়ে পানি পড়া ইত্যাদি সমস্যা দেখা দিতে পারে। বিশেষজ্ঞদের মতে, বাতাসে থাকা ধুলোকণা, পরাগরেণু, দূষণ, আবহাওয়ার পরিস্থিতি চোখে সংক্রমণ হওয়ার অন্যতম কারণ।

চোখ এমনিতেই মানবদেহের খুব সংবেদনশীল অংশ। তাই সংক্রমণ এড়াতে সতর্ক থাকতে হবে। সেক্ষেত্রে যা করবেন-

১. চোখে চুলকানি ভাব দেখা দিলে চোখ ডলবেন না। এতে চোখের ক্ষতি হয়।

২. চোখে হাত দেওয়ার আগে ভালোভাবে সাবান দিয়ে হাত পরিষ্কার করে নেওয়া প্রয়োজন।

৩. বাইরে বেরোলে সানগ্লাস ব্যবহার করুন। এতে সূর্যের অতি বেগুনি রশ্মি এবং দূষণ থেকে চোখ রক্ষা পাবে।

৪. ঘরবাড়ি পরিষ্কার রাখবেন। তা না হলে ধূলা থেকে চোখে সংক্রমণ হওয়ার ঝুঁকি থাকে।

৫. চোখে কোনো অস্বস্তি হলে চিকিৎসকের পরামর্শ নিন। এছাড়াও ঠান্ডা জিনিস দিয়ে চোখে সেঁক দিতে পারেন।

মনে রাখবেন, খুব অল্পতেই চোখে সংক্রমণ হতে পারে। তাই সাবধান থাকা প্রয়োজন।

ভাত খেলে কি ওজন বাড়ে?

পরিচয় ডেস্ক: ওজন কমাতে মানুষ কতভাবেই না চেষ্টা করে। অনেকের ধারণা, ভাত খেলে ওজন বেড়ে যায়। এ কারণে যারা ওজন কমানোর চেষ্টা করছেন তাদের অনেকেরই ভাত খাবেন কি খাবেন না তা নিয়ে প্রশ্ন আছে। যেখানে বিশ্বের প্রায় অর্ধেক মানুষের প্রধান খাদ্য ভাত, সেই ভাত খেলে কি আদৌ ওজন বাড়ে?

যারা ওজন নিয়ে সমস্যায় ভূগছেন তাদের অনেকেই ভাত খাওয়ার পর অপরাধবোধে ভোগেন। এ ব্যাপারে স্বাস্থ্য বিষয়ক ওয়েবসাইট 'হেলথসটে'র এক প্রতিবেদনে ফিটনেস কোচ মিতেন কাকাইয়ার কিছু মন্তব্য প্রকাশিত হয়েছে। মিতেন তার ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টে লিখেছেন, ওজন বাড়ার সাথে ভাতের কোনও সম্পর্ক নেই। তার ভাষায়, 'ভাত আপনার ওজন বাড়ায় না'। ওজন বাড়ার সঙ্গে ভাত বা রুটির কোনো সম্পর্ক নেই। বরং একটি সুন্দর খাদ্যাভ্যাস সার্বিক সুস্থতায় প্রভাব ফেলে।

তিনি বলন, প্রতিটি খাদ্য গ্রুপ আপনার ওজন-হ্রাসের ক্ষেত্রে একটি অপরিহার্য অংশ। আপনার ফিটনেস লক্ষ্য অর্জনের জন্য একটি খাদ্য গ্রুপ বাদ দেয়া ওজন কমানোর সেরা উপায় নয়।

অতিরিক্ত খাওয়া : মিতেন কাকাইয়ারের মতে, পরিমিত পরিমাণে ভাত খাওয়া শরীরের উপকার করে। তবে অতিরিক্ত খাওয়া এবং দিনে প্রয়োজনীয় ক্যালরির বেশি গ্রহণ করা ওজন কমানোর ক্ষেত্রে সমস্যা তৈরি করে।

পুষ্টিবিদরা বলছেন, সুষম খাবারের সঙ্গে অল্প পরিমাণে ভাত খাওয়া যেতে পারে। এমনকী, ফ্যানা ভাত খেলেও মোটা হয়ে যাওয়ার কোনো আশঙ্কা নেই। ভাত খেলে ওজন তো বাড়েই না, বরং উচ্চ রক্তচাপ এবং আরও অনেক সমস্যা নিয়ন্ত্রণে থাকে। এতে কমপক্ষে ৫০০ ক্যালরির বেশি শরীরের ঢোকে না। সঙ্গে কম তেল দিয়ে রান্না করা তেল, সবজি, ডাল, মাছ, ডিম খেলে একদিকে শরীর যেমন যথাযথ পুষ্টি পাওয়া যায়, তেমনি ক্যালরির হিসাব ঠিক থাকে। এ কারণে ভাত খাওয়া একেবারে বন্ধ

নারকেল দুধের স্বাস্থ্য উপকারিতা

পরিচয় ডেস্ক: রান্নায় নারকেলের দুধ দিলে খাবারের স্বাদ বেড়ে যায়। যাদের গরুর দুধ বা দুগ্ধজাত কোনও খাবারে অ্যালার্জি আছে তাদের মধ্যে অনেকেই আজকাল নারকেলের দুধ খান। গরুর দুধের মতো ক্যালশিয়াম বা ভিটামিন ডি না থাকলেও কার্বোহাইড্রেট, ক্যালোরি, ফ্যাট, শর্করা, পটাশিয়াম, সোডিয়ামের মতো খনিজ রয়েছে নারকেলের দুধে। পুষ্টিবিদরা বলছেন, নিয়মিত এই দুধ খেলে বিপাকহার উন্নত হয়। অ্যান্টি-অক্সিড্যান্টে ভরপুর এই দুধ বাড়িয়ে তোলে রোগ প্রতিরোধশক্তিও। এছাড়াও নারকেল দুধ খেলে আরও যেসব উপকারিতা পাওয়া যায়-

শক্তির উৎস : নারকেল দুধের মধ্যে রয়েছে ফ্যাটি অ্যাসিড। এটি সরাসরি লিভার গিয়ে সেখান থেকে শক্তিতে রূপান্তরিত করে। কায়িক পরিশ্রম করার পর খুব ক্লান্ত লাগলে তাৎক্ষণিত শক্তি ফিরে পেতে খেতে পারেন নারকেলের দুধ।

হজমশক্তি উন্নত করতে : নারকেলের দুধের মধ্যে রয়েছে ফাইবার এবং ফ্যাটি অ্যাসিড। যা হজমশক্তি উন্নত করতে সাহায্য করে। পুষ্টিবিদরা বলছেন, নারকেলের দুধ খেলে খাবার হজমে সহায়ক উৎসেচকগুলি ক্ষরণের হার বেড়ে যায়। যদিও এ বিষয়ে আরও গবেষণা প্রয়োজন।

সংক্রমণ রোধ করতে : নারকেলের দুধের মধ্যে রয়েছে মনোলোরিন নামক বিশেষ একটি উপাদান। যা ভাইরাসের লিপিড মেমব্রেনটিকে ধ্বংস করে তার কার্যক্ষমতা নষ্ট করে। কিছু ক্ষেত্রে দেখা গেছে, নারকেলের দুধ রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়িয়ে তুলতেও সাহায্য করে।

ক্যানসার প্রতিরোধী : বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে, নিয়মিত নারকেলের দুধ খেলে ক্যানসার আক্রান্ত কোষ দেহের অন্যত্র ছড়িয়ে পড়া প্রতিহত করতে পারে। নারকেলের দুধে থাকা অ্যান্টি-অক্সিড্যান্টে সমৃদ্ধ উপাদানগুলি ক্যানসার কোষের বিরুদ্ধে মোকাবিলা করে।

কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণ করতে: নারকেলের দুধে থাকা ফ্যাটি অ্যাসিড হৃৎপিণ্ড ভালো রাখতে সাহায্য করে। এক গবেষণায় দেখা গেছে, নারকেলের দুধ রক্তে থাকা খারাপ কোলেস্টেরল (এলডিএল)-এর মাত্রা কমিয়ে আনতে সাহায্য করে।

কলমি শাকের পুষ্টিমান অনেক নামীদামি খাবারের চেয়েও বেশি

রাতে খাওয়ার পর হাঁটা কেন জরুরি?
পরিচয় ডেস্ক:সারা দিন পরিশ্রমের পর অনেকে বাড়ি ফিরে রাতে কোনও মতে খেয়েই ঘুমিয়ে পড়েন। বিশেষজ্ঞদের মতে, ভরপেট খেয়েই ঘুমিয়ে পড়ার এই অভ্যাস একেবারেই স্বাস্থ্যকর নয় । চিকিৎসকরা বলছেন, দুপুর হোক কিংবা রাত, ভরপেট খেয়ে বেশ কিছু ক্ষণ সচল থাকা জরুরি। এ কারণে খাওয়ার পর অন্তত ১০ মিনিট হাঁটার পরামর্শ দিচ্ছেন তারা। খাওয়াদাওয়ার পর সচল থাকলে শরীরও ভালো থাকে। হজমের সমস্যাও অনেক কমে যায়। ভরপেট খাওয়ার পর হাঁটার অভ্যাসে কী কী উপকার হয় তা জানানো হয়েছে ভারতীয় গণমাধ্যম ' টাইমস অব ইন্ডিয়া'র এক প্রতিবেদনে।
১. ভারী খাবার খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শুয়ে পড়লে বদহজমের আশঙ্কা থাকে। বরং যদি হাঁটা যায়, তা হলে হজমশক্তি বাড়ে। সেই সঙ্গে অ্যাসিডিটির ঝুঁকিও কমে।
২. খাওয়ার পর ঘুমিয়ে পড়লেই ওজন বাড়ার ঝুঁকি থাকে । এ কারণে খাওয়ার পর অন্তত মিনিট দশেক হাঁটুন।
৩. অনেকেই রাতের খাবারের তালিকায় প্রচুর পরিমাণে কার্বোহাইড্রেট, ক্যালোরিযুক্ত খাবার রাখেন। সেক্ষেত্রে হাঁটার বিকল্প আর কিছুই হতে পারে না। তা না হলে মেদ বাড়ার ঝুঁকি বাড়ে।
৪. যারা ডায়াবেটিসে ভুগছেন, তাদেরও খাওয়ার পর নিয়ম করে অন্তত ১০ মিনিট হাঁটা উচিত। কারণ খাওয়ার পর রক্তে শর্করার মাত্রা বেড়ে যায়। হাঁটলে এটা অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে আসে।
৫. খাওয়ার পর ১০ মিনিট হাঁটলে উচ্চ রক্তচাপের মাত্রাও কমে। যারা রক্তচাপের সমস্যায় ভুগছেন, খাওয়ার পর হাঁটাহাঁটি করলে সুস্থ থাকতে পারবেন। অনেক সময়ে নিয়ম করে হাঁটার অভ্যাসেও রক্তচাপের মাত্রা নিয়ন্ত্রণে আসে।
৬. রাতের খাবার খাওয়ার পর কিছুক্ষণ হাঁটলে রাতের ঘুম ভালো হয়।
৭. হাঁটা মানসিক চাপ দূর করতে এবং শরীরে এন্ডোরফিন নিঃসরণ করতে সাহায্য করে। হাঁটলে শরীরে ভালো বোধ হয় এবং মেজাজ উন্নত করে। এ কারণে রাতের খাবারের পরে হাঁটা মন ভালো রাখে এবং বিষন্নতা দূর করে।

লিভার ভালো রাখতে উপকারী ৫ খাবার

পরিচয় ডেস্ক: লিভার শরীরের সবচেয়ে বড় অভ্যন্তরীণ অঙ্গ। এটি খাবার হজম, রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণ এবং রক্ত জমাট বাঁধা আটকানোর মতো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এ কারণে লিভারের যত্ন নেওয়া খুবই জরুরি। লিভার শরীরের বিভিন্ন প্রয়োজনের শক্তি কেন্দ্র। কিছু কিছু খাবার আছে যেগুলো লিভার সুস্থ রাখতে ভূমিকা রাখে। যেমন-
গমের ঘাস বা হুইট গ্রাস: এতে রয়েছে আয়রন, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, অ্যামাইনো অ্যাসিড। গমের ঘাস খাওয়া লিভারের স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী। সারা জীবন লিভার ভালো রাখতে এর রস খেতে পারেন।
কপি জাতীয় সবজি: ব্রোকলি এবং ব্রাসেলস স্প্রাউটের মতো ক্রুসিফেরাস সবজি খাওয়া শরীরের প্রাকৃতিক ডিটক্সিফিকেশন এনজাইমগুলিকে বাড়িয়ে তুলতে সাহায্য করতে পারে। এগুলি লিভারের কাজের চাপ কমায়, লিভারের এনজাইমের রক্তের মাত্রা উন্নত করে।
আখরোট: ফ্যাটি লিভারের রোগ কমাতে অত্যন্ত উপকারী আখরোট। এটি ওমেগা-৬ এবং ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিডের পাশাপাশি পলিফেনল অ্যান্টিঅক্সিডেন্টে সমৃদ্ধ। ফলে আখরোট খেলে লিভারের স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়।
আঙুর: লাল এবং বেগুনি আঙুরে রেসভেরাট্রলের মতো অনেক উপকারী উদ্ভিদ যৌগ থাকে। এগুলো অ্যান্টিঅক্সিডেন্টের মাত্রা বাড়ায় এবং প্রদাহ কমায়। এই আঙুর নিয়মিত খেলে লিভার ভালো থাকে।
বিটরুটের রস: নাইট্রেট এবং অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট রয়েছে এই রসে। এতে থাকা অ্যান্টিঅক্সিডেন্টকে বেটালাইন বলা হয়। এটি যকৃতের অক্সিডেটিভ ক্ষতি এবং প্রদাহ কমাতে সাহায্য করে। এটি প্রাকৃতিক ডিটক্সিফিকেশন এনজাইমগুলিকেও বাড়িয়ে তোলে।
লাউ শাক কেন খাবেন?
পরিচয় ডেস্ক: অনেকেই লাউ শাক খেতে পছন্দ করেন। ভর্তা, ভাজি, পাতুরি, তরকারি নানাভাবে এই শাক খাওয়া যায়। একাধিক উপকারী উপাদানের খনি হচ্ছে লাউ শাক। পুষ্টিবিজ্ঞানীদের কথায়, লাউ শাক ফাইবার, কার্বহাইড্রেট, ক্যালশিয়াম ও ফসফরাসের ভাণ্ডার। তাই নিয়মিত এই শাক খেলে নানা ধরনের স্বাস্থ্য উপকারিতা পাওয়া যায়। যেমন-
রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়: লাউ শাক অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ। নিয়মিত এই শাক খেলে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ে। তাই সুস্থ-সবল থাকতে নিয়মিত এই শাক রাখুন খাদ্যতালিকায়।
হাড়ের শক্তি বাড়ে: আজকাল বয়স ৩০-এর গণ্ডি পেরতে না পেরতেই শুরু হয়ে যাচ্ছে হাড়ের ক্ষয়। বিশেষ করে নারীরা এই সমস্যায় বেশি পড়ছেন। অস্থিসন্ধির শক্তি বাড়ানোর ক্ষেত্রে উপকারী লাউ শাক।

কিডনিতে পাথর হওয়ার ঝুঁকি কমায় যে ৩ ফল

পরিচয় ডেস্ক: নানা কারণে কিডনির সমস্যা হতে পারে। সাধারণত কম খাওয়া, দীর্ঘ ক্ষণ প্রস্রাব চেপে রাখা, বাইরের খাবার বেশি করে খাওয়াড় এমন কিছু কারণেই কিডনির সমস্যা দেখা দেয়। শুধু পাথর জমা নয়, কিডনিতেও আরও নানা ধরনের সংক্রমণ হতে পারে। কিডনিতে কোনও সমস্যা হলে সব সময় তা বোঝা যায় না। কারণ উপসর্গগুলি এত মৃদু হয় যে, বোঝার উপায় থাকে না। এ কারণে কিডনি ভালো রাখতে খাওয়াদাওয়ায় জোর দিতে হবে। চিকিৎসকরা বলছেন, কিডনিতে পাথর হওয়ার সমস্যা দূরে রাখতে পারে কয়েকটি ফল। নিয়ম করে সেগুলি খেলে কিডনি ভালো থাকবে। ভারতীয় গণমাধ্যম আনন্দবাজারের এক প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে এমনই কয়েকটি ফলের কথা। যেমন-
সাইট্রাস জাতীয় ফল : ভিটামিন সি সমৃদ্ধ সাইট্রাস জাতীয় ফল কিডনিতে পাথর জমতে দেয় না। এ কারণে এ ধরনের ফল নিয়ম করে খাওয়া যায়। কমলালেবু, আনারস, পাতিলেবু, স্ট্রবেরি কিডনি ভালো রাখে। অ্যাসিড-জাতীয় উপাদান ছাড়াও এই ফলে থাকা ভিটামিন সি কিডনি সুরক্ষিত রাখে।
বেদানা : কিডনি ভাল রাখতে বেদানাও দারুণ কার্যকরী। বেদানায় থাকা অ্যান্টিঅক্সিড্যান্ট,যে কোনও রকম সমস্যা থেকে দূরে রাখে কিডনিকে। বেদানা কিডনির কার্যকলাপ সচল রাখে। এ কারণে প্রতিদিনের খাদ্যতালিকায় বেদানা রাখা জরুরি।
বেরি: স্ট্রবেরি, ব্লুবেরিতে রয়েছে অক্সালেটস নামক অ্যান্টিঅক্সিড্যান্ট। এসব উপাদান কিডনির সুরক্ষা বজায় রাখে। কিডনি সংক্রান্ত যে কোনও সমস্যার ঝুঁকি কমায়। অন্যান্য ফলের সঙ্গে এ কারণে নিয়ম করে বেরি খেলেও উপকার পাবেন।

ইলিশ মাছের কাচ্চি বিরিয়ানি

নানা উপলক্ষে কাচ্চি বিরিয়ানি তো খাওয়াই হয়, ইলিশ মাছের কাচ্চি বিরিয়ানি খাওয়া হয়েছে কখনও! ইলিশের কাচ্চি বিরিয়ানি- নামটার মধ্যেই কেমন একধরণের সুবাস পাওয়া যাচ্ছে।

উপকরণ : বাসমতি চাল আধা কেজি, ইলিশ মাছ ১ কেজি, পানি ঝরানো টক দই ১ কাপ, দুধ (তরল) ১ কাপ, আদা বাটা ২ চা চামচ, মরিচ গুঁড়া ১ চা চামচ, পেঁয়াজ কুচি ১ কাপ, শাহি জিরা ১ চা চামচ, আস্ত এলাচ ৪টি, দারচিনি ২ সেমি ৩ টুকরা, তেজপাতা ২টি, লবঙ্গ ৩টি, লবণ স্বাদমতো, তেল/ঘি ১ কাপ, পানি ৬ কাপ, কাঁচা মরিচ ৪/৫টি, আলু বোখারা ৪টি, পেস্তা বাদাম, কাঠবাদাম, কাজুবাদাম কুচি ২ টেবিল চামচ, কিশমিশ ১ টেবিল চামচ, চিনি ১ চা চামচ, মাওয়া আধা কাপ (গ্রেট করা), পোস্ত বাটা ১ টেবিল চামচ।

প্রনালি: চাল ধুয়ে ৩০ মিনিট পানিতে ভিজিয়ে রাখুন। তারপর পানি ঝরিয়ে নিন। মাঝারি সাইজের টুকরা করে মাছ ধুয়ে পানি ঝরিয়ে নিন। বড় হাঁড়িতে ঘি/তেল দিয়ে পেঁয়াজ বেরেস্তা করে ১ টেবিল চামচমতো বেরেস্তা রেখে বাকিগুলো উঠিয়ে নিন। আধা কাপ তেলও উঠিয়ে নিন। ২ টেবিল চামচ পেঁয়াজ বেরেস্তা, টক দই, আদা বাটা, মরিচ গুঁড়া ২ টেবিল চামচ, ভাজা তেল ও পরিমাণমতো লবণ দিয়ে মাছ ম্যারিনেড করুন ৩০ মিনিট। বড় হাঁড়িতে ৬ কাপ পানি দিয়ে শাহি জিরা ও সব আস্ত গরম মসলা এবং পরিমাণমতো লবণ দিন। ফুটে উঠলে চাল দিন। ঝরঝরে শক্ত ভাত রান্না করে মাড় ঝরিয়ে নিন। আধা কাপ মাড় রেখে দিন। ভাত ঠাণ্ডা করে নিন। সব বাদাম কুচি, কিশমিশ, মাওয়া, চিনি, পেঁয়াজ বেরেস্তা একসঙ্গে মেখে চার ভাগ করে নিন। বেরেস্তার পাতিলে প্রথমে মাছ, মসলাসহ বিছিয়ে এক ভাগ বেরেস্তার মিশ্রণ ছড়িয়ে দিন। এভাবে স্তরে স্তরে পোলাও ও বেরেস্তার মিশ্রণ সাজিয়ে দিন। সবার ওপরে বেরেস্তার মিশ্রণ থাকবে। ভাতের মাড়টুকু ওপর থেকে দিয়ে দিন। দুধের সঙ্গে পোস্ত বাটা মিশিয়ে ঢেলে দিন। সবশেষে তুলে রাখা ঘিটুকু ছড়িয়ে দিন। আটা গুলে পাতিলের ঢাকনা দিয়ে সিল করে দিন। চুলায় তাওয়া বসিয়ে মুখবন্ধ হাঁড়িটি এর ওপর বসান। চড়া আঁচে ১০ মিনিট রাখুন। আঁচ ঢিম করে আরো ৩০ মিনিট রাখুন। নামিয়ে ওপরে বেরেস্তা ও বাদাম কুচির মিশ্রণ ছড়িয়ে সালাদ সহযোগে পরিবেশন করুন।

স্মোকড ইলিশ

ইলিশের সব রান্নাই সহজ এবং সুস্বাদু। তার মধ্যে ব্যতিক্রম একটি রান্না স্মোকড ইলিশ।
উপকরণ : ইলিশ মাছ দেড় কেজি, আদা বাটা ২ টেবিল চামচ, রসুন বাটা ২ চা-চামচ, পেঁয়াজ বাটা ২ টেবিল চামচ, কাঁচা মরিচ বাটা আধা টেবিল চামচ, লবণ ১ চা-চামচ, ফিস সস আড়াই চা-চামচ, গোলমরিচ গুঁড়া আধা চা-চামচ, সিরকা বা লেবুর রস ১ টেবিল চামচ, লেমন রাইন্ড ১ চা-চামচ, আটা পরিমাণমতো।

প্রণালি : মাছের আঁশ ফেলে পেট পরিষ্কার করে ভালো করে ধুয়ে নিন। মাছ আস্ত থাকবে। মাছ সহজভাবে বসবে এমন একটি হাঁড়ি মাপমতো ঢাকনাসহ নিন। হাঁড়িতে মাছ বিছিয়ে আটা বাদে অন্য সব উপকরণ মিশিয়ে মেরিনেট করুন। ১৫ মিনিট পর মাছ ডুবিয়ে হাঁড়িতে পানি দিন। ঢেকে আটা দিয়ে হাঁড়ির মুখ বন্ধ করে দিন। যেন ভেতরের বাষ্প কোনোক্রমেই বের হতে না পারে। এক ঘণ্টা মাঝারি আঁচে রেখে আঁচ একেবারে কমিয়ে চুলায় রাখুন। ছয়-সাত ঘণ্টা পর চুলা বন্ধ করে দিন। ১০-১৫ মিনিট পর সাবধানে পরিবেশন পাত্রে মাছটি উঠিয়ে কোনাকুনি করে রাখুন। মাছ যেন ভেঙে না যায়। একপাশে লেটুস ও অন্য পাশে ফ্রেঞ্চ ফ্রাই দিয়ে সাজিয়ে পরিবেশন করুন। স্মোকড ইলিশের কাঁটা গলে যাবে। হাঁড়িতে যে গ্রেভি থাকবে, তা চুলায় দিয়ে ঘন করে মাছের ওপর ঢেলে দিতে হবে।

জ্যাকসন হাইটসে বাঙালি খাবারের সেরা রেঁস্তোরা

সীমিত আসন, টেকআউট, ক্যাটারিং এবং ডেলিভারীর জন্য খোলা

ইত্যাদি
ittadi
ITTADI GARDEN & GRILL
73-07 37th Road Street, Jackson Heights
NY 11372, Tel: 718-429-5555

ইলিশ পোলাও

ইলিশের নাম শুনলে কার না জিভে জল চলে আসে! এই এক ইলিশই রান্না করা যায় নানা উপায়ে। তেমনই একটি মজাদার খাবার ইলিশ পোলাও।

উপকরণ : পোলাও এর চাল ৫০০ গ্রাম, ইলিশ মাছ ১২ টুকরো, আদা বাটা ১ চা চামচ, রসুন বাটা ১/২ চা চামচ, টকদই ১ কাপ, লবণ স্বাদমত, দারুচিনি ২ টুকরা, এলাচ ৪টি, পেঁয়াজ বাটা ৩/৪ কাপ, পেঁয়াজ স্লাইস আধা কাপ, পানি ৪ কাপ, কাঁচামরিচ ১০টি, চিনি ১ চা চামচ, তেল আধা কাপ।

প্রণালি : দুটি বড় ইলিশ মাছের আঁশ ছাড়িয়ে ধুয়ে মাঝের অংশের টুকরোগুলো নিন। এবার মাছের টুকরোগুলোতে আদা, রসুন, লবণ ও দই মেখে ১৫ মিনিট মেরিনেট করে রাখুন। একটি পাত্রে তেল গরম করে দারচিনি, এলাচ দিয়ে নেড়ে বাটা পেঁয়াজ দিয়ে মসলা কষান। মসলা ভালো করে কষানো হলে মাছ দিয়ে কম আঁচে ২০ মিনিট ঢেকে রান্না করুন। মাঝে চিনি ও ৪টি কাঁচামরিচ দিয়ে একবার মাছ উল্টে দিন। পানি শুকিয়ে তেল ওপর উঠলে নামিয়ে নিন। মাছ মশলা থেকে তুলে নিন।

অন্য পাত্রে ২ টেবিল চামচ তেল গরম করে স্লাইস করা পেঁয়াজ সোনালি করে ভেজে বেরেস্তা করে নিন। বেরেস্তা তুলে নিয়ে চাল দিয়ে নাড়ুন। মাছের মশলা দিয়ে চাল কিছুক্ষণ ভেজে পানি ও স্বাদমতো লবণ দিয়ে ঢাকুন। পানি শুকিয়ে এলে মৃদু আঁচে ১৫ মিনিট রাখুন। চুলা থেকে নামান। একটি বড় পাত্রে পোলাওয়ের ওপর মাছ বিছিয়ে বাকি পোলাও দিয়ে মাছ ১০ মিনিট ঢেকে রাখুন। পরিবেশন পাত্রে ইলিশ পোলাও নিয়ে ওপরে পেঁয়াজ বেরেস্তা দিয়ে গরম গরম পরিবেশন করুন।

ইলিশ খিচুরি

বাঙালির ভোজনবিলাসে ইলিশ না হলে যেন চলেই না। একই ইলিশের হাজার রকমের রান্না। সব রান্নাই সহজ এবং সুস্বাদু।

উপকরণ : পোলাওর চাল ৫০০ গ্রাম, মসুর এবং মুগডাল মিলিয়ে ৪০ গ্রাম, ইলিশ মাছ ৪ পিস, পেঁয়াজ মিহি করে কাটা ১/২ বাটি, রসুন বাটা ১ চা চামচ, কাঁচামরিচ ৮-১০টি, লবণ স্বাদ অনুযায়ী, তেজপাতা ২টি, রসুন কুচি ১ টেবিল চামচ, আদা কুচি ২ টেবিল চামচ, পেঁয়াজ মোটা করে কাটা ১ বাটি, হলুদ গুঁড়া ১ টেবিল চামচ, মরিচ গুঁড়া ১ টেবিল চামচ, জিরা গুঁড়া ১ চা চামচ, সরিষার তেল, পানি পরিমাণমতো।

প্রণালি : প্রথমে চাল এবং ডাল একসঙ্গে ভালো করে ধুয়ে নিন। একটি পাতিলে তেল গরম করে পেঁয়াজ এবং বাকি সব কুচি করা ও গুঁড়া মসলা এবং স্বাদ অনুযায়ী লবণ দিয়ে মসলা ভালো করে কষিয়ে চাল ও ডাল দিয়ে ভালো করে ভেজে তাতে পরিমাণমতো পানি এবং কাঁচামরিচ দিয়ে ঢেকে রান্না করুন। এখন একটি কড়াইয়ে সরিষার তেল গরম করে তাতে ইলিশ মাছের টুকরার সঙ্গে অন্যান্য সব বাটা ও গুঁড়া মসলা, কালিজিরা, কাঁচামরিচ এবং স্বাদ অনুযায়ী লবণ দিয়ে মাখা মাখা করে রান্না করে ফেলুন ইলিশ মাছ। তারপর খিচুড়ি রান্না হয়ে এলে অর্ধেক খিচুড়ি তুলে নিয়ে রান্না করা মাছ বিছিয়ে উপরের বাকি রান্না করা খিচুড়ি ঢেকে দিয়ে আর ১০ মিনিট চুলায় রেখে রান্না করে গরম গরম পরিবেশন করুন ইলিশ খিচুড়ি।

গণতন্ত্র বাঁচাতে গভীর অর্থনৈতিক সংস্কার চাই

১৬ পৃষ্ঠার পর

একটি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ও সুরক্ষিত সিভিল সার্ভিসের উপস্থিতিও এমন গণতন্ত্র উপহার দিতে পারে।

যুক্তরাষ্ট্র দীর্ঘকাল ধরে গণতান্ত্রিক আলোকবর্তিকা হিসেবে নিজেকে ধরে রেখেছে। যদিও সবসময় তাতে ভন্ডামি ছিল; অন্তত রোনাল্ড রিগানের অগাস্টো পিনোশেকে কোলে তুলে নেওয়া থেকে শুরু করে জো বাইডেনের সৌদি আরব থেকে নিজেকে দূরে রাখতে না পারা অথবা ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সরকারের মুসলমানবিরোধী উগ্রতাকে নিন্দা করতে ব্যর্থ হওয়া পর্যন্ত; যুক্তরাষ্ট্র একটি বিশেষ ধারার রাজনৈতিক মূল্যবোধের চর্চা করেছে।

কিন্তু এখন অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বৈষম্য এতটাই বেড়েছে, অনেকে গণতন্ত্রকে প্রত্যাখ্যান করছে। এটি কর্তৃত্ববাদের জন্য, বিশেষত ট্রাম্প ও বলসোনারোর মতো নেতারা যে ডানপন্থি জনতুষ্টিবাদের প্রতিনিধিত্ব করেন, তার জন্য উর্বর ভূমি জোগাচ্ছে। তবে এ ধরনের নেতার কাছে অসন্তুষ্ট ভোটারদের সন্তুষ্ট করার উপায় নেই। ক্ষমতা পেয়ে তারা যে নীতিগুলো তৈরি করেন, তা পরিস্থিতিকে আরও খারাপ করে তোলে।

বিকল্প খোঁজার পরিবর্তে আমাদের তাই নিজেদের সিস্টেমের দিকে তাকাতে হবে। সঠিক সংস্কারের মাধ্যমে গণতন্ত্রকে আরও অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং করপোরেশন ও ধনী ব্যক্তিদের চেয়ে নাগরিকদের প্রতি আরও দায়িত্বশীল করে তুলতে হবে। এ জন্য ব্যাপক অর্থনৈতিক সংস্কারও প্রয়োজন। আমরা ন্যায্যভাবেই সব নাগরিকের মঙ্গল নিশ্চিত করার কাজ শুরু করতে এবং জনতুষ্টিবাদীদের পালের হাওয়া কেড়ে নিতে পারি। তবে তা তখনই সম্ভব হবে, যখন আমরা নব্য উদারতাবাদী পুঁজিবাদকে পেছনে ফেলে কাঙ্ক্ষিত অংশীদারিত্বমূলক সমৃদ্ধি সৃষ্টিতে মনোযোগী হবো। জোসেফ ই স্টিগলিজ: নোবেলজয়ী মার্কিন অর্থনীতিবিদ; দ্য গার্ডিয়ান থেকে ভাষান্তর

প্রফেসর ইউনূসের বিবৃতি ভিক্ষা!

১৪ পৃষ্ঠার পর

একই সাথে সব ধরনের মানবাধিকার রক্ষার প্রতি সম্মান দেখানো নিশ্চিত করবেন। আগামী দিনগুলোতে এসব বিষয়ের সুরাহা কীভাবে হবে, তা দেখার জন্য বিশ্বব্যাপী লাখ লাখ মানুষ নজর রাখছে। আমরাও সেসব মানুষের কাতারে রয়েছি। উল্লেখ্য, প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূসের বিরুদ্ধে চলমান মামলাগুলোর বাইরে আরো ১৮টি মামলা করা হয়েছে। গ্রামীণ টেলিকমের ১৮ জন কর্মচারী ঢাকা তৃতীয় শ্রম আদালতে ২৮ আগস্ট এসব মামলা করেন।

আদালত সমন দিয়ে আগামী ১৮ অক্টোবরের মধ্যে এর জবাব দিতে বলেছে। ড. ইউনূসের আইনজীবী আব্দুল্লাহ আল মামুন অভিযোগ করেন, হয়রানি করার উদ্দেশ্যেই এসব মামলা করানো হচ্ছে। এর আগে ২২ আগস্ট শ্রম আইন লঙ্ঘনের আরেক মামলায় চারজনের সাক্ষ্যগ্রহণ শুরু হয়। শ্রম আইন লঙ্ঘনের অভিযোগে ২০২১ সালের ৯ সেপ্টেম্বর প্রফেসর ইউনূসসহ চারজনের বিরুদ্ধে ওই মামলা করে সরকারি কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শক অধিদফতর। মামলার অভিযোগ থেকে জানা যায়, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদফতরের কর্মকর্তারা প্রফেসর ইউনূসের গ্রামীণ টেলিকম পরিদর্শনে যান। সেখানে গিয়ে তারা শ্রম আইনের লঙ্ঘনের বিষয়ে জানতে পারেন। এর মধ্যে ১০১ জন শ্রমিক-কর্মচারীকে স্থায়ীকরণের কথা থাকলেও তাদের স্থায়ী করা হয়নি। শ্রমিকদের অংশগ্রহণের তহবিল ও কল্যাণ তহবিল গঠন করা হয়নি। এ ছাড়া প্রতিষ্ঠানের লভ্যাংশের ৫ শতাংশ শ্রমিকদের দেয়ার কথা থাকলেও তা দেয়া হয়নি। এ দিকে গত ৩০ মে প্রফেসর ইউনূসকে প্রধান আসামি করে আরো ১২ জনের নামে মামলা করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন-দুদক। মামলায় গ্রামীণ টেলিকমের শ্রমিক-কর্মচারী তহবিলের ২৫ কোটি ২২ লাখ ৬ হাজার ৭৮০ টাকা আত্মসাতের অভিযোগ আনা হয়।

প্রফেসর ইউনূস যেহেতু বিশ্ববিখ্যাত ব্যক্তিত্ব সেহেতু তার বিরুদ্ধে এ ধরনের মামলা দায়ের বিশ্ব সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এ দিকে প্রধানমন্ত্রী প্রফেসর ইউনূসের বিপক্ষে অবস্থান নেয়ায় দেশে বিবৃতির ঝড় বয়ে যায়। প্রথম বিবৃতিটি যায় প্রফেসর ইউনূসের সপক্ষে। বাংলাদেশের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিরা তাদের বিবৃতিতে বলেন, শ্রম আইন ভঙ্গের অভিযোগে নোবেল জয়ী অর্থনীতিবিদ ড. মুহাম্মদ ইউনূসের বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা দায়ের ও 'সরকারি বিভিন্ন সংস্থা'র মাধ্যমে তাকে হয়রানি করা হচ্ছে। মামলাগুলোকে তারা উদ্দেশ্যমূলক উল্লেখ করে উদ্বেগ প্রকাশ করেন। একই সাথে অবিলম্বে তার বিরুদ্ধে চলমান বিচারিক কার্যক্রম স্থগিতের আহ্বান জানান এই বুদ্ধিজীবীরা। প্রধান বিরোধী দল বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর ড. ইউনূসকে জাতির সূর্যসন্তান অভিহিত করে তাকে হেনস্তা করা বন্ধের আহ্বান জানান। বিবৃতিতে মির্জা ফখরুল আরো বলেন, ড. ইউনূস এমন একজন মানুষ যাকে শত বছর পরও এই জাতি শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করবে। তারা এই ভেবে লজ্জিত হবে যে, এরকম একজন বরেণ্য মানুষের সাথে এই দেশের সরকার কী রকমের আচরণ করেছিল।

ড. ইউনূসের বিরুদ্ধে করা সব মামলা অবিলম্বে প্রত্যাহারের আহ্বান জানিয়ে মির্জা ফখরুল আরো বলেন, 'ওনাকে যারা ছোট করতে চান, অপমান করতে চান, তারা ওনার সমান উচ্চতায় যেতে পারবেন না।' এই অনিবার্য সত্যকে ধারণ করে তার বিরুদ্ধে মামলাবাজি বন্ধের আহ্বান জানান এই শীর্ষ নেতা। প্রফেসর ইউনূসের পক্ষে এরকম বিবৃতি আসার পর দেখা যায় বিপক্ষে ব্যক্তিত্ব, প্রতিষ্ঠান, পরিষদ ও রাজনৈতিক বিবৃতি আসছে। ড. মুহাম্মদ ইউনূসের মামলা নিয়ে শতাধিক নোবেল বিজয়ীর খোলা চিঠির ঘটনাকে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে হুমকিস্বরূপ বলে অভিহিত করে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন ১৪ দলীয় জোট। ড. মুহাম্মদ ইউনূসের বিচারপ্রক্রিয়া স্থগিতের দাবির প্রতিবাদে বিবৃতি দিয়েছেন বিশিষ্ট নাগরিক, বুদ্ধিজীবীসহ দেশের ১৭১ জন বিশিষ্ট নাগরিক। বিবৃতিদাতাদের মতে, এই চিঠি দেশের সার্বভৌমত্ব ও বিচার বিভাগের ওপর হুমকি। এই 'অযাচিত হস্তক্ষেপে' উদ্বেগ জানিয়েছেন তারা।

বিস্ময়ের ব্যাপার এই, সরকারি বুদ্ধিজীবীদের এই দীর্ঘ তালিকায় এমন সব স্বনামধন্য ব্যক্তি রয়েছেন যারা প্রগতিশীল বলে দাবি করেন। প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস এই প্রগতিশীলদেরই একজন। ব্যক্তিগত আদর্শে প্রফেসর ইউনূস একজন শতভাগ ধর্মনিরপেক্ষ ব্যক্তি। তিনি মনেপ্রাণে অসাম্প্রদায়িকও বটে। তিনি বিএনপি বা ইসলামী দলগুলোকে সমর্থন করেন এমন প্রমাণ নেই। পৃথিবীজুড়ে যার সুনাম, যার নামে এই সময়ের বাংলাদেশ কুড়িয়েছে অশেষ সম্মান, তার প্রতি এই বৈরিতার কারণ কি?

আশু কারণ জানা যায় আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদেরের বক্তব্যে। তিনি বলেছেন, 'আন্দোলন করে শেখ হাসিনাকে হটাতে পারেনি, তাই ড. ইউনূসকে নিয়ে নতুন খেলা শুরু করেছে বিএনপি। বাংলাদেশের মাটিতে তাদের এই অশুভ খেলা খেলতে দেয়া হবে না। বিএনপির আন্দোলন এখন আর জমে না। ওয়ান-ইলেভেনের মতো ইউনূসের নেতৃত্বে একটি নতুন সরকার এমন কথাবার্তা বাজারে এসেছে। সেই দুঃস্বপ্ন দেখছেন কি না জানি না। ইউনূস সাহেবের খায়েশ ছিল, সে খায়েশ এখনো পূর্ণ হয়নি।' আওয়ামী লীগের এই শীর্ষ নেতার বক্তব্য থেকে ইউনূস বিরোধিতার আসল কারণটি জানা যায়।

আওয়ামী লীগের এই ইউনূসভীতি আদিকালের। তিনি যখন নোবেল পুরস্কার লাভ করেন জাতি আনন্দিত হলেও আওয়ামী লীগ আনন্দিত হয়নি। গুজব ছিল এরকম যে, তাদের প্রাপ্যটি স্বজনপ্রীতি করে পশ্চিমারা প্রফেসর ইউনূসকে দিয়েছে। সেই সময় থেকে সরকারের শীর্ষ ব্যক্তিরা ইউনূসবিরোধী বিষোদগার করে আসছেন। পদ্মা সেতুতে বিশ্বব্যাংক অর্থায়ন না করার জন্য কোনোরকম প্রমাণ ছাড়াই তারা প্রফেসর ইউনূসকে দায়ী করছেন। অথচ প্রফেসর ইউনূস এই জাতির সৌভাগ্যের প্রসূতি। ইংরেজিতে একটি প্রবাদ আছে- 'অ ঢ়ৎড়ঢ়যবঃ রং হড়ঃ যড়হড়ৎবফ রহ যরং ড়হি ারষষধমব' 'গায়ের হুজুর ইজ্জত পায় না' বাংলায় এ রকম বলা যায়। এটি কী প্রফেসর ইউনূসের ক্ষেত্রে সত্য, নাকি অন্য কিছু? রাজনৈতিক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে বেরিয়ে আসবে যে সব কিছুর পেছনে রয়েছে ক্ষমতার রাজনীতি, অন্য কিছু নয়, আর কিছু নয়।

দেশে ও বিদেশে দৃশ্যমান বিবৃতিযুদ্ধের পার্থক্য এই যে, একটি মানবিক অপরটি অমানবিক। একটি সুবিচারের আশায় অপরটি অন্যায়-অবিচারের দুরাশায়। প্রথমটি যদি ভিক্ষা হয়, তাহলে অন্যটি অন্যরকম হবে কেন? লেখক : অধ্যাপক, সরকার ও রাজনীতি বিভাগ জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ।দৈনিক নয়াদিগন্ত-র সৌজন্যে

রাশিয়ার সঙ্গে লেনদেনের আজ ও আগামী

১৮ পৃষ্ঠার পর

গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশের নির্বাচনের ব্যাপারে রাশিয়া আগেই বলে দিয়েছে যে এটা বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়। এবার হয়তো সরকার আশা করতে পারে রাশিয়া সেটা আবার বলুক। আর রাশিয়াও বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ফোরামে বাংলাদেশের সমর্থন চাইবে। তবে এসব বিষয়ে সরকার নিশ্চয়ই বাংলাদেশের স্বার্থের দিকে নজর রাখবে"। তার কথা,"রোহিঙ্গা সমস্যা সমাধানে রাশিয়া একটা বড় ভূমিকা নিতে পারে। চীনের তো একটা উদ্যোগ আছে। মিয়ানমারকে অস্ত্রসহ নানা ধরনের সহায়তা করে রাশিয়া। আমরা যদি রাশিয়াকে রোহিঙ্গা সমস্যা সমাধানে ভূমিকা নেয়ার জন্য রাজি করাতে পারি তাহলে সেটা অনেক বড় কাজ হবে।" জার্মান বেতার ডয়চে ভেলের সৌজন্যে

কলাম্বিয়া ইউনিভার্সিটি ল' গ্রাজুয়েট, লন্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে ব্রিটিশ ফরেন ও কমনওয়েলথ অফিসের অধীনে শেভনিং স্কলার ও হিউম্যান রাইটস-এ মাস্টার্স, ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে আইনে অনার্স ও মাস্টার্স (১ম শ্রেণী), বিসিএস (জুডিশিয়াল) এর সদস্য, বাংলাদেশে প্রাক্তন সিনিয়র সহকারী জজ আইন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব ও বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন মাননীয় আইন মন্ত্রীর কাউন্সিল অফিসার হিসেবে ৮ বছর এবং নিউইয়র্ক- এর বিভিন্ন ল'ফার্মের অভিজ্ঞতাসম্পন এ্যাটর্নী।

অশোক কুমার কর্মকার
এ্যাটর্নী এ্যাট ল'

আমেরিকায় যে কোন নতুন ব্যবসায় ন্যূনতম বিনিয়োগের মাধ্যমে Treaty (E-2) ভিসার অধীনে এদেশে ব্যবসা করার সুযোগ পেতে পারেন এবং পরবর্তীতে গ্রীন কার্ড পাওয়ার যোগ্য হতে পারেন।

তাছাড়া ১ মিলিয়ন বা নূন্যতম ৫ লাখ ডলার বিনিয়োগ করে EB-5 ভিসার অধীনে আপনি ও আপনার পরিবার ও সন্তান-সন্ততিসহ সরাসরি গ্রীন কার্ড পেতে পারেন।

বৈধভাবে এদেশে আপনার বিনিয়োগের অর্থ আনয়নে আমাদের সাথে পরামর্শ করতে পারেন।

দেশে কোন কোম্পানীর মালিক/পরিচালক হলে আপনি ও আপনার পরিবার L Visa'র সুবিধা নিতে পারেন এবং দু'বছর পর গ্রীন কার্ডের আবেদন করতে পারেন।

আপনি কি বিনিয়োগের মাধ্যমে নিজের যোগ্যতায় খুব দ্রুত গ্রীন কার্ড পেতে চান?

- আপনার সার্বিক আইনী (ইমিগ্রেশন, এসাইলামসহ সর্বপ্রকার রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং, পার্সোনাল ইনজুরি, মেডিকেল ম্যালপ্রাক্টিস, ডিভোর্স, পারিবারিক, লিগালাইজেশনসহ সকল ধরণের) সমস্যার সমাধানে যোগাযোগ করুন (সোম - শনিবার)।
- আমেরিকায় বসে আমাদের ঢাকা অফিসের মাধ্যমে খরচ ও সময় বাঁচিয়ে আপনি বাংলাদেশে আপনার যে কোন মামলা পরিচালনা, সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়সহ যে কোন আইনী সমস্যার সমাধান সহজেই করতে পারেন।
- আপনার সম্পত্তি ব্যাবস্থাপনায় (Property Management) আমাদের ঢাকা অফিস আপনাকে সহায়তা করতে পারে।

Law Offices of Ashok K. Karmaker, P.C.

Queens Main Office:
143-08 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11435, Tel: (212) 714-3599, Fax: (718) 408-3283, ashoklaw.com

Bronx Office: Karmaker & Lewter, PLLC
1506 Castlehill Avenue, Bronx, NY 10462, Tel: (718) 662-0100, ashok@ashoklaw.com

Dhaka Office: US-Bangladesh Global Law Associates, Ltd.
Dream Apartments, Apt. C2, Hse 3G, Road 104, Gulshan Circle 2, Dhaka 1212, Bangladesh, Tel: 011-880-2-8833711

KARNAFULLY
TAX SERVICES INC.

কর্ণফুলী ইনকাম ট্যাক্স সার্ভিসেস
KARNAFULLY TAX SERVICES INC

We are Licensed by the IRS **CPA & Enrolled Agent** এর মাধ্যমে ট্যাক্স ফাইল করুন

ইনকাম ট্যাক্স
- Individual Tax Return (All States)
- Self Employed (taxi driver and vendor), /and Sole Proprietorship.
- Small Business
- Corporate Tax Return
- Partnership Tax Return
- Current Year / Prior Years' & Amended Tax Returns
- Individual Tax ID Numbers (ITIN)

একাউন্টিং
- Payroll, W-2's, Pay Checks,
- Pay subs, Sales Tax, Quaterly & Year-end filings

NEW BUSINESS SETUP
- Corporation
- Small business (S-corp)
- Partnership
- LLC/SMLLC

ইমিগ্রেশন
- Petition for Alien relatives
- Apply for citizenship or Passport
- Affidavit of Support
- Condition Removal on Green Card
- Reentry Permit
- Adjustment of Status

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER | Direct Deposit | ADMITTED TO PRACTICE BEFORE THE IRS ENROLLED AGENT

Members: NSA NATP | Member of AICPA | naea | NOTARY PUBLIC

Representation taxpayers IRS & State tax audit.

আমাদের ফার্মে রয়েছে অভিজ্ঞ
CPA & Enrolled Agent

Special Price for W2 File

Mohammed Hasem, EA, MBA
MBA in Accounting
IRS Enrolled Agent
IRS Certifying Acceptance Agent
Admitted to Practice before the IRS

Office Hours:
Monday - Saturday
10 am - 9 pm
Sunday 7 pm

Phone: 718-205-6040
718-205-6010
Fax : 718-424-0313

VISA MasterCard Discover — Tax Preparation fee pay by Cradit card

karnafullytax@yahoo.com, www.karnafullytax.com

37-20 74th Street, 2nd Floor, Jackson Heights

SE CI

বাংলাদেশে টাকা পাঠাবেন? সোনালী এক্সচেঞ্জে আসুন

ছুটির দিনে যুক্তরাষ্ট্রে সোনালী এক্সচেঞ্জ হাউজ খোলা

- আমরা টাকা পাঠাতে কোন ফি নেই না
- আমরা দিচ্ছি সর্বোচ্চ এক্সচেঞ্জ রেট
- আমরা সকল ব্যাংকে একই রেট দিয়ে থাকি
- আমাদের ক্যাশ পিকআপ রেটও সমান
- আমাদের বিকাশ সার্ভিসের রেটও সমান
- আমরা দিচ্ছি আড়াই শতাংশ সরকারী প্রণোদনা পাবার নিশ্চয়তা

blaze ব্লেজ নামীয় সার্ভিসের মাধ্যমে ২৪/৭/৩৬৫ ভিত্তিতে মাত্র ৫ সেকেন্ডের মধ্যে রেমিট্যান্স প্রেরণ করুন।

সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।

সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইন্‌ক
SONALI EXCHANGE CO. INC.
(সোনালী ব্যাংক লিমিটেড এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান)
LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE NY DFS, NJ DB&I, MI DIFS, GA DB&F AND MD OCFR

রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন

ASTORIA 718-777-7001	ATLANTA 770-936-9906	BROOKLYN 718-853-9558	JACKSON HTS 718-507-6002	BRONX 718-822-1081
JAMAICA 347-644-5150	MANHATTAN 212-808-0790	MICHIGAN 313-368-3845	OZONE PARK 347-829-3875	PATERSON 973-595-7590

আমাদের সার্ভিস নিন – আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

এসাইলাম সেন্টার / স্টপ ডিপোর্টেশন

আমেরিকায় গ্রীনকার্ড/ বৈধতা নিয়ে আতঙ্কবিহীন জীবনযাপনে আমাদের সহায়তা নিন

বাংলাদেশ/ইন্ডিয়া/পাকিস্তান/নেপাল/সাউদ আমেরিকা/আফ্রিকা এবং অন্যান্য

একটি রাজনৈতিক/ধর্মীয়/সামাজিক ও নাগরিক অধিকার বিষয়ক এসাইলাম কেইস হতে পারে আপনার গ্রীনকার্ড (স্থায়ী বাসিন্দা) পাওয়ার সহজতর রাস্তা।

প্রশ্ন হলো, আপনার এই কেইসটি কে তেরী করেছে এবং কে আপনাকে ইমিগ্রেশনে / কোর্টে রিপ্রেজেন্ট করছে?

কেন আমাদের কাছে আসবেন

- আমেরিকায় এসে ইমিগ্রেশন নিয়ে কিছুই করেননি অথবা কিছু করে ব্যর্থ হয়েছেন তারা সত্বর যোগাযোগ করুন।
- বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)কে TIER (III) জঙ্গী সংগঠন হিসেবে বিবেচনা করায় তাদের নেতা ও কর্মীদের এসাইলাম কেইসগুলো একটু দুরহ হলেও আমরা সফলতার সাথে অনেকগুলো মামলায় জয়লাভ করেছি। (বিএনপি'র সর্বাধিক কেইসে আমরাই জয়লাভ করেছি।)
- ১৯ জন ইউএস "এটর্নী অব ল" শুধুমাত্র ইমিগ্রেশন কেইসগুলোই করেন।
- আমরা অত্যন্ত সফলতার সাথে অনেকগুলো ডিপোর্টেশন কেইস করেছি।
- ক্রিমিনাল কেইস/ফোরক্লোজার স্টপ/ ডিভোর্স /ব্যাঙ্করাপসি/ল-স্যুট ইত্যাদি।
- দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন আমেরিকার JEWISH ATTORNEY দের সাহায্য নিন এবং আমেরিকায় আপনার ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করুন।
- ফ্রি কন্সালটেন্সি

লিগ্যাল নেটওয়ার্ক ইন্টারন্যাশনাল, এল এল সি

(আমরা নিন্দিত এবং সমালোচিত। কিন্তু আপনার সমস্যা সমাধানে আমরা অদ্বিতীয়)

৭২-৩২ ব্রডওয়ে স্যুইট ৩০১-২ জ্যাকসন হাইটস নিউ ইয়র্ক ১১৩৭২ ফোন: ৯১৭-৭২২-১৪০৮, ৯১৭-৭২২-১৪০৯

ই-মেইল:LEGALNETWORK.US@GMAIL.COM

CHAUDRI CPA P.C.
FINANCE, ACCOUNTING, TAX, AUDIT & CONSULTING

Sarwar Chaudri, CPA

আপনি কি
ট্যাক্স ও অডিট নিয়ে চিন্তিত?
আপনার ব্যক্তিগত,
ব্যাবসায়িক ট্যাক্স ও
অডিট সংক্রান্ত
যাবতীয় প্রয়োজনে
আমাদের দক্ষ সেবা নিন

২০ বছরের অভিজ্ঞতা

ব্যক্তিগত এবং বিজনেস ট্যাক্স ফাইলিং
অডিট, ফাইন্যানশিয়াল স্টেটমেন্ট, বুককিপিং
অ-লাভজনক ব্যবসা প্রতিষ্ঠা, লাইসেন্স ও পে-রোল

আইআরএস এবং নিউইয়র্ক স্টেট ট্যাক্স
সমস্যা সমাধানে অভিজ্ঞ

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER

Individual and Business Tax
Audit, Financial Statement
Bookkeeping, Non-Profit
Business Setup, Licensing & Payroll
Specialized in IRS &
NYS Tax problem resolution

Finance, Accounting, Tax Filing, Audit & Consulting
(Business & Not for Profit)

JACKSON HEIGHT OFFICE:
74-09 37th Ave, Bruson Building, Suite # 203
Jackson Height, NY 11372, Tel: 718-429-0011
Fax: 718-865-0874, Cell: 347-415-4546
E-mail: chaudricpa@gmail.com

BRONX OFFICE:
1595 Westchester Avenue
Bronx, NY 10472
Cell: 347-415-4546 / 347-771-5041
E-mail: chaudricpa@gmail.com

যেসব বিষয়ে পরামর্শ দিই

- ASYLUM Cases
- Business Immigration/Non-Immigrant Work Visa (H-1B, L1A/L1B, O, P, R-1, TN)
- PERM Labor Certification (Employment based Green Card)
- Family Petition
- Deportation
- Cancellation of Removal
- Visas for physicians, nurses, extra-ordinary ability cases
- Appeals
- All other immigration matters

Khagendra Gharti-Chhetry, Esq
Attorney-At-Law

ইমিগ্রেশনসহ যে কোন আইনি সহায়তার জন্য
এ পর্যন্ত আমরা দুই শতাধিক বাংলাদেশীকে
বিভিন্ন ডিটেনশন সেন্টার থেকে মুক্ত করেছি।
এখনো শতাধিক বাংলাদেশী
ডিটেইনির মামলা পরিচালনা করছি।

আপনাদের সুবিধার্থে আমাদের
বাফেলো শাখা থেকেও ইমিগ্রেশন সেবা দিচ্ছ।
বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন।
বাফেলো ঠিকানা :
Nasreen K. Ahmed
Chhetry & Associates P.C.
2290 Main Street, Buffalo, NY 14214

Nasreen K. Ahmed
Sr. Legal Consultant
LLM, New York.
Cell: 646-359-3544
Direct: 646-893-6808
nasreenahmed2006@gmail.com

CHHETRY & ASSOCIATES P.C.
363 7th Avenue, Suite 1500, New York, NY 10001
Phone: 212-947-1079 ext. 116

MLS

York Holding Realty
Licensed Real Estate Broker
Over 20 Years Experience in Real Estate Business

Zakir H. Chowdhury
President

- Now Hiring Sales Persons
- Free Training (Free course fees for selected people)
- Earn up to 300K Yearly

Call Us: 718-255-1555 | 917-400-3880

We are Specialized in Residential, Commercial, Industrial, Bank Owned, Co-op, Condo, Buying-Selling & Rentals

718-255-4555
zchowdhury646@gmail.com
www.yorkholdingrealty.com

70-32 Broadway, Jackson Heights NY-11372

DEBNATH ACCOUNTING INC.
SUBAL C DEBNATH, MAFM

MS in Accounting & Financial Management, USA
Concentration: Certified Public Accounting (CPA)
Member of National Directory of Registered Tax Professional.
Notary Public, State of New York

NOTARY PUBLIC

- ☑ TAX FILING
- ☑ NOTARY PUBLIC
- ☑ IMMIGRATION
- ☑ TRAVEL SERVICES

AUTHORIZED e-file PROVIDER

37-53, 72nd Street
Jackson Heights, NY 11372
E-mail: subalcdebnath@yahoo.com

Ph: (917) 285-5490
OPEN 7 DAYS A WEEK

নোবেল বিজয়ীরা কি আগে এভাবে বিবৃতি দিয়েছেন?

১৪ পৃষ্ঠার পর

হতো এবং বিচারটি যাতে শতভাগ নিরপেক্ষ হয়, সেই চেষ্টা করত। এখন তো তাঁরা এভাবে প্রকাশ্যে বিবৃতি দিয়ে সরকারের মুখোমুখি অবস্থানে দাঁড়িয়ে গেলেন। তাঁদের বিবৃতিতে সাড়া দিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এই বিচার বন্ধের উদ্যোগ নেবেন তেমনটা আশা করা দুরূহ। কেননা, অতীতে এ রকম অনেক ক্ষমতাধর ব্যক্তিদের সরাসরি টেলিফোনে সাড়া না দিয়ে যুদ্ধাপরাধীদের সাজা কার্যকর করার দৃষ্টান্ত তো নিকট অতীতেই আছে।

তা ছাড়া প্রধানমন্ত্রী আইনগতভাবে কোনো বিচার বন্ধের উদ্যোগ নিতে পারেন না। সে ক্ষেত্রে বিচার যদি অব্যাহত থাকে এবং আদালতের রায়ে যদি সাজা হয়েই যায়, তখন নোবেল বিজয়ীদের অবস্থানটা কোথায় দাঁড়াবে। এসব বিষয় আমাদের মতো সাধারণ মানুষ বুঝলেও নোবেল বিজয়ীরা বোঝেন নাই, তা আমাদের বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়। এ কারণেই আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে যে, এতজন নোবেল বিজয়ী ব্যক্তি বিষয়টি পুরোপুরি জেনে এই বিবৃতি দিয়েছেন কি না। নাকি পকৃকেশ দেখেই আস্থা রাখার মতো কোনো ব্যক্তির কথায় এ রকম একটি বিবৃতিতে স্বাক্ষর করে দিয়েছেন। আমাদের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের উচিত হবে এসব নোবেল বিজয়ীর কাছে সরাসরি পত্র দিয়ে আসল বিষয়টি তুলে ধরা, যাতে তাঁরা তাদের ভুলটা বুঝতে পারেন। সার্টিফাইড অ্যান্টি মানিলন্ডারিং স্পেশালিস্ট ও ব্যাংকার, টরন্টো, কানাডা।দৈনিক বাংলার সৌজন্যে

'জাতপ্রথা' নিষিদ্ধ হচ্ছে ক্যালিফোর্নিয়ায়

৫২ পৃষ্ঠার পর

স্টেট সিনেটর আয়েশা ওয়াহাব। আইনপ্রণেতারা বলেছেন, অন্যায় আচরণের শিকার হওয়া দক্ষিণ এশীয় বংশোদ্ভূতদের সুরক্ষা দিতে এ উদ্যোগ। পাঁচজন রিপাবলিকান স্টেট সিনেটর এই আইনের বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছেন। তাদের যুক্তি হলো, এর মধ্যেই রাষ্ট্রীয় আইনের অধীনে বৈষম্য অবৈধ। ডেমোক্র্যাট গভর্নর গ্যাভিন নিউজমের অফিস বলেছে, বিলটি ডেস্কে পৌঁছালে তিনি মূল্যায়ন করবেন। গত ফেব্রুয়ারিতে প্রথম মার্কিন শহর হিসেবে জাতপ্রথা নিষিদ্ধ করে সিয়াটল। তবে প্রথম রাজ্য হিসেবে ক্যালিফোর্নিয়ায় এ ধরনের নিষেধাজ্ঞা আইনে পরিণত হতে যাচ্ছে।

ভারতে বর্ণপ্রথা তিন হাজার বছরেরও বেশি পুরনো। হিন্দু সমাজকে কঠোর শ্রেণিবদ্ধ গোষ্ঠীতে বিভক্ত করে এই প্রথা। তবে ১৯৪৮ সালে আইন করে বর্ণ বৈষম্য নিষিদ্ধ করা হয়েছে। খবর বিবিসির।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার আঞ্চলিক পরিচালক পদে বঙ্গবন্ধুর নাতনি সায়মা ওয়াজেদ

৫২ পৃষ্ঠার পর

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মেয়ে সায়মা ওয়াজেদকে মনোনয়ন দিয়েছে। বার্তাসংস্থা বাসসের এক প্রতিবেদনে বলা হয়, এসইএআরও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ছয়টি আঞ্চলিক অফিসের মধ্যে একটি, যা সদস্য দেশগুলোর প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত। এ প্রসঙ্গে সায়মা ওয়াজেদ সংবাদ মাধ্যমকে বলেন, 'বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও)-র এসইএআরওর আঞ্চলিক পরিচালক হিসেবে বাংলাদেশ সরকার আমাকে মনোনীত করায় আমি অত্যন্ত সম্মানিত বোধ করছি।'

নির্বাচিত হলে এ অঞ্চলের জনস্বাস্থ্য নীতি ও অনুশীলনে তার দৃষ্টিভঙ্গি বাস্তবায়নে সদস্য রাষ্ট্রগুলোর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতায় কাজ করার পরিকল্পনা করছেন বলে জানান তিনি।

তিনি বলেন, 'আমি অংশীদারত্বে কাজ করতে বিশ্বাসী এবং কমিউনিটির কথা শুনে স্থায়ী সমাধান তৈরি করতে আগ্রহী যা মাঠ পর্যায়ে কাজ করে। এটি আজ পর্যন্ত আমার কাজকে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করেছে এবং এটি আমি এই ভূমিকায় নিয়ে আসবো বলে আশা করি।' প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মেয়ে সায়মা ওয়াজেদ হোসেন ১৯৯৭ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ব্যারি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মনোবিজ্ঞানে স্নাতক এবং ২০০২ সালে ক্লিনিক্যাল মনস্তত্ত্বে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ২০০৪ সালে স্কুল সাইকোলজির ওপর বিশেষজ্ঞ ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যারি বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নের সময় তিনি বাংলাদেশের নারীদের উন্নয়নের ওপর গবেষণা করেন। এ বিষয়ে তার গবেষণাকর্ম ফ্লোরিডার অ্যাকাডেমি অফ সায়েন্সের কাছ থেকে শ্রেষ্ঠ সায়েন্টিফিক উপস্থাপনা হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। সায়মা ওয়াজেদ ২০০৮ সাল থেকে শিশুদের অটিজম এবং স্নায়ুবিক জটিলতা সংক্রান্ত বিষয়ের ওপর কাজ করছেন। তিনি ২০১১ সালে ঢাকায় অটিজম বিষয়ক প্রথম দক্ষিণ এশীয় সম্মেলন আয়োজন করেন। ২০১৩ সাল থেকে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থায় মানসিক স্বাস্থ্যের বিশেষজ্ঞ পরামর্শক হিসেবে কাজ করছেন। যার স্বীকৃতিস্বরূপ, বিশ্ব সংস্থা কর্তৃক ২০১৪ সালে ডব্লিউএইচ ও অ্যাক্সিলেন্স পুরস্কারে ভূষিত হন।

মালয়েশিয়ায় অনুপ্রবেশের চেষ্টা, ২০ বাংলাদেশি গ্রেপ্তার

৫২ পৃষ্ঠার পর

করা হয়। রবিবার (৩ সেপ্টেম্বর) দেশটির অভিবাসন বিভাগের মহাপরিচালক দাতুক রুসলিন জুসোহ এক বিবৃতিতে এসব তথ্য নিশ্চিত করেছেন। অভিবাসন বিভাগ জানায়, কেলান্তান প্রদেশের টার্মিনাল বেরসেপাদু সেলাতান-বন্দর তাসিক সেলাতনে (টিবিএস) বিশেষ অভিযানে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়। তাদের মধ্যে ৩২ পুরুষ ও চার নারী রয়েছেন। তাদের বয়স ১৯ থেকে ৪৫ বছরের মধ্যে। তারা বাস থেকে নামতে গিয়ে ধরা পড়েন। তাদের পাসপোর্টে কোনো বৈধ নিরাপত্তা স্ট্যাম্প ও ভ্রমণ নথিও ছিল না বলে জানিয়েছে অভিবাসন বিভাগ।

অভিবাসন বিভাগের মহাপরিচালক দাতুক রুসলিন জুসোহ জানান, অভিবাসন বিভাগের সিস্টেমে চেক করে দেখা গেছে, তাদের মধ্যে কয়েকজনকে আগের অপরাধের জন্য কালো তালিকাভুক্ত করা হয়েছিল।

তিনি জানান, অভিযান পরিচালনার সময় পূর্ব উপকূল এক্সপ্রেসওয়ের কাছে অবৈধ অভিবাসীদের পাচারকারী তিনটি বাস শনাক্ত করা হয়। পাচারকারী চক্র এ ধরনের অবৈধ অভিবাসনপ্রত্যাশীদের তাদের দেশ থেকে অবৈধ উপায়ে প্রতিবেশী দেশগুলোর মাধ্যমে পাচার করার জন্য জনপ্রতি ১০ হাজার রিঙ্গিত (মালয়েশিয়ান মুদ্রা) নেয়। পাচারের সময় সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নজর এড়াতে গণপরিবহন ব্যবহার করা হয়। অবৈধভাবে কাজ করার জন্য তাদের সাধারণত পেনাং বা কুয়ালালামপুরে নিয়ে আসা হয়। গ্রেপ্তারকৃতরা অভিবাসন আইন ১৯৫৬/৬৩-এর অধীনে অপরাধ করেছেন বলে সন্দেহ করা হচ্ছে এবং আরও তদন্তের জন্য তাদের সিমুনিয়া ইমিগ্রেশন ডিপোয় রাখা হয়েছে।

Sheikh Salim
Attorney At Law
Accidents- Personal Injury
Auto/Train/Bus/taxi, Slip & Fall, Building & Construction, Wrongful Death, Medical Malpractice, Defective Products, Insurance Law, No Fee Unless we win.
IMMIGRATION- Asylum-Deportation-Exclusion, H.P.J. R Visas, Labor Certification, Appeals and All Other Immigration Matters / Canadian Immigration
Real Estate & Business Law-
Residential & Business Closings, Incorporation, Partnership, Leases, Liquor & Beer Licenses,
Divorce ◘ Bankruptcy ◘ Civil ◘ Criminal Matters.
225 Broadway, Suite 630, New York, NY 10007
Tel: (212) 564-1619 Fax: 212 564 9639
Call For Appointment

Law Office of Mahfuzur Rahman

Admitted in US Federal Court
(Southern & Eastern District, Court of Appeals 2nd Circuit and Ninth Circuit.)
সহযোগিতার জন্য যোগাযোগ করুন।
ইমিগ্রেশনঃ ফ্যামিলি পিটিশন, গ্রীনকার্ড, ন্যাচারালাইজেশন এবং সিটিজেনশীপ, এসাইলাম, ডিপোর্টেশন, Cancellation of Removal, VAWA পিটিশন, লিগ্যালাইজেশন, বিজনেস ইমিগ্রেশন (H-1B, L1B, J1, EB1, EB2, EB3, EB5)
ফ্যামিলি ল' আনকনটেস্টেড এবং কনটেস্টেড ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট এবং কাস্টডি, এলিমনি।
Mahfuzur Rahman, Esq.
এটর্নী মাহ্‌ফুজুর রহমান
Attorney-At-Law (NY)
Barrister-At-Law (UK)
◆ ব্যাংক্রাপ্সী
◆ ল্যান্ডলর্ড ট্যানেন্ট ডিসপিউট
◆ রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং
◆ উইল্‌স
◆ ইনকোর্পোরেশন
◆ ক্রেডিট কনসলিডেশন
◆ পার্সনাল ইঞ্জুরি (এক্সিডেন্ট, কনস্ট্রাকশন)
◆ মর্গেজ
◆ ক্রিমিন্যাল এবং সিভিল লিটিগেশন
◆ ট্যাক্স ম্যাটার
Appointment : 347-856-1736
JACKSON HEIGHTS
75-21 Broadway, 3rd Fl, Elmhurst, NY 11373
Tel: 347-856-1736, Fax: 347-436-9184
E-mail: attymahfuz@gmail.com

জে.এম. আলম মাল্টি সার্ভিসেস ইনক
ট্যাক্স
★ পারসনাল ট্যাক্স
★ বিজনেস ট্যাক্স
★ সেল্‌স ট্যাক্স
★ বিজনেস সেটআপ
নোটারী পাবলিক
ইমিগ্রেশন
★ ফ্যামিলি পিটিশন
★ সিটিজেনশীপ আবেদন
★ গ্রীণকার্ড নবায়ন
★ সব ধরনের এফিডেভিট
AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
Notary Public
J. M. ALAM MULTI SERVICES INC.
TAX
★ Personal Tax
★ Business Tax
★ Sales Tax
★ Business Setup
IMMIGRATION PAPER WORK
★ Citizenship Application
★ Family Petition
★ Green Card Renew
★ All Kinds of Affidavits
NOTARY PUBLIC

Jahangir M Alam
President & CEO
72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Suite # 201, Jackson Heights, NY 11372
Office: (718) 433-9283, Cell: (212) 810-0449
Email: jmalamms@gmail.com

SUMMER PROGRAM CAMPS

FROM JUNE TO SEPTEMBER

KT KHAN'S TUTORIAL

ADVANCED ENRICHMENT CAMP GRADES 3 - 8

NEW YORK STATE WRITING, ELA, MATH EXAMS

TUESDAY - THURSDAY: IN-PERSON OR
FRIDAY - SUNDAY: DIGITALLY

LEARN NEXT YEAR'S MATERIAL AHEAD OF TIME!

FAMILIES WIN MEDALS AND OFFICIAL CERTIFICATES

SPECIALIZED HIGH SCHOOLS ADMISSIONS TEST (SHSAT)

ENROLLING AT | 6TH, 7TH, & 8TH GRADERS

TUESDAYS - FRIDAYS: BOOTCAMPS & WORKSHOPS
SATURDAYS / SUNDAYS: GROUP CLASSES

SHSAT TEST DATE: OCTOBER 2023
NEXT KHAN'S DIAGNOSTIC: JUNE 24, 2023

4,000 ACCEPTANCES! MOST ACCEPTANCES IN NYC!

SAT & COLLEGE ADMISSIONS REGENTS & HIGH SCHOOL SUBJECTS

2023 SAT TEST DATES: JUNE, AUGUST, OCTOBER

TUESDAY - FRIDAY: SAT SUMMER ELITE
SATURDAY - SUNDAY: SAT SUMMER PREMIUM

NEW STUDENTS ALSO RECIEVE OUR KHAN'S SAT BOOKS FOR FREE!

FREE COLLEGE ADMISSIONS WORKSHOPS

FEATURED IN:

WSJ BBC SPECTRUM NEWS1 PBS NEWSHOUR

CALL NOW AT 718-938-9451 OR VISIT KHANSTUTORIAL.COM

এআইয়ে প্রভাবশালী ১০০ ব্যক্তির তালিকায় বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত রুম্মান চৌধুরী

৫২ পৃষ্ঠার পর

এআই ব্যক্তিত্বের তালিকায় স্থান পেয়েছেন। টাইম ম্যাগাজিনের ওয়েবসাইটে গত ০৭ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার এই তালিকাটি প্রকাশ করা হয়। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা খাতে উল্লেখযোগ্য অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে এই তালিকায় স্থান পেয়েছেন ড. রুম্মান। তিনি ডেটা সায়েন্স ও সোশ্যাল সায়েন্সের সমন্বয়ে 'অ্যাপ্লাইড অ্যালগোরিদমিক এথিকস' খাতে কাজ করেছেন।

ড. রুম্মান চৌধুরী মূলত কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার নৈতিকতা ও মেশিন লার্নিং নিয়ে কাজ করেন। ১৯৮০ সালে নিউইয়র্কের রকল্যান্ড কাউন্টিতে জন্ম নেন ড. রুম্মান। ছোটবেলা থেকেই বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনী ও টিভি সিরিজ এক্স ফাইলসের বড় ভক্ত ছিলেন তিনি, যা তাকে বিজ্ঞান সম্পর্কে কৌতূহলী করে তলে। তিনি ম্যানেজমেন্ট সায়েন্স ও পলিটিকাল সায়েন্স বিষয়ে ম্যাসাচুসেটস ইন্সটিটিউট অব টেকনোলজি থেকে স্নাতক পাস করেন। এরপর তিনি কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্ট্যাটিসটিক্স অ্যান্ড কোয়ানটিটেটিভ মেথডস বিষয়ের ওপর এমএসসি ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি সিলিকন ভ্যালিতে কাজ করার পাশাপাশি স্যান ডিয়েগোর ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়া থেকে পলিটিকাল সায়েন্স বিষয়ে পিএইচডি লাভ করেন।

কীভাবে ডেটার ব্যবহারে মানুষকে পক্ষপাত থেকে মুক্ত করা যায় এবং কীভাবে সমাজের ওপর প্রযুক্তির প্রভাব যাচাই করা যায়ড়এসব বিষয় নিয়ে গবেষণা করেছেন তিনি। ২০২১ এর ফেব্রুয়ারি থেকে ২০২২ এর নভেম্বর পর্যন্ত টুইটারে (বর্তমানে এক্স) টুইটারের একটি দলের প্রকৌশল পরিচালক হিসেবে কাজ করেন। এ সময় তিনি টুইটারের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে নৈতিকতার মানদণ্ডের সমন্বয় ঘটানোর জন্য কাজ করেন। এ বছরের আগস্টের শুরুতে ড. রুম্মান প্রায় ৪ হাজার হ্যাকারদের নিয়ে লাস ভেগাসে একটি যুগান্তকারী সম্মেলন আয়োজন করেন। এই অনুষ্ঠানে ওপেন এআই, গুগোল ও অ্যানথ্রোপিকের বানানো এআই চ্যাটবটের বিভিন্ন ভঙ্গুরতা চিহ্নিত করার চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেওয়া হয় হ্যাকারদের প্রতি। এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ড. রুম্মানের কাজের গুরুত্ব বড় আকারে সবার সামনে আসে। টাইম ম্যাগাজিনের এই তালিকায় ড. রুম্মানের পাশাপাশি স্থান পেয়েছেন ওপেন এআই'র প্রধান নির্বাহী স্যাম অল্টম্যান, এক্স এআই'র ইলন মাস্ক, কানাডা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইমেরিটাস অধ্যাপক জেফরি হিনটন, স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ফেই ফেই লি, গুগোল ডিপ মাইন্ডের ভাইস প্রেসিডেন্ট পুশমিত কোহলি, প্রমুখ।

লিবিয়া থেকে দেশে ফিরছেন ১৫১ বাংলাদেশি

৫২ পৃষ্ঠার পর

দূতাবাসের প্রচেষ্টায় সোমবার (৪ সেপ্টেম্বর) তারা দেশের উদ্দেশে রওনা হয়েছেন। মঙ্গলবার ভোরে হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে তাদের অবতরণ করার কথা রয়েছে। রওনা দেওয়ার আগে তাদের সঙ্গে বেনগাজীর বেনিনা বিমানবন্দরে সাক্ষাত করেন লিবিয়ায় নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মেজর জেনারেল আবুল হাসনাত মোহাম্মদ খায়রুল বাশার। এ সময় তিনি প্রবাসীদের কল্যাণে বাংলাদেশ সরকারের নেওয়া বিভিন্ন পদক্ষেপ সম্পর্কে তাদের অবহিত করেন। বিশেষ করে বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে প্রবাসীদের অধিকার সুরক্ষা, বৈধ পথে রেমিট্যান্স প্রেরণের ওপর প্রণোদনা এবং প্রবাসীদেরকে সার্বজনীন পেনশনের আওতায় আনার বিষয়টি তাদেরকে জানান। এ ছাড়া অবৈধ অভিবাসনের ঝুঁকি তুলে ধরে তাদেরকে এ পথ পরিহার করার উপদেশ দেন। অবৈধ অভিবাসন প্রতিরোধে সচেতনতামূলক প্রচারে অংশ নিতে তাদেরকে আহ্বান জানান রাষ্ট্রদূত। এর আগে গত ৩১ জুলাই দূতাবাসের সহযোগিতায় লিবিয়ার রাজধানী ত্রিপলী থেকে ১৩১ জন বাংলাদেশিকে দেশে পাঠানো হয়েছিল।

Sahara Homes

NOW IS THE TIME TO LIVE THE AMERICAN DREAM!

BUY IT, LIVE IT AND ENJOY IT !!!

Nayeem Tutul
Lic. Real Estate Sales Executive
Cell: 917-400-8461
Office: 718-805-0000
Fax: 718-850-3888
Email: nayeem@saharahomesinc.com
Web: www.saharahomesinc.com

WOMEN'S MEDICAL OFFICE
(NEW LIFE MEDICAL SERVICES, P.C)
OBSTETRICS & GYNECLOGICAL

ডাঃ রাবেয়া চৌধুরী
Rabeya Chowdhury, MD, FACOG
(Obsterics & Gynecology) *Board Certified*
Attending Physician (Obs & Gyn Dept.)
Flushing Hospital Medical Center
North Shore (LIJ) Forest Hill Hospital
Long Island Jewish (LIJ) Hospital

বাংলাদেশী মহিলা ডাক্তার

Gopika Nandini Are, M.D.
(Obsterics & Gynecology)
Attending Physician
Flushing Hospital Medical Center

Dr. Alda Andoni, M.D.
(Obsterics & Gynecology)
Attending Physician (OBS & GYN Dept.)
Flushing Hospital Medical Center

(F Train to 179th Street (South Side))

91-12, 175th St, Suite-1B
Jamaica, NY 11432
Tel: 718-206-2688, 718-412-0056
Fax: 718-206-2687
email: info@mynewlifemd.com, www.mynewlifemd.com

ARMAN CHOWDHURY, CPA
MBA I CMA I CFM

Quick refund with free e-file.
We're open every day.
WE'VE GOT YOU COVERED
Call today for an appointment.
Walk-ins Welcome.

AUTHORIZED e-file PROVIDER

সঠিক ও নির্ভুলভাবে
ইনকাম ট্যাক্স ফাইল করা হয়

- Individual Income Tax
- Business Income Tax
- Non-Profit Tax Return
- Accounting & Bookkeeping
- Retirement and Investment Planning
- Tax Resolution (Individual & Business)

F to 169 Street
87-54 168th Street, Suite 201, Jamaica, NY 11432
Phone: (718) 475-5686, Email: ArmanCPA@gmail.com
www.ArmanCPA.com

WALI KHAN, D.D.S
Family Dentistry

- স্বল্প মূল্যে চিকিৎসা ব্যবস্থা
- জীবাণুমুক্ত যন্ত্রপাতি
- সর্বাধুনিক প্রযুক্তির সমন্বয়ে চিকিৎসা
- অত্যাধুনিক পদ্ধতি ব্যবহারে Implant/Biaces
- সব ধরনের মেডিকেইড/ ইন্সুরেন্স ও ইউনিয়ন কার্ড গ্রহণ করা হয়

আপনাদের সেবায় আমাদের দুটি শাখা

জ্যাকসন হাইটস
37-33 77TH STREET,
JACKSON HEIGHTS NY 11372
TEL : 718-478-6100

ব্রঙ্কস ডেন্টাল কেয়ার
1288 WHITE PLAINS ROAD
BRONX NY 10472
TEL : 718-792-6991

Office Hours By Appointment
আমরা সব ধরনের ক্রেডিট কার্ড গ্রহণ করে থাকি

৫০ বছরের ব্যবসায়ী জীবনে বাংলাদেশী বংশোদ্ভুত 'বিলিনিওয়ার' আজিজ খানের সম্পদের উল্লম্ফন ঘটেছে গত এক দশকে

৪০ পৃষ্ঠার পর

এখন নির্মাণাধীন।

আবাসন খাতের ব্যবসার সঙ্গেও সংশ্লিষ্ট রয়েছে সামিট গ্রুপ। ঢাকায় ৩২ লাখ বর্গফুট স্পেস নির্মাণের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে গ্রুপটি। পাঁচ তারকা ও চার তারকা হোটেল নির্মাণের কাজও করেছে তারা। এছাড়া বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষের সঙ্গে অংশীদারত্বের ভিত্তিতে গাজীপুরের কালিয়াকৈরে হাই-টেক পার্ক স্থাপনের কাজ করেছে সামিট টেকনোপলিস লিমিটেড।

বাংলাদেশের বাইরে ভারতের ত্রিপুরায় প্রথমবারের মতো একটি বিদ্যুৎ কেন্দ্রের শেয়ার কিনেছে সামিট। ওএনজিসি ত্রিপুরা পাওয়ার কোম্পানি লিমিটেডের ২৩ দশমিক ৫ শতাংশ শেয়ার কিনেছে সামিট ইন্ডিয়া (ত্রিপুরা)।

২০১৬ সালে বিশ্বব্যাংক গ্রুপের প্রতিষ্ঠান ইন্টারন্যাশনাল ফাইন্যান্স করপোরেশনের (আইএফসি) সঙ্গে অংশীদারত্বের ভিত্তিতে এবং অন্যান্য বিনিয়োগকারীকে নিয়ে সিঙ্গাপুরভিত্তিক সামিট পাওয়ার ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড প্রতিষ্ঠা করে। পাশাপাশি দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলে বিদ্যুৎ প্রকল্প উন্নয়নে যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক জেনারেল ইলেকট্রিকের (জিই) সঙ্গে চুক্তি করে সামিট। এছাড়া ফিনল্যান্ডভিত্তিক ওয়ার্টসিলার সঙ্গে বাংলাদেশ, ইন্দোনেশিয়া ও দক্ষিণ এশিয়ার বাজারে সহযোগিতার উদ্দেশ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করে সামিট। বর্তমানে জেরা, জিই, মিৎসুবিশি ও তাইয়ো ইন্স্যুরেন্স সামিটের ইকুইটি হোল্ডার্স হিসেবে রয়েছে।

জানতে চাইলে সামিট গ্রুপের চেয়ারম্যান মুহাম্মদ আজিজ খান ফোর্বসের সূত্র উল্লেখ করে বণিক বার্তাকে বলেন, 'সামিটের বিদ্যুৎ, বন্দর, ফাইবার অপটিক ও আবাসন খাতে আগ্রহ রয়েছে এবং এর সবগুলোই বাংলাদেশে।'

গত মঙ্গলবার জাতীয় সংসদে প্রশ্নোত্তর পর্বে বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ জানান, ২০০৯ সাল থেকে এ বছরের ৩০ জুন পর্যন্ত আইপিপিগুলোকে ৭৬ হাজার ২৪২ কোটি ৮ লাখ ও ভাড়াভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলোকে ২৮ হাজার ৬৮৪ কোটি ৭৩ লাখ টাকা ক্যাপাসিটি চার্জ পরিশোধ করা হয়েছে। এর মধ্যে সামিট মেঘনাঘাট পাওয়ার লিমিটেডকে ৩ হাজার ৬৪৪ কোটি ৩৯ লাখ, সামিট বিবিয়ানা পাওয়ার কোম্পানি লিমিটেডকে ২ হাজার ৬৮৩ কোটি ৩ লাখ ও সামিট নারায়ণগঞ্জ পাওয়ারকে ১ হাজার ৫৬৮ কোটি ৬১ লাখ টাকার ক্যাপাসিটি চার্জ পরিশোধ করা হয়েছে। সব মিলিয়ে সামিটের এ বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলোকে ক্যাপাসিটি চার্জ বাবদ ৭ হাজার ৮৯৬ কোটি ৩ লাখ টাকা পরিশোধ করা হয়েছে। এর বাইরে সামিটের সহযোগী কোম্পানি কেপিসিএলকে (ইউনিট-২) ১ হাজার ৯২৮ কোটি ৫৪ লাখ টাকার ক্যাপাসিটি চার্জ পরিশোধ করা হয়েছে। - মেহেদী হাসান রাহাত, বণিকবার্তা-র সৌজন্যে

যুক্তরাষ্ট্রের চাপ সত্ত্বেও বাংলাদেশ স্বাধীন পররাষ্ট্রনীতি বজায় রেখেছে, ঢাকায় রুশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী

৯ পৃষ্ঠার পর

পরমাণবিক যুগে প্রবেশ করবে। বাংলাদেশে নির্বাচনকে সামনে রেখে যুক্তরাষ্ট্রের চাপের মধ্যে সার্গেই লাভরভের সফরকে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।

রুশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন, রোহিঙ্গা সংকট নিরসনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের বাইরে আর কারও সংযুক্তি ঠিক হবে না। বাইরের লোক কম থাকলেই ভালো। বাইরের সম্পৃক্ততা সীমিত করতে হবে। বাইরের হস্তক্ষেপ হিতে বিপরীত হতে পারে। আমরা দ্বিপক্ষীয় আলাপ-আলোচনা করে সমস্যার সমাধানকে সমর্থন করি। প্রয়োজন হলে আমরা মিয়ানমারে আমাদের বন্ধুদের এ ব্যাপারে কাজ করার জন্য অনুরোধ করতে পারব।

রাশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী সার্গেই লাভরভ বলেন, এই প্রথম আমি ঢাকায় এসেছি। দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশ আমাদের দীর্ঘস্থায়ী বন্ধু। আমাদের সম্পর্কের ভিত্তি হলো বন্ধুত্ব ও সমতা। কোভিড-১৯ সত্ত্বেও আমরা রাজনৈতিক সংলাপ করেছি। আজ আমাদের আলোচনা আরও নিবিড় হয়েছে। আমাদের মধ্যে বাণিজ্য বাড়ছে। দক্ষিণ এশিয়ায় ভারতের পরই বাংলাদেশ আমাদের দ্বিতীয় বৃহত্তম অংশীদার। ২০২২ সালে আমাদের দুই দেশের বাণিজ্যের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে প্রায় তিন বিলিয়ন ডলার। আমাদের মধ্যে রয়েছে ফ্লাগশিপ রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র। এই বিদ্যুৎকেন্দ্রের কাজ নির্ধারিত সময়েই অগ্রসর হচ্ছে। অক্টোবরে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের জ্বালানি বাংলাদেশে পৌঁছাবে। আমাদের আছে কিছু প্রতিশ্রুতিশীল গ্যাসক্ষেত্র, গ্যাসপ্রম যা করছে। বাংলাদেশে ২০টি কূপ রয়েছে। বাংলাদেশে এলএনজি সরবরাহের কাজও রয়েছে। আমরা সার সরবরাহের বিষয়ও আলোচনা করেছি। এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, আসিয়ান স্পিরিট হলো ভারসাম্যপূর্ণ পররাষ্ট্রনীতি। আমরা লক্ষ্য করছি, যুক্তরাষ্ট্র ও সহযোগীরা তথাকথিত ইন্দো-প্যাসিফিক স্ট্র্যাটেজি নিয়ে এই অঞ্চলে চীনকে মোকাবিলা এবং ন্যাটোর কার্যক্রম সম্প্রসারণ করতে চায়। এটা আসিয়ানের স্পিরিটের পরিপন্থি। জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, নিউজিল্যান্ডসহ যুক্তরাষ্ট্রের সহযোগীরা আসিয়ানের নিরাপত্তাব্যবস্থাকে অবহেলা করতে চায়।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন বলেন, আমরা পরমাণু বিদ্যুৎকেন্দ্র, রোহিঙ্গা ইস্যু, বাণিজ্য, বিনিয়োগ, রাশিয়ায় বাংলাদেশি পণ্যের বাজার সুবিধা নিয়ে আলোচনা করেছি। আমরা বলেছি, আমরা যুদ্ধ চাই না। আমরা সংলাপ ও আলোচনা করে সব সমস্যার সমাধান চাই।

এক প্রশ্নের জবাবে ড. মোমেন বলেন, বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি হলো সবার সঙ্গে বন্ধুত্ব, কারও সঙ্গে বৈরিতা নয়। আমরা এই অঞ্চলে কোনো প্রক্সি যুদ্ধ চাই না। আমরা চাই, শান্তিপূর্ণ আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সব সমস্যার সমাধান হোক।

পরিবার নিয়ে মার্কিন দূতাবাসে পদচ্যুত ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল এমরান, যা বললেন আইনমন্ত্রী আনিসুল হক

৮ পৃষ্ঠার পর

ঢাকা মহানগর পুলিশের গুলশান বিভাগের উপকমিশনার মো. শহিদুল্লাহ গণমাধ্যমকে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, এমরান আহম্মদ ভূঁইয়া স্ত্রী-সন্তানদের নিয়ে বাসায় ফিরে গেছেন।

ঘটনাস্থল থেকে সাংবাদিকরা জানান, সন্ধ্যা ৬টা ৩৮ মিনিটে দূতাবাসের বাইরে থেকে একটি গাড়ি আসে। সেই গাড়িতে পরিবারসহ দূতাবাস ছেড়ে যান এমরান।

শান্তিতে নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ ড. মুহাম্মদ ইউনূসের বিষয়ে বিবৃতিসংক্রান্ত বক্তব্য দিয়ে আলোচনায় আসেন এমরান আহম্মদ।

ড. ইউনূসের বিরুদ্ধে শ্রম আইন লঙ্ঘন ও দুর্নীতির মামলা নিয়ে উদ্বেগ জানিয়ে সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে খোলা চিঠি (বিবৃতি) পাঠিয়েছিলেন বিশ্বের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নেতৃত্বস্থানীয় দেড় শতাধিক ব্যক্তি। তাদের মধ্যে শতাধিক নোবেলজয়ী রয়েছেন। এ বিষয়ে গত সোমবার হাইকোর্টের বর্ধিত ভবনের সামনে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল এমরান। তিনি বলেন, 'আমি মনে করি, ড. ইউনূস একজন সম্মানিত ব্যক্তি। তার সম্মানহানি করা হচ্ছে এবং এটি বিচারিক হয়রানি।'

শতাধিক নোবেলজয়ীর ওই খোলা চিঠির বিপরীতে অ্যাটর্নি জেনারেলের কার্যালয় থেকে প্রতিবাদ জানিয়ে বিবৃতি দেওয়ার কথা রয়েছে- এমন দাবি করে এমরান আহম্মদ বলেন, 'অ্যাটর্নি জেনারেল অফিসে কর্মরত সবাইকে এতে স্বাক্ষর করার জন্য নোটিশ করা হয়েছে। আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি, এ বিবৃতিতে স্বাক্ষর করব না।'

এর পরদিন মঙ্গলবার জাতীয় প্রেস ক্লাবে এক অনুষ্ঠান শেষে সাংবাদিকদের আইনমন্ত্রী বলেন, 'তিনি (এমরান আহম্মদ ভূঁইয়া) অ্যাটর্নি জেনারেল অফিসের দায়িত্বপ্রাপ্ত একজন ডিএজি (ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল)। তিনি যদি সাংবাদিকদের সামনে কথা বলেন, তাহলে তাকে হয় পদত্যাগ করে কথা বলা উচিত অথবা অ্যাটর্নি জেনারেলের অনুমতি নিয়ে কথা বলা উচিত। তিনি সেটি করেননি।

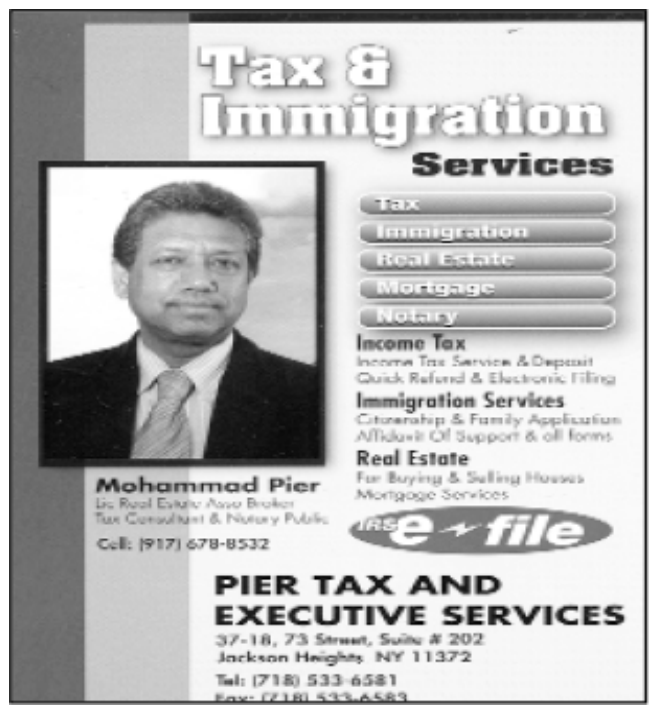

অর্থ পাচারের চিত্র আসলে কত বড়?

১০ পৃষ্ঠার পর

পোশাকের চালানের যে মূল্য রয়েছে, তার চেয়ে কয়েকগুণ কম মূল্য দেখানো হয়েছে।

এর আগে গত মার্চ মাসে ৪টি প্রতিষ্ঠান থেকে ৩৮২ কোটি টাকার অর্থ পাচারের তথ্য জানিয়েছিল শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত পরিদপ্তর। সেই সময় তারা বলেছিল, এসব প্রতিষ্ঠানের নামে যেসব পণ্য বিদেশে পাঠানো হয়েছে, তার বিপরীতে দেশে কোন অর্থই আসেনি।

কিন্তু তাদের ধারণা, বাস্তবে অর্থ পাচারের চিত্রটি আসলে আরও অনেক বড়।

শুল্ক ও গোয়েন্দা পরিদপ্তরের যুগ্ম পরিচালক শামসুল আরেফিন খান বিবিসি বাংলাকে বলেন, ''আমরা এখানে ১০টি প্রতিষ্ঠানের কথা উল্লেখ করেছি, বাস্তবে আরও এ ধরনের আরও অনেক প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এটা আসলে টিপ অব দ্যা আইসবার্গ, আমরা আইসবার্গের উপরের অংশটা দেখছি, কিন্তু ভেতরে আরও অনেক কিছুই রয়েছে, যা আমাদের একার পক্ষে তদন্ত করে দেখাও কঠিন।''

এজন্য সব প্রতিষ্ঠানের হিসাব, ব্যাংকের ব্যাক টু ব্যাক এলসি, কি পরিমাণ পণ্য পাঠানো হয়েছে এবং বিনিময়ে কত টাকা আসছে, এসব যাচাই করে দেখা দরকার বলে কর্মকর্তারা বলছেন।

ওয়াশিংটন-ভিত্তিক গবেষণা সংস্থা গ্লোবাল ফিন্যান্সিয়াল ইন্টেগ্রিটি (জিএফআই) এর ২০২০ সালের তথ্যানুযায়ী, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের মাধ্যমে বাংলাদেশ থেকে প্রতিবছর গড়ে ৭৫৩ কোটি ৩৭ লাখ ডলার পাচার হয়, টাকার অঙ্কে তা প্রায় ৮০ হাজার কোটি টাকা। সাত বছরে সাড়ে চার লাখ কোটি টাকার বেশি পাচার হয়েছে বলে সংস্থাটি জানিয়েছে।

বাণিজ্যের মাধ্যমে কারসাজি করে অর্থ পাচারের তালিকায় বিশ্বের ৩০টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের নাম রয়েছে।

তৈরি পোশাক খাতের বিরুদ্ধে অভিযোগের আঙ্গুল

তৈরি পোশাক বাংলাদেশের প্রধান রপ্তানি খাত। ফলে এই খাতের পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে সাধারণত প্রাধান্য দিয়ে বিবেচনা করা হয়ে থাকে। ফলে এসব খাতের রপ্তানি পণ্যে দ্রুত ছাড় দেয়া হয়, কড়কড়িও কম করা হয়। এরই সুযোগ নিয়েছে এই অপরাধী চক্রটি।

শুল্ক গোয়েন্দা কর্মকর্তা শামসুল আরেফিন খানও বলছেন, ''সাধারণভাবে রপ্তানি করা পণ্যকে একটু বিশেষ চোখে দেখা হয় এবং প্রায়োরিটি ভিত্তিতে শুল্কায়ন করা হয়। কিন্তু যখন সেটা আন্ডারভ্যালু করা হয়, তখন দেশের ক্ষতি, কারণ দেশের সম্পদ গেলেও তার বিনিময়ে কিছু আসছে না। আর এখানে এমন উপায় নেয়া হয়েছে, যে দেশে কিছুই আসেনি।''

এর আগেও বাংলাদেশ থেকে বাণিজ্যের সময় রপ্তানি পণ্যের মূল্য কম দেখিয়ে পাচারের অভিযোগ উঠেছে। দেশের প্রধান রপ্তানি খাত তৈরি পোশাক হওয়ায় এই খাতের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের দিকেই অতীতে অভিযোগের আঙ্গুল উঠেছে।

গ্লোবাল ফিনান্সিয়াল ইন্টেগ্রিটি একটি প্রতিবেদনে বলেছিল, বাংলাদেশ থেকে প্রতিবছর গড়ে প্রায় আশি হাজার কোটি টাকা পাচার হয়। গত পাঁচ বছরে এভাবে সাড়ে চার লাখ কোটি টাকার বেশি পাচার হয়েছে।

রপ্তানির সময় কম দাম দেখানোর ফলে বিদেশী ক্রেতারা যে অর্থ পরিশোধ করছে, তার একটি অংশ বিদেশেই থেকে যাচ্ছে। বাংলাদেশে আসছে শুধুমাত্র সেই পরিমাণ অর্থ, যে পরিমাণ অর্থের কথা দেখানো হচ্ছে অর্থাৎ কাগজপত্রে যে দাম উল্লেখ করা হয়েছে সেটা।

জিএফআই প্রতিবেদনের সূত্র ধরে অর্থনীতিবিদ ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য সেই সময় বিবিসি বাংলাকে বলেছিলেন, বাংলাদেশ প্রতি বছর যে পরিমাণ অর্থ বৈদেশিক সাহায্য হিসেবে পায় সেটির প্রায় তিনগুণ টাকা পাচার হয়েছে।

ব্যাংক কর্মকর্তা এবং আইনজীবীরা বলছেন, টাকা পাচার হয়ে গেলে সেটি আবার দেশের ভেতরে ফিরিয়ে আনা বেশ কঠিন কাজ।

সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের সম্মানীয় ফেলো ড. মোস্তাফিজুর রহমান বিবিসি বাংলাকে বলেন, ''বাণিজ্যের নামে যে দেশ থেকে অর্থ পাচার করা হচ্ছে, সেটা আমরাও অনেক সময় বলেছি, গ্লোবাল ফিন্যান্সিয়াল ইন্টেগ্রিটির প্রতিবেদনেও এসেছে। এটা অনেক পুরনো অভিযোগ, সবাই জানে। এটা শনাক্ত করা খুব কঠিন কিছু না। কিন্তু কখনো এসব ক্ষেত্রে কড়া ব্যবস্থা নিতে দেখা যায়নি। ব্যবস্থা নেয়া হলে হয়তো এটা এতো প্রকট হয়ে উঠতে পারতো না।''

রপ্তানি খাতে স্যাম্পল বা নমুনা পাঠানো আন্তর্জাতিক একটি স্বীকৃত পদ্ধতি। কিন্তু সেটা কি পরিমাণে পাঠানো যাবে, তা নিয়েও আইন রয়েছে। সেটা তদারকি করার জন্য কাস্টমস রয়েছে। তারপরেও এভাবে পণ্য পাঠানোর বিষয়ে অনেকে যোগসাজশ রয়েছে বলে তিনি মনে করেন।

গোয়েন্দা কর্মকর্তারা মনে করছেন, এই চক্রের সাথে অনেকেই জড়িত থাকতে পারে। বিশেষ করে যারা সিএন্ডএফ এজেন্ট, যারা শুল্কায়নের সাথে জড়িত ছিলেন, এমন অনেকেই জড়িত রয়েছেন। আরও তদন্তে সেটা বেরিয়ে আসবে বলে তারা ধারণা করছেন।

তবে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক খাতের সংশ্লিষ্টরা বলছেন, গুটিকয়েক ব্যবসায়ী এই চক্রের সাথে হয়তো জড়িত থাকতে পারে, কিন্তু বেশিরভাগই নিয়ম মেনে বাণিজ্য করেন।

তৈরি পোশাক মালিকদের সংগঠন বিজিএমইএ সাবেক সভাপতি ও বর্তমানে সংসদ সদস্য শফিউল ইসলাম মহিউদ্দিন বিবিসি বাংলাকে বলেন, ''আমি মনে করি, যে ব্যবসা করবে, সে ওভার ইনভয়েসিং বা আন্ডার ইনভয়েসিং করে খুব বেশি ব্যবসা করতে পারেন না।

কারণ পণ্য উৎপাদন করতে তো মালের দাম, শ্রমিকদের বেতন, সাপ্লাইয়ের টাকা দিতে হবে। আমার বিশ্বাস, বেশিরভাগ ব্যবসা প্রতিষ্ঠানই ঠিকভাবে ব্যবসা করে থাকে। তবে কেউ যদি এ ধরনের অপরাধ করে থাকে, গোয়েন্দাদের তদন্তে সেটা বেরিয়ে আসে, তাহলে তাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেয়া উচিত, যাতে অন্যরা এ থেকে শিক্ষা পায়।''

বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অফ ব্যাঙ্ক ম্যানেজমেন্ট বা বিআইবিএম এর এক গবেষণায় দেখা গেছে, আমদানি রপ্তানির মাধ্যমে এসব মানি লন্ডারিং-এর ঘটনা ঘটছে।

সেই গবেষণায় বেরিয়ে এসেছিল, বাংলাদেশের ব্যবসায়ীরা ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে মালয়েশিয়া, কানাডা, সিঙ্গাপুরসহ বিভিন্ন দেশে নানা কৌশলে পাচার করে সেখানে সেকেন্ড হোম গড়ে তুলছেন।

বছরের পর বছর ধরে অর্থ পাচারের অভিযোগ

বাংলাদেশে এ ধরনের অভিযোগ ওঠার পরেও জড়িত প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে, এমন উদাহরণ বিরল।

২০২০ সালে বিবিসি বাংলার একটি অনুসন্ধানে দেখা গেছে, এভাবে অর্থ পাচারের মাধ্যমে কানাডার টরন্টোয় অনেক ব্যবসায়ী, আমলা ও রাজনীতিবিদ বাড়ি বা সম্পদ কিনে বসবাস করছেন। অনেকে দেশে থাকলেও তাদের পরিবার এসব বাড়িতে বসবাস করে, যা সেখানকার বাংলাদেশিদের কাছে 'বেগমপাড়া' নামে পরিচিতি পেয়েছে। এরকম ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে টরন্টোয় বিক্ষোভও করেছিলেন অভিবাসী বাংলাদেশিরা।

সুইস ব্যাংকের ২০১৯ সালের হিসাব অনুযায়ী, সেখানে রাখা ব্যাংকগুলোয় বাংলাদেশিদের জমা অর্থের পরিমাণ ৫ হাজার ৩৬৭ কোটি টাকা।

ওয়াশিংটন ভিত্তিক অনুসন্ধানী সাংবাদিকদের সংস্থা ইন্টারন্যাশনাল কনসোর্টিয়াম অব ইনভেস্টিগেটিভ জার্নালিস্ট (আইসিআইজে) বিদেশে টাকা পাচারের যে তালিকা প্রকাশ করেছিল, যেটি পানামা পেপারস নামে পরিচিত, সেখানে বেশ কয়েকজন বাংলাদেশির নামও ছিল।

এসব নিয়ে বাংলাদেশের গণমাধ্যমেও ব্যাপক আলোচনা হলেও কোন তদন্ত, পাচার হওয়া অর্থ ফিরিয়ে আনা বা কারও বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের কথা শোনা যায়নি। বরং বিদেশে পাচার হওয়া অর্থ এবং সম্পদ কর দিয়ে বৈধ করার সুযোগ দেয়া হয়েছে বাজেটে।

বিশ্লেষকরা বলছেন, বাংলাদেশ থেকে বিদেশে অর্থ নেয়ার অনেক নিয়মকানুন আছে। তারপরেও যারা এখানে বসবাস করেন কিন্তু বিদেশে মিলিয়ন মিলিয়ন ডলারের সম্পদ কিনেছেন, সেকেন্ড হোম তৈরি করেছেন, তারা কিভাবে সেখানে অর্থ নিয়েছেন, সেটা তদন্ত করলেই অর্থ পাচারের অনেক তথ্য বেরিয়ে আসবে।

টিআইবি তাদের বিবৃতিতে বলেছে, ''দেশে অনেক সময়ই অর্থ পাচারের ঘটনা উন্মোচন হলেও জড়িত ব্যক্তিরা পরিচয় ও অবস্থানের বলে পার পেয়ে যান। বিত্তশালী, রাজনৈতিক আনুকূল্য বা অন্যভাবে প্রভাবশালী হওয়ার কারণে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব হয় না, যার দৃষ্টান্ত অতি সম্প্রতিও হতাশাজনকভাবে দেখতে হয়েছে।

কিন্তু অর্থ পাচার নিয়ন্ত্রণ করা গেলে যেমন বাংলাদেশকে আইএমএফ-এর দ্বারস্থ হতে হতো না, তেমনি দেশে রিজার্ভ সংকটও তৈরি হতো না।''

- সায়েদুল ইসলাম, বিবিসি নিউজ বাংলা

পহেলা বৈশাখ 'বাংলা দিবস' পালন করবে পশ্চিমবঙ্গ

১২ পৃষ্ঠার পর

দিবস' ঘোষণার বিরুদ্ধে রাজ্যপালের কাছে অভিযোগ জানাতে রাজভবনে বিজেপি বিধায়কদের যাওয়ার কথা। তবে বিধানসভায় আনা প্রস্তাবে রাজ্যপাল স্বাক্ষর না করলেও পহেলা বৈশাখ দিনটি 'বাংলা দিবস' হিসেবে পালন করা হবে বলে মমতা জানিয়েছেন। তিনি বলেন, 'কে কি সমর্থন করবে জানি না, কিন্তু আমাদের নির্দেশ থাকবে ওই দিনই বাংলা দিবস হিসেবে পালন করার।'

এদিকে বিজেপি নেতা শুভেন্দু অধিকারী বলেছেন, 'এই প্রস্তাবে স্বাক্ষর করবেন না রাজ্যপাল।' এই প্রসঙ্গে তিনি রাজ্যের নাম বদল, বিধান পরিষদ গঠনসংক্রান্ত প্রস্তাবের কথাও উল্লেখ করেন। এই প্রস্তাবগুলো পাস করানো হলেও এখনো চূড়ান্ত অনুমোদনের অপেক্ষায়। এর জবাবে মমতা জানান, রাজ্যপালের অনুমোদন না পেলেও রাজ্য সরকারের সিদ্ধান্ত বদলাবে না।

প্রসঙ্গত, গত ২০ জুন রাজভবনে দিল্লির নির্দেশে রাজ্যপাল 'পশ্চিমবঙ্গ দিবস' পালন করেন। এমনকি আসামসহ বিভিন্ন রাজভবনে দিনটি পালন করা হয়। ভারতের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের প্রতিষ্ঠা দিবস হিসেবে ২০ জুনকে বারবার তুলে ধরতে চেয়েছে বিজেপি। ১৯৪৭ সালের এই দিনে মূলত রাজ্য বিধানসভায় ভোটাভুটির মাধ্যমে অবিভক্ত বাংলাকে ভাগ করার সিদ্ধান্তে সিলমোহর পড়ে। বিজেপির দাবি, ওই দিনটিকেই রাজ্য দিবস হিসেবে পালন করতে হবে।

রাশিয়ার সঙ্গে কি সম্পর্ক শেষ হয়ে যাচ্ছে ভারতের - আল-জাজিরার বিশ্লেষণ

১২ পৃষ্ঠার পর

৬০৭ কোটি মার্কিন ডলার) মূল্যের তেল আমদানি করেছে। চলতি বছর রাশিয়ার সমুদ্রজাত অপরিশোধিত তেলের সবচেয়ে বড় ক্রেতা হয়ে ওঠে ভারত।

নির্ভরতা সরে যাচ্ছে

এসআইপিআরআইয়ের তথ্যমতে, ভারতের প্রতিরক্ষা সরঞ্জামের সবচেয়ে বড় সরবরাহকারী দেশ হচ্ছে রাশিয়া। কিন্তু গত এক দশকে রাশিয়া থেকে ভারতের অস্ত্র আমদানি ৬৫ শতাংশ কমে গেছে। একই সময়ে যুক্তরাষ্ট্র থেকে ভারতের অস্ত্র আমদানি ৫৮ শতাংশ বেড়েছে।

একইভাবে ফ্রান্স থেকে ভারতের অস্ত্র কেনা ৬ হাজার শতাংশ বেড়েছে। কেবল ২০২১ সালে এই দেশ থেকে ১৯০ কোটি ডলারের সামরিক সরঞ্জাম কিনেছে ভারত। ইসরায়েল থেকে অস্ত্র আমদানি ২০ শতাংশ বেড়েছে। অবশ্য টাকার অঙ্কে পরিমাণটা কম, ২০ কোটি ডলার।

এটা নিশ্চিত, এখনো ভারতের অস্ত্র সরবরাহে রাশিয়া বড় অংশীদার।

কাম্বু বলেন, 'যেকোনোভাবে হোক, আমরা অল্প সময়ের মধ্যে দুই দেশের সম্পর্ককে নিভিয়ে দিতে পারি না।'

নয়াদিল্লিভিত্তিক চিন্তক প্রতিষ্ঠান অবজারভার রিসার্চ ফাউন্ডেশনের ভিজিটিং ফেলো হরি সেশাসায়ী বলেন, এমনকি যুক্তরাষ্ট্র ও ফ্রান্স যদি অস্ত্র সরবরাহের ক্ষেত্রে রাশিয়ার ওপর থেকে ভারতের নির্ভরতা কমিয়ে আনে, তবু নয়াদিল্লি নিজেকে পশ্চিমাদের মিত্র বলবে না। এটা এই কারণে যে ভারত কোনো এক পক্ষে যাওয়ার অবস্থায় নেই এবং তারা নিজেদের অভ্যন্তরীণ অগ্রাধিকারকে বিপন্ন করতে চায় না।

শুধু যে সামরিক সরঞ্জামের ক্ষেত্রে রাশিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক বদলে যাচ্ছে, সেটা নয়। ইউক্রেন যুদ্ধ নিয়ে শুরুতে কিছু বলতে না চাইলেও গত সেপ্টেম্বরে মোদি রুশ প্রেসিডেন্ট পুতিনকে বলেছিলেন, 'এখন আর যুদ্ধের দিন নেই।'

তখন থেকেই ভারত নিজেকে যুদ্ধ বন্ধে মধ্যস্থতাকারী হিসেবে তুলে ধরার চেষ্টা করছে। মোদি বেশ কয়েক দফা রুশ প্রেসিডেন্ট পুতিন ও ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কির সঙ্গে কথা বলেছেন। জাপানে জি৭ সম্মেলনের এক ফাঁকে তিনি ইউক্রেনের প্রেসিডেন্টের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।

হরি সেশাসায়ী বলেন, তবে মস্কোর সঙ্গে ঐতিহাসিক সম্পর্ক এবং রাশিয়া থেকে সাম্প্রতিক তেল আমদানির কারণে ভারত নিরপেক্ষ মধ্যস্থতাকারী হিসেবে নিজের ভাবমূর্তি ও আস্থা গড়ে তুলতে এখনো সংগ্রাম করে যাচ্ছে। কারণ, তুরস্ক ও সৌদি আরবও মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা নেওয়ার চেষ্টা করছে, যাদের ভাবমূর্তি ভারতের চেয়ে অনেকটা 'নিরপেক্ষ' বলা যায়।

'রাশিয়া হচ্ছে ভারতের অতীত'

ভারতের নয়াদিল্লির জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের নিরস্ত্রীকরণ স্টাডিজ বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক হ্যাপিমন জ্যাকব রাশিয়া থেকে ভারতের তেল কেনার ক্ষুধাকে 'সুবিধাবাদী ক্রয়' বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলছিলেন, ভারতের মতো উন্নয়নশীল দেশগুলোকে বিভিন্ন উৎস থেকে তেল কিনতে হয়।

জ্যাকব বলেন, তবে এই জ্বালানি ক্রয় দুই দেশের সম্পর্কের উন্নতির ইঙ্গিত দেয় না। তিনি বলছেন, আসল বিষয়টা হচ্ছে, দুই দেশের মানুষের মধ্যে সম্পর্ক এবং দ্বিপক্ষীয় বিনিয়োগ খুবই কম।

ভারত সরকারের তথ্যই বলছে, ৪ হাজার ৫০০ শিক্ষার্থীসহ রাশিয়ায় মাত্র ১৪ হাজার ভারতীয় বসবাস করছেন। ভারতে বসবাসরত রুশ নাগরিকদের কোনো সঠিক হিসাব নেই। তবে জ্যাকব বলেন, এই সংখ্যা রাশিয়ায় বসবাসরত ভারতীয়দের চেয়ে কমই হবে। অন্যদিকে প্রায় ৪৯ লাখ ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে বসবাস করেন। এর বাইরে যুক্তরাজ্য ও ইইউভুক্ত দেশগুলোতে প্রায় ২৮ লাখ ভারতীয় আছেন।

জ্যাকব বলছিলেন, 'কতজন ভারতীয় রুশ ভাষায় কথা বলেন? সেই সংখ্যা খুবই কম।। তরুণদের জিজ্ঞেস করুন, রাশিয়ার প্রতি তাঁদের কোনো মোহ আছে কি না। উত্তর হবে 'না'। আসলে রাশিয়া হচ্ছে ভারতের কাছে অতীত। ইউরোপ ও যুক্তরাষ্ট্র হচ্ছে ভারতের ভবিষ্যৎ।'

অনুরূপভাবে ২০২৩ সালের মার্চের সমাপ্ত অর্থবছরে মস্কো ও নয়াদিল্লির মধ্যে দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্যের পরিমাণ ছিল ৪ হাজার ৯০০ কোটি ডলার। যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে একই সময়ে বাণিজ্য হয়েছে ১২ হাজার ৯০০ কোটি মার্কিন ডলার। অর্থাৎ রাশিয়ার সঙ্গে বাণিজ্য হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের একতৃতীয়াংশ। তাও হয়েছে রাশিয়া থেকে অভূতপূর্ব তেল আমদানির পর।

ভারত ঐতিহাসিকভাবে একটা বিষয় নিয়ে চিন্তিত ছিল। সেটা হচ্ছে তারা যুক্তরাষ্ট্রের কতটা আস্থা অর্জন করতে পারবে। কারণ, তাদের চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী পাকিস্তানের সঙ্গে ওয়াশিংটনের পুরোনো বন্ধুত্ব রয়েছে। এর অর্থ হচ্ছে, অংশীদার হিসেবে রাশিয়ার অবস্থান নাটকীয়ভাবে কমে গেছে।

আরেকটা বড় কারণ আছে। রাশিয়ার সঙ্গে দ্রুত চীনের সম্পর্ক শক্তিশালী হচ্ছে, যা ভারতের জন্য মোটেই স্বস্তিদায়ক নয়। দুই দেশের এই সম্পর্ককে ভারত তার জন্য কৌশলগত হুমকি হিসেবে দেখছে। রাশিয়া যেসব অস্ত্র ভারতের কাছে বিক্রি করেছে, সেগুলো চীনের কাছেও বিক্রি করছে বা করতে পারে। যেমন রাশিয়া এস৪০০ ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষাব্যবস্থা ভারত ও চীনড়দুই দেশের কাছে বিক্রি করেছে।

জ্যাকব বলেন, ভারতের আকাঙ্ক্ষা হচ্ছে, প্রতিদ্বন্দ্বী চীন যাতে এভাবে রাশিয়ার সামরিক সহায়তা না পায়। অন্যভাবে চিন্তা করলে চীন ও ভারতের মধ্যে মধ্যস্থতাকারী হিসেবে রাশিয়ার সক্ষমতাও খুব সীমিত।

অধিকন্তু ভূরাজনৈতিকভাবে ইন্দোপ্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে ভারতের স্বার্থ জড়িয়ে গেছে। সেখানে তার প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী চীন। সেখানে তার সহযোগীদের মধ্যে রয়েছে অস্ট্রেলিয়া, ফ্রান্স, জাপান ও যুক্তরাষ্ট্র।

জ্যাকব বলেন, এসব বিষয় চিন্তা করলে রাশিয়া এখন আর ভারতের জন্য নিরপেক্ষ অংশীদার নয়। এমন নয় যে দুই দেশের মধ্য বিবাদ রয়েছে। তবে দুই দেশের মধ্যে এখন অন্য বাস্তবতা এসে ভর করেছে।- আল জাজিরা

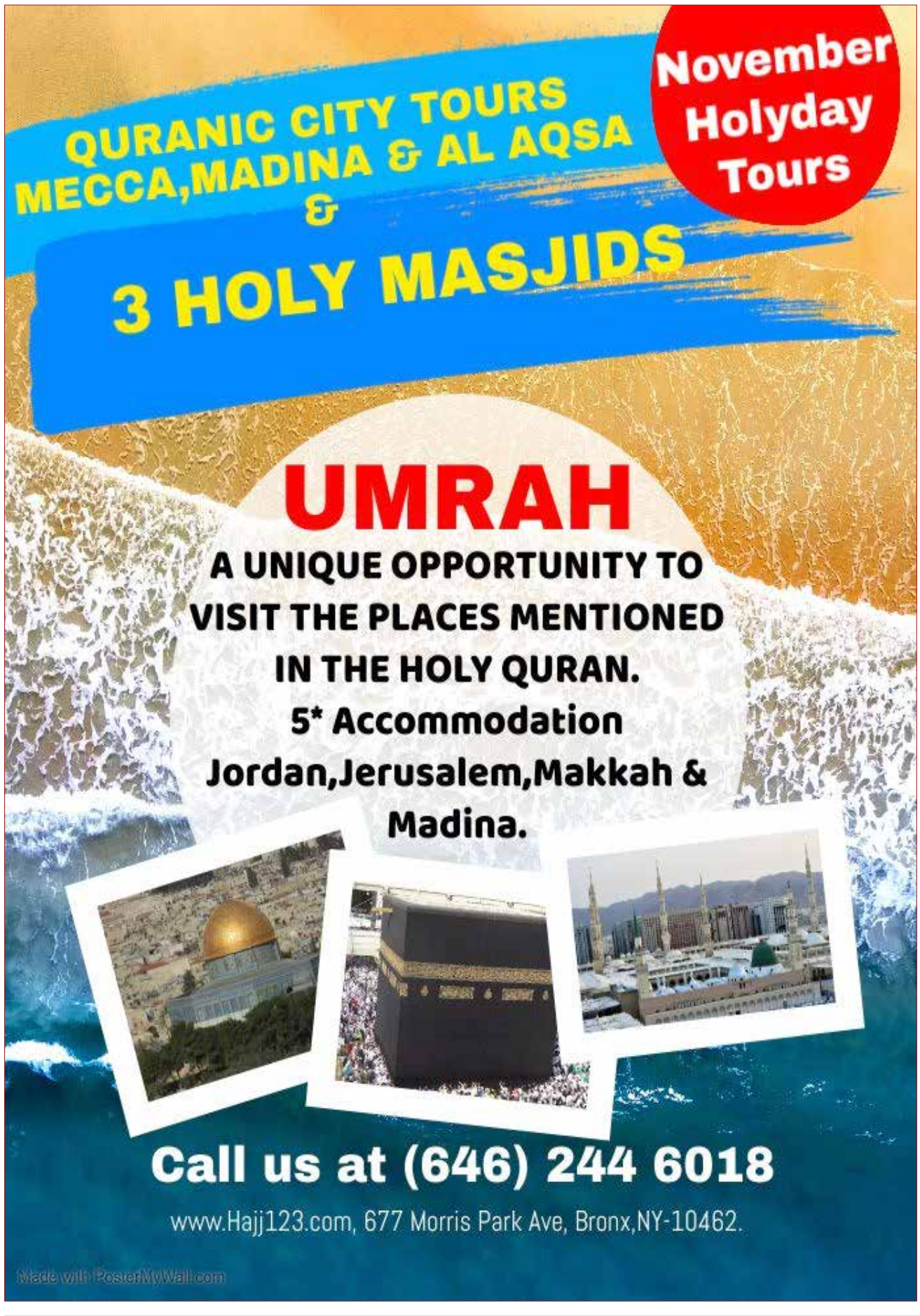

ঢাকা-দিল্লী সম্পর্ক আরো জোরদারে শেখ হাসিনা-মোদির ঐকমত্য

৯ পৃষ্ঠার পর

বিনিময় প্রোগ্রাম)। এর অধীনে শিল্প, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক খাতে দু'দেশের মধ্যে সহযোগিতা আরো জোরদারকরণে বিভিন্ন পদক্ষেপ ও কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে।

৩. ভারতের এনপিসিআই ইন্টারন্যাশনাল পেমেন্টস লিমিটেড এবং বাংলাদেশ ব্যাংক (বিবি) -এর মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক।

এই সমঝোতা স্মারকের ফলে দুই দেশের মধ্যে পারস্পরিক লেনদেন সম্পাদন সহজতর হবে।সূত্র : ইউএনবি

ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের অগ্রগতি খুবই আনন্দদায়ক বললেন মোদি

পরিচয় ডেস্ক: ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এক টুইটে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে তার বৈঠককে ফলপ্রসূ আলোচনা বলে বর্ণনা করেছেন। শুক্রবার (৮ সেপ্টেম্বর) তিনি বৈঠকের ছবি আপলোড করে টুইট করেছেন, 'প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে ফলপ্রসূ আলোচনা হয়েছে। গত ৯ বছরে ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের অগ্রগতি খুবই আনন্দদায়ক। আমাদের আলোচনায় কানেক্টিভিটি, বাণিজ্যিক সংযোগ এবং আরো অনেক কিছু বিষয় উঠে এসেছে।' এদিন বিকেলে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে দুই নেতার মধ্যে দ্বিপক্ষীয় বৈঠক হয়।

ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির আমন্ত্রণে নয়াদিল্লিতে জি-২০ সম্মেলনে যোগ দিতে শুক্রবার (৮ সেপ্টেম্বর) তিন দিনের সফরে নয়াদিল্লি যান শেখ হাসিনা। এ সফরে বঙ্গবন্ধুর কনিষ্ঠ কন্যা শেখ রেহানাও রয়েছেন।

প্রধানমন্ত্রী ও তার সফরসঙ্গীদের বহনকারী বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের একটি বিশেষ ফ্লাইট স্থানীয় সময় দুপুর ১২টা ৪০ মিনিটে (বাংলাদেশ সময় ১টা ১০ মিনিট) ভারতের ইন্দিরা গান্ধী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ করে।

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীকে লাল গালিচায় স্বাগত জানানো হয়। তাকে অভ্যর্থনা জানান ভারতের রেল ও বস্ত্র প্রতিমন্ত্রী দর্শনা বিক্রম জার্দোশ। বিমানবন্দরে একটি সাংস্কৃতিক দল স্বাগত নৃত্যও পরিবেশন করে। সূত্র : ইউএনবি

২০৪০ সালে শীর্ষ ২০ অর্থনীতির একটি হবে বাংলাদেশ - ইকোনমিস্ট ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের প্রতিবেদন

৫ পৃষ্ঠার পর

এক দশকে চীনের বিনিয়োগকারীদের কাছে বাংলাদেশে ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হয়েছে- ১০ বছরে ৫২তম স্থান থেকে ১২তম স্থানে উঠে আসা তার প্রমাণ।

এই ক্রমতালিকার আবার কিছু উপবিভাগও আছে, তার মধ্যে একটি হচ্ছে বাজার সম্প্রসারণমূলক বিনিয়োগের ক্ষেত্রে সবচেয়ে আকর্ষণীয় গন্তব্য কোন দেশগুলো। সেই তালিকায় বাংলাদেশের অবস্থান দ্বিতীয়। প্রথম স্থানে আছে ইন্দোনেশিয়া। এরপর ভিয়েতনাম, মালয়েশিয়া, পাকিস্তান, কম্বোডিয়া, মিসর, ভারত ও তানজানিয়া।

এরপর সাপ্লাই চেইন বা সরবরাহব্যবস্থার উন্নয়নমূলক বিনিয়োগে কোন দেশগুলো সবচেয়ে এগিয়ে। সেই তালিকায় অবশ্য বাংলাদেশ কিছুটা পিছিয়ে; অবস্থান অষ্টম। এই তালিকায় প্রথমে আছে সিঙ্গাপুর; এরপর আছে যথাক্রমে মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড, ইন্দোনেশিয়া, ভিয়েতনাম, মেক্সিকো, মিসর। তবে আরেকটি উপসূচকে বাংলাদেশের অবস্থান সবার ওপরে। সেটা হলো, যেসব দেশের সুযোগ বেশি যদিও ঝুঁকি কম; এই তালিকায় বাংলাদেশের পরে আছে যথাক্রমে কম্বোডিয়া, কলম্বিয়া, মিসর, ফ্রান্স, জার্মানি, ইন্দোনেশিয়া, ইসরায়েল।

এরপর বিনিয়োগের যেসব গন্তব্য দেশের সুযোগ সবচেয়ে বেশি সেই দেশগুলোর তালিকায় বাংলাদেশের অবস্থান অষ্টম। এই তালিকায় সবার ওপরে আছে ভারত; এরপর আছে যুক্তরাষ্ট্র, ইন্দোনেশিয়া, রাশিয়া, ভিয়েতনাম, দক্ষিণ কোরিয়া, ফিলিপাইন, ব্রাজিল ও তাইওয়ান।

স্কুল ছিল বিরক্তিকর, অঙ্ক করতে আলসেমি লাগত বিল গেটসের

৫২ পৃষ্ঠার পর

ও ইচ্ছাশক্তির অভাব ছিল। পড়ালেখায় ভালো করার জন্য এক শিক্ষক তাঁকে বারবার চাপ দিতেন। নিজের পডকাস্ট 'আনকনফিউজ মি উইথ বিল গেটস'এর দ্বিতীয় পর্বে খান একাডেমির প্রতিষ্ঠাতা সালমান খানের সঙ্গে আলাপ করেন বিল গেটস। খান একাডেমি একটি অলাভজনক অনলাইন শিক্ষার প্ল্যাটফর্ম। তাঁদের আলোচনার বিষয় ছিল কীভাবে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার (এআই) মতো একটি প্রযুক্তি শিশুদের শিখতে সাহায্য করতে পারে।

বর্তমানে ৬৭ বছর বয়সী বিল গেটস বলেন, 'আগে আমি অঙ্ক করার ক্ষেত্রে খুব অলস ছিলাম। অষ্টম শ্রেণিতে এক শিক্ষক আমাকে বলেন, তুমি এত অলস কেমনে? তুমি তো চাইলে এই বিষয়ে অনেক ভালো করতে পারবে। আমি বলেছিলাম, "কিন্তু আমরা তো মজার কিছুই করছি না"।'

গেটস বলেন, সেই শিক্ষক তাঁকে পড়ার জন্য বিভিন্ন বই দিতেন। আরও ভালো করার জন্য সব সময় চাপ দিতেন।

পরবর্তী জীবনের সাফল্যের পেছনে সেই শিক্ষককের অবদানের কথা স্মরণ করে বিল গেটস বলেন, 'তিনি খালি ভাবতেন, আমি সময় নষ্ট করছি। তাঁর এ চিন্তা আমার পড়ালেখা নিয়ে পুরো ধারণা বদলে দেয়।' গেটস মজা করে বলেন, 'আমার মনে হতো, তুমি যত কম চেষ্টা করবে তত বেশি মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারবে!'

১৯৭৫ সালে গেটস হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আচমকা পড়াশোনা ছেড়ে দেন। বন্ধু পল অ্যালেনের সঙ্গে প্রতিষ্ঠা করেন মাইক্রোসফট।

এর আগে এক সাক্ষাৎকারে বিল গেটস বলছিলেন, তাঁর বিশ্ববিদ্যালয়ে অভিজ্ঞতা দারুণ ছিল। তবে, কম্পিউটারের বিপ্লবে নিজের কোনো ভূমিকা না থাকা নিয়ে অস্বস্তিতে ভুগতেন।

বিল গেটস শিক্ষার সেরাটা পাওয়ার জন্য শিক্ষার্থীদের কলেজের চার বছর একেবারে পড়াশোনার পেছনে লেগে থাকার পরামর্শ দিয়েছেন।

মাইক্রোসফটের শুরুর সময়টাতে গেটস কঠোর পরিশ্রম করেছিলেন। সম্প্রতি তিনি বলেছেন, ৩০৪০ বছর বয়সে কে কত কম ঘুমাতে পারে এ নিয়ে সহকর্মীদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতেন তিনি। বেশি ঘুমানো 'আলস্য' এবং এটি 'অপ্রয়োজনীয়'ড়এমন দৃষ্টিভঙ্গিই ছিল তাঁর।

বিল গেটস তাঁর পডকাস্টের আগের পর্বে বলেছেন, সবকিছু নিয়ে ছুটি নিয়ে এখন তিনি নিজের ভালো থাকার ওপর বেশি গুরুত্ব দিচ্ছেন। মস্তিষ্কের সুস্থতার জন্য দৈনিক ঘুমের হিসাব রাখছেন।

যুক্তরাষ্ট্র থেকে বাংলাদেশের রেমিট্যান্স প্রায় ৫০ শতাংশ কমেছে

১০ পৃষ্ঠার পর

অর্থবছরে দেশটি থেকে রেমিট্যান্স আসে ৩৪৬ কোটি ১৬ লাখ ডলার। ২০২১-২২ অর্থবছরেও ৩৪৩ কোটি ৮৪ লাখ ডলার প্রবাসী আয় আসে দেশটি থেকে। আর গত অর্থবছরে যুক্তরাষ্ট্র থেকে দেশে রেমিট্যান্স এসেছে ৩৫২ কোটি ২০ লাখ ডলার। এর মধ্যে অর্থবছরের প্রথম মাস জুলাইয়ে ৩৬ কোটি ৩৩ লাখ ডলার রেমিট্যান্স আসে, যা দেশের প্রধান শ্রমবাজার সৌদি আরব থেকেও প্রায় দেড় কোটি ডলার বেশি। আর গত ডিসেম্বরে যুক্তরাষ্ট্র থেকে রেকর্ড ৪২ কোটি ৮২ লাখ ডলার রেমিট্যান্স এসেছিল। ডিসেম্বরের পর থেকেই দেশটি থেকে রেমিট্যান্স প্রবাহ কমতে শুরু করে। সর্বশেষ আগস্টে যা নেমে এসেছে মাত্র ১৭ কোটি ২ লাখ ডলারে।

মার্কিন সরকারের পক্ষ থেকে কোনো দেশের ব্যাপারে পদক্ষেপ নেয়া হলে সেটির প্রভাব ওই দেশের সব প্রতিষ্ঠানের ওপরই পড়ে বলে জানালেন যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশের সাবেক রাষ্ট্রদূত এম হুমায়ুন কবির। বণিক বার্তাকে তিনি বলেন, 'বাংলাদেশের ব্যাপারে মার্কিন সরকার একের পর এক সিদ্ধান্ত নিচ্ছে। স্বাভাবিকভাবেই এসব সিদ্ধান্তের প্রভাবে দেশটির সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো বাংলাদেশ ও বাংলাদেশীদের বিষয়ে সতর্ক থাকবে। এখন ব্যাংক ও মানি এক্সচেঞ্জ প্রতিষ্ঠানগুলো যদি বাংলাদেশে রেমিট্যান্স পাঠানোর ক্ষেত্রে সতর্কতামূলক পদক্ষেপ নেয়, সেটিও আশ্চর্যের বিষয় হবে না।'

এম হুমায়ুন কবির বলেন, 'সাধারণ বাংলাদেশীরা খুব অল্প পরিমাণ অর্থ দেশে পাঠান। এ ধরনের অর্থ পাঠানোর ক্ষেত্রে কোনো সমস্যা হওয়ার কথা নয়। তবে যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যন্তরেও বড় অংকের অর্থ লেনদেন করতে গেলে সেটির বিষয়ে ব্যাখ্যা দিতে হয়। এখন পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে যদি আরো কঠোরতা আরোপ করা হয়, সেটি ভিন্ন কথা। প্রশ্নের মুখে পড়তে হবে, এমন শঙ্কা থেকেও বাংলাদেশীরা দেশে রেমিট্যান্স পাঠানো থেকে বিরত থাকতে পারেন।'

যুক্তরাষ্ট্রের সেনসাস ব্যুরোর (ইউএসসিবি) সর্বশেষ প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, ২০২১ সালের শেষে সেখানে বসবাসরত বাংলাদেশীর সংখ্যা ছিল প্রায় ২ লাখ ৬৪ হাজার। এর মধ্যে কর্মসংস্থান হয়েছে ১ লাখ ৫২ হাজারের কিছু বেশির। দেশটিতে বসবাসরত বাংলাদেশীদের খানাপিছু গড় বার্ষিক আয় ৬৮ হাজার ডলারের কিছু কম। অন্যদিকে ইউএস ব্যুরো অব লেবার স্ট্যাটিস্টিকসের (ইউএসবিএলএস) হিসাব অনুযায়ী, দেশটিতে ২০২১ সালে খানাপিছু গড় ব্যয় ছিল প্রায় ৬৭ হাজার ডলার। সে অনুযায়ী, যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত বাংলাদেশী খানাগুলোর উপার্জনকারীরা বছরজুড়ে আয় করেছেন দেশটির গড় খানাপিছু ব্যয়ের চেয়ে সামান্য বেশি। এ হিসাব আমলে নিলে বাংলাদেশী পরিবারগুলোর উদ্বৃত্ত বা সঞ্চয়ও খুব বেশি হওয়ার কথা না। যদিও যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী এ বাংলাদেশীরাই এখন দেশের রেমিট্যান্সের বড় উৎস।

বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, গত ২০২২-২৩ অর্থবছরে যুক্তরাষ্ট্র থেকে বাংলাদেশে রেমিট্যান্স আসে ৩৫২ কোটি ২০ লাখ ডলার। সে অনুযায়ী, যুক্তরাষ্ট্র থেকে প্রত্যেক বাংলাদেশী প্রতি মাসে গড়ে প্রায় ২ হাজার ডলার রেমিট্যান্স দেশে পাঠিয়েছেন। যদিও সেখানে বসবাসরত বাংলাদেশীদের বক্তব্য হলো প্রতি মাসে জীবনযাপনের ব্যয় বহন করে দেশে ২ হাজার ডলার পাঠানো বেশির ভাগ প্রবাসীর পক্ষেই প্রায় অসম্ভব। -হাছান আদনান, বণিকবার্তা-র সৌজন্যে

ইসরায়েলের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক করার পথে সৌদি আরব

১২ পৃষ্ঠার পর

তীরের ওপর তাদের আরও নিয়ন্ত্রণ দিলেই দুপক্ষের মাঝে কোনো ধরনের চুক্তির বিষয়ে সম্মতি দেবেন তারা। তবে এ ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে উগ্র ডানপন্থি বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর জোট সরকারের শরিকরা।

শুধু ফিলিস্তিন নয়, ইসরায়েলের সঙ্গে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করতে শর্তজুড়ে দিয়েছে সৌদি আরবও। ফিলিস্তিনের স্বার্থ দেখার পাশাপাশি নিজেদের স্বার্থের দিকেও বেশ ভালো নজর রেখেছে মধ্যপ্রাচ্যের অন্যতম এই পরাশক্তি। তারা বলছে, ইসরায়েলকে স্বীকৃতি দেবে। এই স্বীকৃতি দানের বদলে তাদের মার্কিন সব সর্বাধুনিক অস্ত্র, বেসামরিক পারমাণবিক চুক্তি ও ইউরেনিয়াম মজুত করতে দিতে হবে।

অনেক জটিল সমীকরণ থাকায় শিগগিরই এ বিষয়ে কোনো ঘোষণা আসবে না। বিষয়টিকে বাস্তবে রূপ দিতে বেশ ভালো সময় লাগবে বলেই মনে করে বিবিসি। মার্কিন জাতীয় নিরাপত্তা পরামর্শক জ্যাক সুলিভানও এ বিষয়ে এখনই বড় ধরনের কোনো ঘোষণার বিষয়টি নাকচ করে দিয়েছেন।

ফিলিস্তিন ছাড়াও ইসরায়েলের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক করার বিষয়ে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে সৌদি নাগরিকরা। কেনা ঐতিহাসিকভাবে তারা ফিলিস্তিনিদের সমর্থন দিয়ে আসছেন এবং তাদের প্রতি বেশ সংবেদনশীল। ফলে এ বিষয়ে কোনো ঘোষণা দেওয়ার আগে নিজ দেশের মানুষকে আশ্বস্ত করতে হবে সৌদির ক্রাউন্স প্রিন্স মোহাম্মদ বিন সালমানকে।

২০২৪ সালেল প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের আগে ইসরায়েল-সৌদির সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করতে পারলে, তা বড় কূটনৈতিক বিজয়ই হবে জো বাইডেনের জন্য। তবে এ ক্ষেত্রে তিনিও নিজের ঘরের বাধার মুখে পড়তে পারেন। মার্কিন অনেক আইনপ্রণেতা সৌদি আরবকে অস্ত্র দেওয়ার বিপক্ষে। এ ছাড়া বর্তমানে ইসরায়েলের উগ্র ডানপন্থি সরকারের নিয়ে অনেক মার্কিন আইনপ্রণেতাদের আপত্তিও রয়েছে। ফলে সব পক্ষকে এক করে একটি চুক্তি করতে বেশ কাঠখড় পোড়াতে হবে বাইডেন প্রশাসনকে।

তবে জো বাইডেনের জন্য এ ক্ষেত্রে পথের দিশা দিতে পারে তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ট ট্রাম্পের আমলে স্বাক্ষরিত আব্রাহাম চুক্তি। ২০২০ সালে যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যস্থতায় আব্রাহাম চুক্তির আওতায় চার আরব দেশ সংযুক্ত আরব আমিরাত, বাহরাইন, সুদান ও মরক্কোর সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক করে ইসরায়েল। এ চুক্তির তিন বছরের মাথায় সোমবার (৪ সেপ্টেম্বর) বাহরাইনে আনুষ্ঠানিকভাবে দূতাবাস খুলেছে ইসরায়েল।

তৈরি পোশাক রপ্তানির নামে বাংলাদেশ থেকে থেকে অর্থ পাচারের আসল চিত্র কী?

১০ পৃষ্ঠার পর

পেয়েছেন।

এই ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করে দুর্নীতি বিরোধী আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল একটি বিবৃতিতে আরও গভীর ও বিস্তৃত তদন্ত সাপেক্ষে অনুকম্পা বা ভয়ের ঊর্ধ্বে থেকে জড়িতদের দৃষ্টান্তমূলক জবাবদিহি নিশ্চিতের আহ্বান জানিয়েছে।

এর আগেও বাংলাদেশের বেসরকারি সংস্থাগুলোর একাধিক গবেষণায় দেখা গেছে, আমদানি-রপ্তানির সময় পণ্যের দাম বাড়িয়ে বা কমিয়ে দেখানোর মাধ্যমে অর্থ পাচার করা হয়ে থাকে।

তবে নমুনা পণ্যের নামে অর্থ পাচারের ঘটনা এর আগে শোনা যায়নি।

অর্থ পাচারের ঘটনাকে 'টিপ অব দ্যা আইসবার্গ' বা মূল ঘটনার ছোট একটি অংশ বলে বর্ণনা করা হচ্ছে। কিন্তু অর্থ পাচারের পুরো চিত্রটি কতো বড়?

যেভাবে শনাক্ত হলো রপ্তানির নামে অর্থ পাচার

এই বছরের শুরুর দিকে রপ্তানির পর্যায়ে থাকা কয়েকটি পণ্যের চালান আটক করা হয়েছিল কাস্টমস হাউজে। তখন দেখা গেছে, টন টন পণ্য, ভালো কোয়ালিটির টিশার্ট, জ্যাকেট, প্যান্ট- এগুলো বাইরে গেলেও তার বিপরীতে কোন মূল্য দেশে আসছে না। কারণ বিক্রি করার সময় তারা এটাকে নমুনা বলছে।

সাধারণত তৈরি পোশাক শিল্পে ক্রেতাদের কাছে পণ্যের নমুনা পাঠানো হয়, যাতে তারা ওই পণ্যটি সম্পর্কে ধারণা পেতে পারে। এ ধরনের নমুনার পরিমাণ বেশি হওয়ার কথা নয়। কিন্তু কাস্টমস কর্মকর্তারা দেখতে পান, নমুনা বলে টনকে টন পণ্য জাহাজীকরণ করা হচ্ছে, যেখানে কোন মূল্য নেই। তখন তাদের সন্দেহ হয়। এরপর তারা যাচাই-বাছাই করতে শুরু করেন। সেই ঘটনা ধরে শুল্ক ও গোয়েন্দা কর্মকর্তারা তদন্ত শুরু করেন।

কর্মকর্তারা বলছেন, যেসব প্রতিষ্ঠানকে তদন্ত করে এখন শনাক্ত করা হয়েছে, সেগুলো আসলে খুবই ছোট একটি অংশ। কিন্তু আসলে এইরকম অসংখ্য প্রতিষ্ঠান রয়েছে। তাদের রপ্তানি করা পণ্য আর দেশে আসা টাকার হিসাব পর্যালোচনা করলেই এটি বেরিয়ে আসবে।

শুল্ক গোয়েন্দারা তদন্ত করে তিন ধরনের অপরাধের প্রবণতা দেখতে পেয়েছেন।

যেমন নমুনা পাঠানোর নামে পণ্য পাঠানো হয়েছে, অন্য প্রতিষ্ঠানের নামে রপ্তানির অনুমতিপত্র জালিয়াতি করে পণ্য পাঠানো হয়েছে, আর যে মূল্যের পণ্য পাঠানো হয়েছে, তার চেয়ে কম মূল্য দেখানো হয়েছে। বেশিরভাগ প্রতিষ্ঠান শেষের পদ্ধতি ব্যবহার করেছে।

এজন্য জড়িত রপ্তানিকারক, যারা শুল্কায়নের সাথে জড়িত ছিলেন, সবার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করবে শুল্ক ও গোয়েন্দা অধিদপ্তর। এতে অর্থ পাচারের মামলা করা হবে।

ড. ইউনূস প্রসঙ্গে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর কাছে বিশ্বের ৪০ জন নেতার খোলা চিঠি

৮ পৃষ্ঠার পর

হয়েছে, 'মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, আমরা বাংলাদেশের বন্ধু হিসেবে আপনাকে লিখছি, যারা আপনার দেশের জনগণের সাহস ও উদ্ভাবনী দক্ষতার প্রশংসা করে। আমাদের মধ্যে সরকারি কর্মচারী, ব্যবসায়ী, সুশীল সমাজের নেতা ও সমাজসেবক আছেন। বিশ্বের কোটি কোটি মানুষের মতো আমরাও বাংলাদেশে উদ্ভাবিত ও সারা বিশ্বে গৃহীত উদ্ভাবনগুলো দ্বারা অনুপ্রাণিত। আপনার দেশের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা থেকেই আমরা আপনাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নাগরিকদের একজন, শান্তিতে নোবেল পুরস্কারজয়ী ড. মুহাম্মদ ইউনূসের মহান অবদানকে সমর্থন ও স্বীকৃতি দিতে ইতিবাচক পদক্ষেপ নিতে আপনাকে অনুরোধ জানিয়ে চিঠি লিখছি।

'ড. ইউনূসের ভালো থাকা, বাংলাদেশসহ সারা বিশ্বে মানবিক উন্নয়নে তিনি যে অবদান রেখে চলছেন, তা অব্যাহত রাখতে পারবেন কি না, সে বিষয়ে আমাদের গভীর উদ্বেগ রয়েছে। আমরা নিশ্চিত, আপনি জানেন যে বাংলাদেশে মুহাম্মদ ইউনূসের অবদান, বিশেষ করে অতিদরিদ্র ও সবচেয়ে বিপদাপন্ন মানুষের জন্য তাঁর অবদান বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত ও সম্মানিত। 'উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, অধ্যাপক ইউনূস ইতিহাসের সাত ব্যক্তির মধ্যে একজন, যিনি নোবেল শান্তি পুরস্কার, যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেনশিয়াল মেডেল অব ফ্রিডম ও কংগ্রেসনাল গোল্ড মেডেল পেয়েছেন। এই সাতজনের মধ্যে নেলসন ম্যান্ডেলা, মার্টিন লুথার কিং জুনিয়র, মাদার তেরেসা ও এলি উইজেলের মতো ব্যক্তিরা আছেন.........

চিঠিতে আরও লেখা আছে 'মুহাম্মদ ইউনূস গ্রামীণ টেলিকম বা গ্রামীণফোন থেকে আর্থিকভাবে লাভবান হননি বরং তিনি যেসব সংগঠন গড়ে তুলেছেন, সেগুলোর মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন কার্যক্রমে নিজেকে নিয়োজিত করেছেন। তিনি ঢাকায় সাদামাটাভাবে বসবাস করছেন। মুহাম্মদ ইউনূসের মতো একজন অনবদ্য পরিশুদ্ধ মানুষ ও তার কার্যক্রমগুলো আপনার সরকারের অন্যায় আক্রমণের শিকার হচ্ছে। বারবার হয়রানি ও তদন্তের মধ্যে পড়ছে। এমনটা দেখতে পাওয়া বেদনাদায়ক। আমরা বিশ্বাস করি, সরকারের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা হলো, এমন একটি পরিবেশ তৈরি করা, যেখানে চিরায়ত ও সামাজিক উদ্যোক্তারা প্রস্ফুটিত হতে পারেন। আমরা আশা করি, টেকসই অগ্রগতি নিশ্চিতে কীভাবে একটি প্রাণবন্ত নাগরিক সমাজকে লালন করা যেতে পারে, সে বিষয়ে অন্য উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য একটি মডেল হিসেবে বাংলাদেশ তার ভূমিকায় ফিরে আসবে। এ ক্ষেত্রে প্রথম একটি ভালো উদ্যোগ হওয়া উচিত, অধ্যাপক ইউনূসের অবদানকে স্বীকৃতি দেওয়া। তাকে নিজ নিরাপত্তায় ব্যস্ত রাখার পরিবর্তে দেশ ও বিশ্বের জন্য আরও ভালো কিছু করতে তাঁর শক্তিকে কাজে লাগানোর সুযোগ করে দেওয়া। আমরা ও বিশ্বের কোটি মানুষ আশা করি, আপনি আমাদের এই দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করবেন -দৈনিক প্রথম আলো

ই-ভার্সন পেতে আপনার ইমেইল এড্রেস পাঠিয়ে দিন

parichoyny@gmail.com

৫০ বছরের ব্যবসায়ী জীবনে বাংলাদেশী বংশোদ্ভুত 'বিলিনিওয়ার' আজিজ খানের সম্পদের উল্লম্ফন ঘটেছে গত এক দশকে

৮ পৃষ্ঠার পর

এ ব্যবসার হাত ধরেই গত এক দশকে সম্পদে বড় উল্লম্ফনের দেখা পেয়েছেন সামিট গ্রুপের চেয়ারম্যান।

মার্কিন সাময়িকী ফোর্বসের গত বুধবার প্রকাশিত সিঙ্গাপুরের শীর্ষ ৫০ ধনীর তালিকায় গত বছরের চেয়ে একধাপ এগিয়েছেন আজিজ খান। স্বীকৃতি পেয়েছেন সিঙ্গাপুরের ৪১তম ধনী ব্যক্তির। ফোর্বসের হিসাব অনুযায়ী, মুহাম্মদ আজিজ খানের মোট সম্পদ রয়েছে ১১২ কোটি ডলারের।

ফোর্বসের ২০২২ সালের সিঙ্গাপুরের শীর্ষ ধনীর তালিকায় আজিজ খানের অবস্থান ছিল ৪২ নম্বরে। সে সময় তার সম্পদের পরিমাণ দেখানো হয় ১০০ কোটি মার্কিন ডলার। সে হিসাবে চলতি বছর সিঙ্গাপুরের ধনীদের তালিকায় এক ধাপ এগোনোর পাশাপাশি তার সম্পদ বেড়েছে ১২ কোটি ডলার।

সিঙ্গাপুরের ধনীদের তালিকায় আজিজ খানের অবস্থান ৪১তম হলেও ফোর্বসের করা বৈশ্বিক বিলিয়নেয়ারদের তালিকায় তার স্থান দেখানো হয়েছে ২ হাজার ৫৪০তম। ২০২১ সালেও আজিজ খানের সম্পদের পরিমাণ ছিল ৯৯ কোটি ডলারের। পরের বছরই তা ১০০ কোটি ডলারে উন্নীত হয়।

২০১৮ সালে তার সম্পদের পরিমাণ ছিল ৯১ কোটি ডলারের। ২০১৯ সালে এটি কমে ৮৫ কোটি ডলারে দাঁড়ায়। তবে ২০২০ সালে সম্পদ বেড়ে ৯৫ কোটি ৫০ লাখ ডলার হয়। দেখা যাচ্ছে চার বছর ধরেই ফোর্বসের হিসাবে তার সম্পদ বাড়ছে। ২০১৮ সালে প্রথমবারের মতো আজিজ খান সিঙ্গাপুরের শীর্ষ ৫০ ধনীর তালিকায় স্থান পেয়েছিলেন। সে বছর তিনি ছিলেন ৩৪ নম্বরে।

ফোর্বস জানিয়েছে, ২০১৯ সালে মুহাম্মদ আজিজ খান জাপানি প্রতিষ্ঠান জেরার কাছে সামিট পাওয়ার ইন্টারন্যাশনালের ২২ শতাংশ শেয়ার ৩৩ কোটি মার্কিন ডলারে বিক্রি করেন। সেই বিক্রয়মূল্যের ওপর ভিত্তি করে তখন সামিট পাওয়ারের বাজারমূল্য নির্ধারণ করা হয়েছিল ১৫০ কোটি মার্কিন ডলার।

এক যুগেরও বেশি সময় ধরে সিঙ্গাপুরের স্থায়ী বাসিন্দা আজিজ খান। ফোর্বসের তথ্য অনুযায়ী, তার বয়স এখন ৬৮ বছর। বাংলাদেশে বিদ্যুৎ, বন্দর, ফাইবার অপটিক ও অবকাঠামো খাতের ব্যবসা আছে সামিট গ্রুপের। সিঙ্গাপুরে নিবন্ধিত সামিট পাওয়ার ইন্টারন্যাশনালের অধীনে সামিট গ্রুপের বিদ্যুৎ ব্যবসার পাশাপাশি ভাসমান স্টোরেজ ও রিগ্যাসিফিকেশন ইউনিট (এফএসআরইউ) এবং এলএনজি টার্মিনালসহ সামিট অয়েল অ্যান্ড শিপিং কোম্পানি রয়েছে। এছাড়া তালিকাভুক্ত কোম্পানি সামিট অ্যালায়েন্স পোর্টের মাধ্যমে বন্দর ব্যবসা, সামিট কমিউনিকেশনসের মাধ্যমে ফাইবার অপটিকসহ তথ্যপ্রযুক্তি খাতের ব্যবসা এবং আবাসন খাতের ব্যবসায় বিনিয়োগ রয়েছে সামিট গ্রুপের।

শীর্ষ এ ব্যবসায়ী তার স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইবিএ থেকে। সিঙ্গাপুরভিত্তিক সিএনএ ডিজিটালে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনের তথ্য অনুযায়ী, এক বন্ধুর সঙ্গে কাজ করার সুবাদে সিঙ্গাপুর ভ্রমণ করেছিলেন তিনি। বন্ধু তখন বাংলাদেশে পাইকারিভাবে প্লাস্টিক আমদানি করছিলেন। আজিজ খান নিজেও এক পর্যায়ে সার রফতানি শুরু করেন। ব্যবসা পরিচালনা করতে গিয়ে আজিজ খানকে বিভিন্ন বন্দরে অপেক্ষা করতে হতো। তার প্রধান কারণ ছিল বিদ্যুতের সংকট। বিষয়টি তাকে কয়েক দফা ভুগিয়েছে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে বিদ্যুৎ কেন্দ্র উৎপাদনের আবেদন জানান তিনি। এরপর ১৯৯৭ সালে আজিজ খানের হাতে প্রতিষ্ঠা পায় সামিট পাওয়ার।

বর্তমানে আজিজ খানের সম্পদের বড় একটি অংশে অবদান রাখছে বাংলাদেশে তালিকাভুক্ত কোম্পানি সামিট পাওয়ার লিমিটেড। কোম্পানিটির গত ২০ বছরের আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনায় দেখা যায়, ২০০৩ থেকে ২০০৮ হিসাব বছর পর্যন্ত কোম্পানিটির সম্পদ ও নিট মুনাফায় যে পরিমাণ প্রবৃদ্ধি হয়েছে সে তুলনায় এর পরের হিসাব বছরগুলোয় প্রবৃদ্ধির পরিমাণ ছিল আরো বেশি। ২০০৩ হিসাব বছরে কোম্পানিটির সম্পদ ছিল ১০০ কোটি ৮২ লাখ এবং নিট মুনাফা হয় ১১ কোটি ৫৪ লাখ টাকা। ২০০৪ হিসাব বছরে সম্পদ ছিল ৯২ কোটি ৪ লাখ এবং নিট মুনাফা ১৩ কোটি ৭৬ লাখ টাকা। ২০০৫ হিসাব বছরে সম্পদ ১৫৮ কোটি ৮২ লাখ এবং নিট মুনাফা ১৭ কোটি ৪২ লাখ, ২০০৬ হিসাব বছরে সম্পদ ২৭৮ কোটি ২৭ লাখ এবং নিট মুনাফা ১৬ কোটি ২ লাখ, ২০০৭ হিসাব বছরে সম্পদ ৪০৯ কোটি ৭৭ লাখ এবং নিট মুনাফা ২৬ কোটি ৫২ লাখ এবং ২০০৮ হিসাব বছরে সম্পদ ৬৭০ কোটি ৭১ লাখ ও নিট মুনাফা হয় ৪৬ কোটি ২ লাখ টাকা।

২০০৯ হিসাব বছরে সামিট পাওয়ারের সম্পদ ছিল ১ হাজার ১২ কোটি ১১ লাখ এবং নিট মুনাফা ৭০ কোটি ৮ লাখ টাকা, ২০১০ হিসাব বছরে সম্পদ ১ হাজার ৪৫৬ কোটি ৬৬ লাখ এবং নিট মুনাফা ১০৯ কোটি ৮ লাখ, ২০১১ হিসাব বছরে সম্পদ ২ হাজার ৩ কোটি ১৩ লাখ এবং নিট মুনাফা ৩০৭ কোটি ১৯ লাখ, ২০১২ হিসাব বছরে সম্পদ ২ হাজার ১২৩ কোটি ৬ লাখ এবং নিট মুনাফা ২৪৮ কোটি ৬৭ লাখ, ২০১৩ হিসাব বছরে সম্পদ ২ হাজার ২০৩ কোটি ৫২ লাখ এবং নিট মুনাফা ২৮২ কোটি ৯৮ লাখ এবং ২০১৪ হিসাব বছরে কোম্পানিটির সম্পদ ছিল ২ হাজার ৭০৪ কোটি ৩৭ লাখ এবং নিট মুনাফা হয় ২৮৩ কোটি ৮৮ লাখ টাকা।

২০১৫ হিসাব বছরে সামিট পাওয়ারের সম্পদ ছিল ২ হাজার ৮৫৪ কোটি ৪০ লাখ এবং নিট মুনাফা হয় ৩৭৭ কোটি ২০ লাখ টাকা, ২০১৬ হিসাব বছরে সম্পদ ৩ হাজার ৮৪৩ কোটি ৪৭ লাখ এবং নিট মুনাফা ২৩২ কোটি ১২ লাখ, ২০১৭ হিসাব বছরে সম্পদ ৪ হাজার ২৪৭ কোটি ৩৭ লাখ এবং নিট মুনাফা হয় ৪৩৩ কোটি ৬৯ লাখ, ২০১৮ হিসাব বছরে সম্পদ ৬ হাজার ৪৩৪ কোটি ৫৬ লাখ এবং নিট মুনাফা ৫২৭ কোটি ৪৪ লাখ, ২০১৯ হিসাব বছরে সম্পদ ৭ হাজার ১৩ কোটি ৬৪ লাখ এবং নিট মুনাফা ৭২৮ কোটি ২৬ লাখ, ২০২০ হিসাব বছরে সম্পদ ৬ হাজার ৯৩৩ কোটি ৮৪ লাখ এবং নিট মুনাফা ৮৪৮ কোটি ৩৮ লাখ, ২০২১ হিসাব বছরে সম্পদ ৭ হাজার ৯০৩ কোটি ৫৯ লাখ এবং নিট মুনাফা হয় ৮৪২ কোটি ৯২ লাখ টাকা। সর্বশেষ ২০২২ হিসাব বছরে কোম্পানিটির সম্পদ ১০ হাজার ৩০৯ কোটি ১০ লাখ টাকায় দাঁড়িয়েছে এবং নিট মুনাফা হয় ৬৭৩ কোটি টাকা।

সামিটের হাত ধরেই দেশে প্রথম আইপিপি স্থাপন হয় ১৯৯৭ সালে। বর্তমানে এ খাতের সবচেয়ে বড় নাম হয়ে উঠেছে সামিট। এ গ্রুপই এখন বেসরকারি বিদ্যুৎ উৎপাদনকারীদের দেয়া সরকারি পৃষ্ঠপোষকতারও প্রধান সুবিধাভোগী। ২০০১ সালে প্রথমবারের মতো সামিটের উৎপাদনে আসা তিনটি বিদ্যুৎ কেন্দ্রের মোট সক্ষমতা ছিল ৩৩ মেগাওয়াট। ২০০৬ সালে সক্ষমতা বেড়ে ৭৫ মেগাওয়াটে দাঁড়ায়। ২০০৭ ও ২০০৮ সালে কোম্পানিটির বিদ্যুৎ উৎপাদন সক্ষমতা ছিল ১০৫ মেগাওয়াট। ২০০৯ সালে সক্ষমতা দ্বিগুণেরও বেশি বেড়ে ২১৫ মেগাওয়াটে দাঁড়ায়। বর্তমানে তালিকাভুক্ত কোম্পানিটির বিদ্যুৎ উৎপাদন সক্ষমতা ৯৭৬ মেগাওয়াট। তালিকাভুক্ত কোম্পানিটি ছাড়াও সামিট গ্রুপের অধীনে আরো বিদ্যুৎ কেন্দ্র রয়েছে। সামিট পাওয়ার লিমিটেডের হোল্ডিং কোম্পানি সিঙ্গাপুরে নিবন্ধিত সামিট পাওয়ার ইন্টারন্যাশনালের অধীনে চালু ও নির্মাণাধীন বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলোর মোট সক্ষমতা ২ হাজার ২৫৫ মেগাওয়াট। এছাড়া সামিট পাওয়ার লিমিটেডের সহযোগী কোম্পানি খুলনা পাওয়ার কোম্পানি লিমিটেডের (কেপিসিএল) মাধ্যমে আরো ২৭৭ মেগাওয়াট সক্ষমতা যোগ হয়েছে সামিটের পোর্টফোলিওতে।

সামিট পাওয়ার লিমিটেডের পরিচালক ও বাংলাদেশ ইনডিপেনডেন্ট পাওয়ার প্রডিউসারস অ্যাসোসিয়েশনের (বিআইপিপিএ) প্রেসিডেন্ট ফয়সাল করিম খান বণিক বার্তাকে বলেন, 'আমরা বাংলাদেশে ২ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করেছি। দেশের বিদ্যুৎ খাতের উন্নয়নে অবদান রাখতে পেরে আমরা গর্বিত। যেসব সম্পদের ভিত্তিতে ফোর্বসের ভ্যালুয়েশন করা হয়েছে সেগুলোর সবই বাংলাদেশে। ৬০০ মেগাওয়াট সক্ষমতার সামিট মেঘনাঘাট-২ পাওয়ার কোম্পানি লিমিটেডে আমাদের বিনিয়োগের কারণে ফোর্বসের ভ্যালুয়েশনে সম্পদ বেড়েছে।'

বিদ্যুতের পাশাপাশি জ্বালানি খাতের ব্যবসায়ও সামিটের অংশগ্রহণ বাড়ছে। কক্সবাজারের মহেশখালীতে দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম ভাসমান স্টোরেজ ও রিগ্যাসিফিকেশন ইউনিট (এফএসআরইউ) ও এলএনজি টার্মিনাল রয়েছে সামিটের। এর এলএনজি স্টোরেজ সক্ষমতা ১ লাখ ৩৮ হাজার ঘনমিটার এবং রিগ্যাসিফিকেশন সক্ষমতা দৈনিক ৫০ কোটি ঘনফুট। মহেশখালীতে আরো একটি এফএসআরইউ ও এলএনজি টার্মিনাল নির্মাণের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

বিদ্যুৎ ও জ্বালানির পাশাপাশি প্রতিষ্ঠানটির ব্যবসা সম্প্রসারিত হয়েছে আইটি, বন্দর ও রিয়েল এস্টেট খাতেও। আঞ্চলিক ফাইবার অপটিক কেবলের মাধ্যমে বাংলাদেশ ও ভারতকে যুক্ত করেছে সামিট গ্রুপের প্রতিষ্ঠান সামিট কমিউনিকেশনস লিমিটেড। এছাড়া বাংলাদেশ ও সিঙ্গাপুরের মধ্যে সাবমেরিন কেবল স্থাপনের বিষয়টিও এখন প্রক্রিয়াধীন। কোম্পানিটির সাবসিডিয়ারি সামিট টাওয়ার্স লিমিটেডের মাধ্যমে দেশের টেলিকম খাতের টাওয়ার শেয়ারিং ব্যবসায়ও নাম লিখিয়েছে সামিট গ্রুপ। সামিট অ্যালায়েন্স পোর্ট লিমিটেডের (এসএপিএল) মাধ্যমে বন্দর ব্যবসায় যুক্ত হয়েছে সামিট গ্রুপ। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটি হয়ে উঠেছে দেশের সবচেয়ে বড় অফ-ডক (অভ্যন্তরীণ কনটেইনার টার্মিনাল) ফ্যাসিলিটিগুলোর অন্যতম। তালিকাভুক্ত কোম্পানিটি দেশের রফতানি পণ্যের কনটেইনারের ২০ শতাংশ এবং আমদানি পণ্যের কনটেইনারের ৭ দশমিক ৬২ শতাংশ হ্যান্ডলিং করে। সর্বশেষ ২০২২ হিসাব বছর শেষে কোম্পানিটির মোট সম্পদ দাঁড়িয়েছে ১ হাজার ২২৬ কোটি ৬৬ লাখ এবং নিট মুনাফা হয়েছে ২৮ কোটি ২১ লাখ টাকা। মুন্সিগঞ্জে এসএপিএলের গড়ে তোলা মুক্তারপুর টার্মিনাল দেশে বেসরকারি খাতের প্রথম অভ্যন্তরীণ নৌ টার্মিনাল ফ্যাসিলিটি। কোম্পানিটির একটি সাবসিডিয়ারি সামিট অ্যালায়েন্স পোর্ট ইস্ট গেটওয়ে (আই) প্রাইভেট লিমিটেডের মাধ্যমে ভারতের কলকাতা বন্দরের জেটি পরিচালনার সঙ্গে যুক্ত রয়েছে। এছাড়া কোম্পানিটির সিঙ্গাপুরভিত্তিক সাবসিডিয়ারি সামিট অ্যালায়েন্স পোর্ট পিটিই লিমিটেড আন্তর্জাতিক শিপিং কোম্পানি ও ফ্রেইট ফরওয়ার্ডিং কোম্পানিগুলোর সঙ্গে লিয়াজোঁ করে। চট্টগ্রাম, মুক্তারপুর ও কলকাতার বন্দর ব্যবসার প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম সংগ্রহ করে এ সাবসিডিয়ারি। ভারতের পাটনায়ও একটি বন্দর উন্নয়নের কাজ পেয়েছে সামিট, যা *বাকি অংশ ৩৫ পৃষ্ঠায়*

বাংলাদেশের ব্যাংক খাতে লুটপাট নীতি

৮ পৃষ্ঠার পর

উদাহরণ ইসলামী ব্যাংক। পরিস্থিতি সামলাতে তাই ইসলামী ব্যাংকের শাখাগুলোর ঋণ অনুমোদনের ক্ষমতা কেড়ে নেয়া হয়েছে। মন্দার মধ্যেই গত বছর ইসলামী ব্যাংকে সবচেয়ে বড় ঋণ কেলেঙ্কারির ঘটনা ঘটে। এস আলম গ্রুপ একাই ওই ব্যাংক থেকে নিয়মের তোয়াক্কা না করে ৩০ হাজার কোটি টাকা ঋণ নেয়। এস আলম গ্রুপের কর্ণধারেরাই আবার ব্যাংকটি পরিচালনার সঙ্গে যুক্ত। ব্যাংকটিকে এখন বাংলাদেশ ব্যাংক টাকা ধার দিয়ে সচল রাখাছে। ইসলামি ধারার আরো কিছু ব্যাংক এখন সংকটে রয়েছে। ইসলমি ব্যাংকসহ শরিয়া ভিত্তিক ছয়টি ব্যাংক এখন বাংলাদেশ ব্যাংককে জরিমানা দিচ্ছে প্রতিদিন। নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা বাংলাদেশ ব্যাংকে জমা রাখতে না পারায় তাদের এই জরিমানা গুণতে হচ্ছে। ইসলামী ব্যাংক ছাড়া অন্য পাঁচটি ব্যাংক হলো: সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংক, ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক, গ্লোবাল ইসলামী ব্যাংক, ইউনিয়ন ও আইসিবি ইসলামিক ব্যাংক। এর মধ্যে আইসিবি ইসলামিক ব্যাংক ছাড়া বাকিগুলো এস আলম গ্রুপের মালিকানাধীন। এসব ব্যাংক গত বছরের ডিসেম্বর থেকে তারল্য ঘাটতিতে রয়েছে।

ব্যাংকের টাকা দেশের বাইরে চলে যাচ্ছে অবৈধ উপায়ে। অর্থনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র এই ব্যাংকগুলো দুর্বল হওয়ায় অর্থনীতির বিভিন্ন খাতে এর প্রভাব পড়ছে। বিনিয়োগ বাড়ছে না। ফলে কর্মসংস্থান বাড়ছে না। যমুনা ব্যাংকের সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) মো. নুরুল আমিন বলেন,''ব্যাংককে হতে হবে ব্যবসায়ী বান্ধব। তারা যদি ব্যবসায়, শিল্পে সহায়তা করে তাহলে এই খাত শক্তিশালী হবে। অর্থনীতি লাভবান হবে। রাজনৈতিক বিবেচনায় তারা কাজ করে বা করতে বাধ্য হয়। ফলে ব্যাংকের খেলাপি ঋণ বাড়ছে। ব্যাংকগুলো দুর্বল হচ্ছে। যারা খেলাপি ঋণের নামে ব্যাংকের টাকা লুটে নিচ্ছে, দেশের বাইরে পাচার করছে। তাদের আমরা শাস্তির আওতায় আসতে দেখিনি।'' ''আর এখন আত্মীয়-স্বজনেরা মিলে ব্যাংক চালায়। তারা নিজেরা ইচ্ছেমত ব্যাংক থেকে ঋণ নেয়। আবার অন্যদের ঋণ পেতে সহায়তা করে তাদের ব্যাংক থেকে ঋণ নেয়। এটা এখন ঋণ লেনদেনের ব্যবস্থায় পরিণত হয়েছে। আর যেটা অনেক ক্ষেত্রেই লুটপাট,'' বলেন এই ব্যাংকার। তার কথা,''বাংলাদেশ ব্যাংক কিছুটা মনিটরিং করে। কিন্তু রাষ্ট্রায়ত্ব সব ব্যাংকে তারা মনিটরিং করতে পারে না। আবার প্রাইভেট ব্যাংকগুলোর ব্যাপারে তাদের রাজনৈতিক ক্ষমতা ও প্রভাবের কারণে কিছু করতে পারে না। এখানে মূল বিষয়টি হলো রাজনৈতিক সদিচ্ছার অভাব।''

বাংলাদেশে এখন মোট ৬১টি তফসিলি ব্যাংক রয়েছে। এর মধ্যে ৪৩টি বাণিজ্যিক ব্যাংক ও ছয়টি রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাংক। এছাড়া বিশেষায়িত, তফসিলের বাইরের ও বিদেশি ব্যাংক আছে। নতুন আরো পাঁচটি ব্যাংককে অনুমোদন দেয়া হয়েছে। জিজিটাল ব্যাংকের লাইসেন্স দেয়ারও কাজ শুরু হয়েছে। সিরডাপের পরিচালক এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. হেলালউদ্দিন মনে করেন, ''সুশাসনের অভাবে চালু ব্যাংকগুলোর দুরাবস্থা। এটা অর্থনীতির যে খারাপ অবস্থা তারই প্রতিফলন। সাধারণ মানুষের আমানত ঝুঁকির মুখে আছে। তাই যে ব্যাংকগুলো আছে সেখানে আগে সুশাসন প্রতিষ্ঠা জরুরি। নতুন ব্যাংকের অনুমতি দিয়ে নতুন প্রবলেম ব্যাংক সৃষ্টির কোনো মানে হয় না।''

ব্যাংকগুলোর এই পরিস্থিতির কারণে মানুষ ব্যাংকে টাকা রাখা কমিয়ে দিয়েছে। সাধারণভাবে দেশে মোট অর্থের ১০-১২ শতাংশ মানুষের হাতে নগদ থাকার কথা। এই অর্থ দিয়ে তারা দৈনন্দিন চাহিদা ও বিভিন্ন কেনাকাটা করেন। কিন্তু বাংলাদেশ ব্যাংকের হিসাবে এখন মানুষের হাতে নগদ অর্থ ১৬ শতাংশ। বাংলাদেশ ব্যাংকের সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, অতীতের সব রেকর্ড ভেঙে গত জুন শেষে মানুষের হাতে টাকার পরিমাণ দাঁড়িয়েছে তিন লাখ ১০ হাজার ১৫৬ কোটি টাকা। সাধারণভাবে দুই লাখ ৫৫ হাজার থেকে দুই লাখ ৮০ হাজার কোটি টাকা মানুষের হাতে নগদ থাকে। এর আগে কয়েকটি ব্যাংকের জালিয়াতির তথ্য সামনে আসার পরও গত ডিসেম্বরে মানুষের হাতে ছিল সর্বোচ্চ দুই লাখ ৯৫ হাজার কোটি টাকা।

আর ব্যাংকিং খাতে এখন অতিরিক্ত তারল্য আছে তিন হাজার ৯০৯ কোটি টাকা। এক বছর আগে অতিরিক্ত তারল্য ছিলো দুই লাখ তিন হাজার ৪৩৫ কোটি টাকা।

মো. নুরুল আমিন বলেন, ''রাজনৈতিকভাবে ভাবলে মানুষের মধ্যে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। অর্থনৈতিকভাবে ভাবলে ব্যাংকে টাকা রাখা কেউ কেউ অর্থনৈতিকভাবে লাভের মনে করছেন না। ব্যাংকের সাথে কাস্টোমারের সম্পর্ক হলো আস্থার। সে তার ইচ্ছে মতো টাকা জমা দিতে পারবে, ইচ্ছে মত তুলতে পারবে। কাউন্টারে যদি জিজ্ঞেস করা হয় আপনি টাকা তুলছেন কেন তাহলেই সমস্যা।''

তার কথা,''ব্যাংকখাত যত কম নেগেটিভ নিউজ তৈরি করবে তত তার ওপর মানুষের আস্থা থাকবে। এখন ঋণ খেলাপি, অর্থ পাচারসহ নানা ধরনের খবর ব্যাংকের ওপর আস্থাহীনতা তৈরি করে। এগুলো ঠিক করতে না পারলে ব্যাংকগুলোকে আস্থার জায়গায় নেয়া কঠিন।'' ড. হেলালউদ্দিন বলেন, ''কীভাবে সম্ভব যে বাংলাদেশে একজন ব্যক্তি সিংহভাগ ব্যাংকের মালিক হয়ে গেল। এর ফলে তার ওপর এই খাতটি এককভাবে নির্ভরশীল হয়ে পড়ল। তিনি চাইলে অনেক কিছু ব্যাংক খাতে প্রভাবিত করতে পারেন। তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়াও কঠিন। কারণ ব্যবস্থা নিলে যদি আরও অস্থিরতা তৈরি হয়।'' তার কথা,''ব্যাংক খাতে এই যে লুটপাট এর ভাগ ক্ষমতার সঙ্গে যুক্ত আরও অনেকে পাচ্ছেন। ফলে এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না দিয়ে উল্টো সুযোগ করে দেয়া হচ্ছে। এই অবস্থা না হলে ব্যাংকে ১০০ টাকা রেখে আমি কমপক্ষে ১৫ টাকা মুনাফা পেতাম। এখন পাই ছয়-সাত টাকা। কারণ তারা আমাকে কম মুনাফা দিয়ে লুটপাটের ক্ষতি পুষিয়ে নিচ্ছে।''-হারুন উর রশীদ স্বপন, জার্মান বেতার ডয়চে ভেলে, ঢাকা

র‍্যাবের জবাবদিহিতা ও সংস্কারে মনোযোগী যুক্তরাষ্ট্র

৯ পৃষ্ঠার পর

অ্যান্ড ক্রস-সার্ভিসিং অ্যাগ্রিমেন্ট (আকসা) ও প্রতিরক্ষা চুক্তির অংশ হিসেবে জেনারেল সিকিউরিটি অব মিলিটারি ইনফরমেশন অ্যাগ্রিমেন্ট (জিসোমিয়া) নিয়ে আলোচনা হয়েছে কিনা জানতে চাওয়া হয়েছিল পররাষ্ট্র সচিবের কাছে। জবাবে মাসুদ বিন মোমেন বলেন, 'সরাসরি আকসা জিসোমি নিয়ে কোনো আলাপ হয়নি। সেটা একটা প্রতিরক্ষা সংলাপের ইস্যু, সেটা সেখানেরই প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল। তবে আমরা বলেছি, আমাদের বিভিন্ন দেশের সঙ্গে সিমিলার চুক্তি নিয়ে কাজ হচ্ছে। আপনারা জানেন, জাপানের সঙ্গে আমরা স্ট্র্যাটেজিক পার্টনারশিপে উন্নীত করেছি। জাপানও আমাদেরকে কনসিডার করেছে, ওডিএর আলোকে যে সিকিউরিটি অ্যাসিস্ট্যান্স সেটাতে আমাদের তারা ক্যান্ডিডেট কান্ট্রি করেছে। সুতরাং আমরা বিভিন্ন দেশের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করছি। আগামীতে হয়তো তাদের (যুক্তরাষ্ট্র) ব্যাপারেও, সামনে আমাদের আলোচনাও আছে তাদের সঙ্গে। সুতরাং এভাবে আলোচনায় এসেছে।'

র‍্যাবের ওপর নিষেধাজ্ঞার বিষয়ে কোনো আলোচনা হয়েছে কিনাড়এমন প্রশ্নের উত্তরে পররাষ্ট্র সচিব বলেন, 'র‍্যাবের (নিষেধাজ্ঞা) প্রত্যাহার নিয়ে আলোচনা হয়েছে। আমরা যেটা বলেছি, মানবাধিকার লঙ্ঘনসংক্রান্ত অভিযোগ এবং যে প্রতিবেদন আসে প্রতিটাকে আমরা সিরিয়াসলি নেই। আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সঙ্গে আলোচনা করে সেগুলোর উত্তর বহির্বিশ্বে ছড়িয়ে দিই। আমাদের দেশে আমরাও দায়মুক্তির কোনো সুযোগ রাখি না। প্রত্যেকটা আর্মড ফোর্সেস যেগুলো আছে র‍্যাব, পুলিশড়তাদের প্রত্যেকেরই এসওপি আছে, একটা গুলি খরচ করলে সেটারও একটা জবাবদিহিতা আছে, সুতরাং আমরা সেগুলো সবসময় করি।'

কোনো দুর্ঘটনা বা যেকোনো ধরনের অভিযোগে সবসময় সরকার সম্পৃক্ত থাকে তা না জানিয়ে মাসুদ বিন মোমেন বলেন, 'কিছুদিন আগে দেখেছি, গাজীপুরে একজন শ্রমিক নেতা মারা গেছেন। সেখানে সরকারের করার কিছু ছিল না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমাদেরকেই জবাবদিহিতা করার একটা ব্যাপার থাকে। আমরা সেটা বলেছি, অনেক সময় লোকাল, ১৭ কোটি মানুষের দেশ, সেখানে এক এক জায়গায় এক এক ধরনের ঘটনা ঘটতে পারে। আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী যদি সরাসরি সম্পৃক্ত হওয়ার কোনো খবর পাই, তাৎক্ষণিক তাদের এসওপি অনুযায়ী ব্যবস্থা নেয়া হয়। নারায়ণগঞ্জের সাত খুনের ঘটনায় মৃত্যুদণ্ডের সাজা হওয়ার মতো ঘটনা এখানে আছে। সুতরাং আমরা র‍্যাবের ব্যাপারে অবশ্যই বলেছি, ওদের যে সিস্টেম আছে ওফ্যাকের (ওএফএসি) সেখানে আমাদের যে এক্সপ্লানেশন বা রিটেন সাবমিশন, সেটা দেয়া হয়েছে। এখন ওটা ওদের প্রসেসের মধ্যে আছে। প্রসেসের মধ্য দিয়েই যেতে হবে।'

ব্যাখ্যায় তারা সন্তুষ্ট কিনা, তারা কী বলেছে এবং আইনি লড়াইয়ে যাচ্ছে কিনাড় এসব প্রশ্নের জবাবে জ্যেষ্ঠ এ সচিব বলেন, 'আইনি লড়াই বা ওদের যে অফিশিয়াল সিস্টেম সেগুলো করতেই হবে। আমরা অফিশিয়ালি বলেছি, আমরা সজাগ আছি এবং আমাদের এখানে দায়মুক্তির কোনো সুযোগ নেই।' পাশে থাকা পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের উত্তর আমেরিকা উইংয়ের মহাপরিচালক খন্দকার মাসুদুল আলম তখন বলেন, 'অ্যাকাউন্টেবিলিটি এবং রিফর্ম এ দুটির ব্যাপারে তারা মনোযোগ দিচ্ছে।' এরপর পররাষ্ট্র সচিব বলেন, 'আমরা ডিউ প্রসেসটা ফলো করছি কিনা ওটাই তারা গুরুত্ব দিয়েছে।'

র‍্যাবের জবাবদিহিতা ও সংস্কার প্রসঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের পরামর্শ নিয়ে প্রশ্ন করা হলে পররাষ্ট্র সচিব বলেন, 'র‍্যাব নিয়ে অত বিস্তারিত আলোচনা হয়নি। আমরা চেয়েছি, আমাদের বিভিন্ন বাহিনীর যে ক্যাপাসিটি বিল্ডিংয়ে যে সহযোগিতা সেটা যেন অব্যাহত থাকে। র‍্যাবের ওপর আপাতত তাদের রেস্ট্রিকশন আছে। আমাদের পুলিশ বাহিনী আছে, নির্বাচন কমিশন আছে, আমাদের বিজিবি, কোস্টগার্ড আছে, এদের সবার সঙ্গে সহযোগিতা আছে। আমাদের আর্মি টু আর্মি বিভিন্ন রকম জয়েন্ট এক্সারসাইজ, সেগুলো অব্যাহত থাকবে। আগামীতে আরো জোরদার করা হবে।'

নির্বাচন, মানবাধিকার নিয়ে কোনো আলোচনা হয়েছে কিনা এমন প্রশ্নের জবাবে পররাষ্ট্র সচিব বলেন, 'মানবাধিকার নিয়ে আলোচনা হয়েছে। সামগ্রিক নিরাপত্তার মধ্যে যদি আমরা মানুষের নিরাপত্তাকে সম্পৃক্ত করি তাহলে তো মানবাধিকার এসেই যায়। সে ব্যাপারে আমাদের যে অবলিগেশন আছে সেগুলো আমরা যে ফুলফিল করছি আন্তর্জাতিকভাবে বা আমাদের জাতীয়ভাবে সেটা আমরা পুনর্ব্যক্ত করেছি। নির্বাচনের ব্যাপারে জানতে চেয়েছে বা আগ্রহ প্রকাশ করেছে। আমরা বলেছি, আমরা অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনে বদ্ধপরিকর। প্রধানমন্ত্রীও বলেছেন, বিদেশীদের কাছেও বলেছেন। ইলেকশন কমিশন বাকি কাজগুলো এখন করছে। ক'দিন আগে প্রশিক্ষণের একটা কর্মসূচি ছিল, ক্যাপাসিটি বিল্ডিংয়েও তাদের (যুক্তরাষ্ট্র) যদি কোনো সাহায্য লাগে, সেটা তারা করতে রাজি আছে বা করতে চেয়েছে। যে ধরনের প্রস্তুতি হওয়া দরকার সেগুলোই হচ্ছে। এখন রাজনৈতিক দল কে কী ভাবছে সেটা আমরা বলতে পারব না।'

রোহিঙ্গা ইস্যু নিয়ে পররাষ্ট্র সচিব বলেন, 'এ বিষয়ে আমাদের সর্বশেষ অবস্থান আমরা তুলে ধরেছি, আমরা এটার সমাধান চাই। একদিকে যেমন মানবিক কর্মসূচিগুলো অব্যাহত রাখা উচিত, অন্যদিকে আমাদের এখানে যে বিশাল জনগোষ্ঠী ১১ লাখের বেশি, তাদেরকে কীভাবে ফিরিয়ে নেয়া যায়, সে বিষয়ে আমাদের অবস্থান তুলে ধরেছি। তাদের কিছু অবজারভেশন আছে, রাখাইনে এখন নিরাপত্তা পরিস্থিতি কেমন, টেকসই জীবন-জীবিকার কি ব্যবস্থা আছে, সেগুলোর ব্যাপারে তাদের কিছু অবজারভেশন থাকতে পারে।'

যুক্তরাষ্ট্রের তিন হাজার রোহিঙ্গা নেয়ার বিষয়ে জানতে চাইলে মাসুদ বিন মোমেন বলেন, 'আমরা কাজ করছি। আশা রাখছি অক্টোবর বা এ বছরের মধ্যে যাবে।'

ইন্দো-প্যাসিফিক আউটলুক নিয়ে প্রশ্নের জবাবে পররাষ্ট্র সচিব মাসুদ বিন মোমেন বলেন, 'তারা আমাদের ইন্দোপ্যাসিফিক আউটলুক আমলে নিয়েছি এবং সেখানে অনেক মিল আছে। আমাদের যে প্রত্যাশাগুলো আছে, আমাদের এ ইন্দোপ্যাসিফিক অঞ্চলে ফ্রি নেভিগেশন হয়, এখানে ইকোনমিক যে সমস্ত পোটেনশিয়াল আছে সেগুলো যাতে পুরোপুরি ইউটিলাইজ করা হয়, সেগুলোর ব্যাপারে তারাও একমত। তারাও চায় না, কোনো একটা পার্টিকুলার দেশ এখানে আধিপত্য বিস্তার করুক বা এখানে ফ্রি নেভিগেশনে কোনো বাধা হয়ে দাঁড়াক।'

রাশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রীর বাংলাদেশ সফর নিয়ে জানতে চাইলে পররাষ্ট্র সচিব বলেন, 'রাশিয়ার সঙ্গে আমাদের অনেক দিনের সম্পর্ক। উনি পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় আলোচনায় বসবেন। প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কল অন করবেন। সাম্প্রতিক যে আন্তর্জাতিক বিশ্বের যেসব কঠিন পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে বিশেষ করে ইউক্রেন সংকটের পর থেকে, সেগুলো নিয়ে আলোচনা হবে। সার এবং জ্বালানি নিরাপত্তা, স্যাংশন, আমাদের যে সমস্যা আছে সেগুলো আমরা তুলে ধরব। রাশিয়াকে আমরা নিশ্চয়ই অনুরোধ করতে পারি যেন দ্রুত শান্তিপূর্ণ সমাধান বের করা যায়।'

বাংলাদেশে কার্যকর হয়েছে ডলারের এক দাম, যেভাবে এই পদ্ধতি কাজ করবে

১০ পৃষ্ঠার পর

এখন আমদানিকারকদের কাছে ১১০ টাকায় ডলার বিক্রি করবে। আগে আমদানি দায় মেটাতে ব্যাংকগুলো আমদানিকারকদের কাছে প্রতি ডলার ১০৯ টাকা ৫০ পয়সায় বিক্রি করত।

দায়িত্ব কার: বাংলাদেশ ফরেন এক্সচেঞ্জ ডিলার্স অ্যাসোসিয়েশন (বাফেদা) এবং অ্যাসোসিয়েশন অব ব্যাংকার্স, বাংলাদেশ (এবিবি) ডলারের জোগান ও চাহিদার ওপর নির্ভর করে সময়ে সময়ে এই মুদ্রার দাম নির্ধারণ করে আসছিল। এই দুটি সমিতি মূলত বাণিজ্যিক ব্যাংকসংশ্লিষ্ট সংগঠন। কিন্তু এখন যেহেতু ডলার বেচাকেনার ক্ষেত্রে এক দর থাকবে, তাই প্রশ্ন হলো এই দাম নির্ধারিত হবে কীভাবে, আর তদারকইবা করবে কে।

বেশ অনেক দিন ধরেই বাফেদা ও এবিবি ডলারের দাম নির্ধারণ করে আসছে এবং তারাই এ কাজ আগামীতে করবে। তবে ব্যাংকগুলো প্রতিদিন কী দামে ডলার কেনাবেচা করছে, তাদেরকে তা কেন্দ্রীয় ব্যাংককে জানাতে হয়। আবার কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কর্মকর্তারা মাঠপর্যায় থেকেও ডলারের দামের বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করে থাকেন। এর ফলে ডলারের দামের তদারকি করার একটি ব্যবস্থা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের আছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট বিভাগের এক কর্মকর্তা প্রথম আলোকে বলেন, বাজারে ডলারের দামের তদারকি নিয়মিত করা হয়। তবে তদারকির পরিপ্রেক্ষিতে সব সময় ব্যবস্থা নেওয়া হয় না। গভর্নর অনুমোদন দিলেই কেবল ব্যবস্থা নেওয়া হয়। ব্যাংকগুলোকে বুঝিয়ে নিয়মের মধ্যে লেনদেন করার জন্য নিয়মিত পরামর্শ দেওয়া হয়। এর ফলে এক দাম কতটা কার্যকর হবে, তা সময়ই বলে দেবে।

একটি বেসরকারি ব্যাংকের ট্রেজারি বিভাগের কর্মকর্তা প্রথম আলোকে বলেন, ডলারের প্রাপ্যতা সাপেক্ষে দাম নির্ধারণ করা হয়। অনেক সময় নথিপত্রে আনুষ্ঠানিক একটি দাম লেখা হয়, কিন্তু বাস্তবে নিতে হয় আরও বেশি। কারণ, ডলার কেনায় খরচ বেশি পড়ে যায়। তাঁর মতে, বিদেশি মুদ্রার সংকট পুরোপুরি কাটাতে হলে ডলারের দাম নির্ধারণের এই ব্যবস্থা তুলে দিতে হবে। না হলে কিছুদিন পরপর দাম বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিতে হবে এবং এটা কখনো বন্ধ করা যাবে না।

গত জানুয়ারি মাসের শেষে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল বাংলাদেশের জন্য ৪৭০ কোটি ডলারের একটি ঋণ মঞ্জুর করে। ওই ঋণের অন্যতম শর্ত ছিল ডলারের এক দর কার্যকর করতে হবে। অর্থাৎ ব্যাংক একটি দামেই ডলার কিনবে, আর যে উদ্দেশ্যেই বিক্রি করা হোক না কেন, এ ক্ষেত্রে একটিই দাম রাখা হবে। আগে প্রবাসী আয় ও রপ্তানি থেকে পাওয়া ডলার কেনার ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন দাম ছিল।

নীরবে দমন করা হচ্ছে গণতন্ত্রকে, বাংলাদেশে লাখ লাখ মানুষ বিচারাধীন বলেছে নিউইয়র্ক টাইমস

৫ পৃষ্ঠার পর

পরিবর্তে তাদের ব্যস্ত থাকতে হয় আইনজীবীদের চেম্বারে, আদালতের কাঠগড়ায়। সম্প্রতি কোনো এক সকালে , বিএনপির এক নেতা সাইফুল আলম নীরবকে হাতকড়া পরিহিত অবস্থায় ১০ তলা ম্যাজিস্ট্রেট ভবনে হাজির করা হয়। সাইফুল আলম নীরব ৩১৭ থেকে ৩৯৪টির মতো মামলার আসামী। তিনি ও তার আইনজীবীরাও জানেন না মামলা কয়টি।

সাম্প্রতিক বছরগুলো বাংলাদেশ পরিচিত তার অর্থনৈতিক সাফল্যের গল্পে। শক্তিশালী রপ্তানিমুখী পোশাক শিল্প, যার মাধ্যমে ডলার প্রবাহ অব্যাহত, নারীদের ক্ষমতায়ন ও লাখ লাখ বেকারের কর্মসংস্থান সম্ভব হয়েছে। এক সময় এ দেশটিকে আমেরিকানরা বলতো তলাবিহীন ঝুড়ি, দুর্ভিক্ষ ও রোগশোকের দেশ, দৃশ্যতঃ কয়েক যুগের অভ্যুত্থান পাল্টা অভ্যুত্থান ও হত্যাকাণ্ড থেকে বেরিয়ে এসেছে।

কিন্তু প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার রাজনৈতিক সমন্বয় সাধনের প্রচারণা, যার লক্ষ্য বিরোধী নেতৃবৃন্দ, বিশ্লেষক ও এ্যাক্টিভিস্টদের মতে দক্ষিণ এশিয়ার প্রজাতন্ত্রকে একটি একদলীয়রাষ্ট্রে পরিণত করা।

গত ১৪ বছরেরও বেশি সময়ের শাসনকালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশটির সেনাবাহিনী, পুলিশ- সব রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান দখল এং অনুগতদের দিয়ে ক্রমবর্ধমানভাবে বিচার বিভাগ নিয়ন্ত্রণ করছেন।

তিনি এসব প্রতিষ্ঠানে ভিন্নমতের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়েছেন। তার টার্গেটের মধ্যে আছে শিল্পী, সাংবাদিক ও এ্যাক্টিভিস্ট এবং এমনকি নোবেলবিজয়ী ড. ইউনূস। তিনি তার রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে প্রতিহিংসামূলক প্রচারণা চালিয়েছেন।

আগামী ডিসেম্বর বা জানুয়ারিতে অনুষ্ঠিতব্য নির্বাচনের আগে দেশ আরেকটি উত্তেজনাকর পরিস্থিতির মুখে।

বিরোধী দলগুলো এই নির্বাচনকে দেখছে শেষ লড়াই হিসাবে।

শেখ হাসিনার ঘনিষ্ঠরা বলছে, তারা 'বিএনপিকে জিততে দেবে না'। একজন বলেছেন, তারা ক্ষমতায় আসলে আমাদের হত্যা কববে।

সম্প্রতি শেখ হাসিনার কার্যালয়ে এক সাক্ষাতকারে বিচারবিভাগকে ব্যবহার করে বিরোধী দলকে হয়রানির বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি একজন সহযোগীকে দিয়ে একটি ছবির এ্যালবাম আনিয়ে দেখালেন; যাতে ছিল ভয়াবহ চিত্র: অগ্নিসংযোগ, বোমাসহ অন্যান্য হামলায় অঙ্গহারা অনেকের ছবি।

আদালতের মামলাগুলো সম্পর্কে 'এটা রাজনৈতিক নয়, এটা রাজনৈতিক নয়', বিএনপির বর্বরতার চাক্ষুস প্রমাণ দেখিয়ে শেখ হাসিনা বলেন, 'এগুলো তাদের অপরাধের জন্যে।' বিএনপি নেতারা বলছেন, ২০০৯ সালে শেখ হাসিনা ক্ষমতায় আসার পর থেকে তাদের ৮০০ জন সদস্য নিহত হয়েছে আরও ৪০০ জনের বেশি নিখোঁজ হয়েছে। শেখ হাসিনা এক সাক্ষাতকারে বলেছেন, বিএনপি যখন ক্ষমতায় ছিলো তার দলের সদস্যদের বিরুদ্ধে একই আচরণ করা হয়েছে। হাজার হাজার নেতাকর্মী হত্যা ও কারাবাসের শিকার হয়েছে।

শেখ হাসিনা বলেন, 'তারাই এটা শুরু করেছে।'

শেখ হাসিনা বিরোধীদের বিরুদ্ধে হামলা জোরদার করেছেন যেহেতু সাম্প্রতিক কয়েক বছরের মধ্যে বর্তমানে তিনি রাজনৈতিকভাবে সবচেয়ে দুর্বল অবস্থায় রয়েছেন।

বিশ্বব্যাপি অতিমারী পরিস্থিতিতে চাহিদার হ্রাসের পরবর্তীতে বাংলাদেশের রপ্তানিমুখী পোশাক শিল্প কেবলমাত্র ঘুরে দাঁড়াতে শুরু করেছে, এমতাবস্থায় ইউক্রেনে রাশিয়ার আগ্রাসনে খাদ্য ও জ্বালানি তেলের মূল্যবৃদ্ধির কারণে এসব আমদানি করতে ডলার সংকটে পড়ে গেছে দেশটি।

শেখ হাসিনা বলেছেন, 'এটা আমাদের অর্থনীতিতে প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করেছে।'

শেখ হাসিনা নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন অনুষ্ঠানের দাবি নাকচ করার পর বিরোধী দল খাদ্যমূল্য বৃদ্ধি ও বিদ্যুত সংকটকে সুযোগ হিসাবে নিয়ে ব্যবহার করে কারচুপির নির্বাচন আতঙ্কে রাজপথে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছে।

জুনে ঢাকায় অনুষ্ঠিত এক বিশাল সমাবেশে বিএনপি নেতার অবাধ নির্বাচন ও রাজনৈতিক নেতাদের মুক্তি দাবি করেছে।

পুলিশ পিছু হটে বিরোধী দলকে মিছিল সমাবেশের অনুমতি দিয়েছে এবং ক্ষমতাসীন দল পাল্টা সমাবেশ করেছে- যেখানে নেতারা স্বীকার করেছেন যে ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের গণতন্ত্র পর্যবেক্ষণ করছে। মার্কিন সরকার শেখ হাসিনা সরকারের সিনিয়র নিরাপত্তা কর্মকর্তাদের উপর স্যাংশন দিয়েছে এবং ভিসা নিষেধাজ্ঞা আরোপের হুমকি দিয়েছে। বেশ কয়েকটি মার্কিন ও ইউরোপীয় প্রতিনিধি দল সাম্প্রতিক মাসগুলোতে বাংলাদেশ সফর করে গেছেন।

বিএনপির সমাবেশের পরবর্তী কয়েক সপ্তাহ পর বিচলিত শেখ হাসিনা শক্তি প্রয়োগের পথে ফিরে আসলেন। যখন বিরোধী দলের সদস্যরা আরেক বড় সমাবেশের অনুষ্ঠানের চেষ্টা করে তখন পুলিশ লাঠিচার্জ ও কাঁদুনে গ্যাস ব্যবহার করে এবং ৫০০ জনের বিরুদ্ধে নতুন মামলা দেয়।

এ দমন অভিযান প্রমাণ করেছে যে, এমনি কি পশ্চিমাদের সতর্কবার্তাও এশিয়ার দুই জায়ান্ট চীন ও ভারতের সুসম্পর্ক বজায় রাখা নেত্রীর উপর সামান্যই প্রভাব ফেলেছে।

খাদ্যপণ্যের বৈশ্বিক মূল্যসূচক দুই বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন বলেছে জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা

৫ পৃষ্ঠার পর

এসেছে। এফএও বলছে, ভারতের রপ্তানি বিধিনিষেধের পর চালের দাম ১৫ বছরের সর্বোচ্চ হওয়া সত্ত্বেও সামগ্রিক সূচকে দুগ্ধজাত পণ্য, উদ্ভিজ্জ তেল, মাংস ও খাদ্যশস্যের দাম কমে গেছে।

বৈশ্বিক এই সংস্থা বলেছে, সিরিয়াল সূচক গত জুলাইয়ের তুলনায় শূন্য দশমিক ৭ শতাংশ কমেছে। কারণ, উত্তর গোলার্ধে গমের দাম কমেছে। যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রাজিলে শস্যের ব্যাপক উৎপাদনের কারণে গত টানা সাত মাসে ভুট্টার দাম প্রায় তিন বছরের মধ্যে সর্বনিম্নে নেমে এসেছে।

এফএও আরও বলেছে, বৈশ্বিক চালের মূল্যের সূচক মাসওয়ারি প্রায় ১০ শতাংশ বেড়েছে। কারণ, জুলাই মাসে ভারত ইন্ডিকা সাদা চালের রপ্তানি নিষিদ্ধ করে। এতে নতুন ফসল ওঠার আগে চালের বাণিজ্য ব্যাহত হওয়ায় এই দাম বেড়ে যায়। এল নিনো আবহাওয়া পরিস্থিতিতে বিশ্বজুড়ে চিনি সরবরাহ হুমকির মুখে পড়েছে বলে মনে করে এফএও। এ কারণে চিনির সূচক আগস্টে ১ দশমিক ৩ শতাংশ বেড়েছে, যা চলতি বছরের আগের তুলনায় ৩৪ শতাংশ বেশি। এতে অন্যান্য পণ্যের দাম কমলেও এটির বেড়েছে। এ নিয়ে টানা পাঁচ মাসের মতো দাম বাড়ল। গত মাসে চিনির মূল্যসূচক বেড়েছে ৫ দশমিক ৫ শতাংশ।

আগস্টে উদ্ভিজ্জ তেলের দাম ৩ দশমিক ১ শতাংশ কমেছে। আর দুগ্ধজাত পণ্যের দাম কমেছে ৪ শতাংশ।

খাদ্যশস্যের সরবরাহ ও চাহিদা সম্পর্কিত একটি পৃথক প্রতিবেদনে এফএও চলতি বছর বিশ্ব শস্য উৎপাদনের পূর্বাভাস দিয়েছে ২ দশমিক ৮১৫ বিলিয়ন টন, যা আগের ধারণা করা ২ দশমিক ৮১৯ বিলিয়ন টনের থেকে সামান্য কম।- রয়টার্স

যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশের পোশাক রপ্তানি কমেছে ২০%, কেমন করেছে অন্য দেশগুলো

৫ পৃষ্ঠার পর

ভারত। দেশটির রপ্তানি কমেছে ২১ শতাংশ। গত বছরের একই সময়ে তারা রপ্তানি করেছিল ৩৬৯ কোটি ডলারের পোশাক। এই বাজারে ভারত এখন চতুর্থ শীর্ষ পোশাক রপ্তানিকারক।

ভারতের পরের অবস্থানে থাকা ইন্দোনেশিয়ার রপ্তানি কমেছে ২৭ শতাংশ। দেশটি এ বছরের প্রথম সাত মাসে যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে ২৪৭ কোটি ডলারের তৈরি পোশাক রপ্তানি করেছে।

বাংলাদেশের উদ্যোক্তারা বেশ কয়েক মাস ধরেই বলছেন, উচ্চ মূল্যস্ফীতির কারণে যুক্তরাষ্ট্রের সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতা কমে গেছে। সে কারণে তাঁরা নিত্যপণ্য ছাড়া অন্যান্য পণ্যের কেনাকাটা কমিয়ে দিয়েছেন। এতে পোশাকের ক্রয়াদেশও কমে গেছে। যদিও গত দুই মাস ধরে তৈরি পোশাকের ক্রয়াদেশ বাড়তে শুরু করেছেড়এমন ইঙ্গিতই দিচ্ছেন দেশের রপ্তানিকারকেরা।

২০২২ সালের ফেব্রুয়ারির শেষ দিকে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ শুরু হওয়ার মাস পাঁচেকের মাথায় জুলাইয়ে যুক্তরাষ্ট্রে মূল্যস্ফীতি বেড়ে ৯ শতাংশ অতিক্রম করে, যা দেশটিতে ৪০ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ। তবে মূল্যস্ফীতি বৃদ্ধির গতি কমেছে। গত জুলাইয়ে অবশ্য দেশটিতে মূল্যস্ফীতি কমে ৩ দশমিক ২ শতাংশে নেমে এসেছে।

তৈরি পোশাকশিল্পের মালিকদের সংগঠন বিজিএমইএর সাবেক সহসভাপতি মাহমুদ হাসান খান প্রথম আলোকে বলেন, আগামী গ্রীষ্মের পোশাকের ক্রয়াদেশ গতবারের চেয়ে কিছুটা ভালো। তার কারণ, ইউরোপ ও আমেরিকায় মূল্যস্ফীতির চাপ খানিকটা কমেছে। অন্যদিকে ব্র্যান্ডগুলোর বিক্রয়কেন্দ্রের পণ্যের মজুতও হ্রাস পেয়েছে। ফলে ইউরোপ ও আমেরিকা উভয় অঞ্চল থেকেই ক্রয়াদেশ আসছে।- সুত্রদৈনিক প্রথম আলো

ইতিহাসের সবচেয়ে ভয়াবহ ডেঙ্গু সংক্রমণ বাংলাদেশে জানালো বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা

৫ পৃষ্ঠার পর

স্বাস্থ্য সংস্থার প্রধান তেদরোস আধানোম গেব্রেয়াসুস এক অনলাইন সংবাদ সম্মেলনে এ মন্তব্য করেন।

জাতিসংঘের সংস্থাটি জানায়, এ বছরের এপ্রিলে সংক্রমণ শুরুর পর পৃথিবীর অষ্টম জনবহুল দেশ বাংলাদেশে ১ লাখ ৩৫ হাজারেরও বেশি মানুষ এই রোগে আক্রান্ত হয়েছেন এবং মোট ৬৫০ জন মারা গেছেন। শুধু আগস্ট মাসেই ৩০০ জন এই রোগে আক্রান্ত হয়ে নিহত হয়েছেন।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রধান বলেন, এই সংক্রমণ বাংলাদেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার ওপর বড় আকারের চাপ প্রয়োগ করছে। রাজধানী ঢাকায় রোগের প্রকোপ কিছুটা কমে এলেও দেশের অন্যান্য অংশে ডেঙ্গু আক্রান্তের হার বাড়ছে।

সংস্থাটি জানায়, তারা বাংলাদেশে মাঠ পর্যায়ে বিশেষজ্ঞ মোতায়েন করেছে যারা সার্বিক তত্ত্বাবধানে কর্তৃপক্ষকে সহায়তা করছেন। একইসঙ্গে গবেষণাগারের সক্ষমতা ও আক্রান্তদের সঙ্গে যোগাযোগ বাড়াতেও সহায়তা করছেন তারা।

ডেঙ্গু একটি সংক্রামক রোগ যা সাধারণত গ্রীষ্মমন্ডলীয় অঞ্চলগুলোতে দেখা দেয়। এর উপসর্গের মধ্যে আছে জ্বর, মাথা ব্যথা, বমি বমি ভাব, বমি করা, পেশীতে ব্যথা এবং সবচেয়ে ভয়াবহ পর্যায়ে আক্রান্তদের ক্ষেত্রে রক্তপাত ঘটা, যা মৃত্যুর কারণ হতে পারে।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা সতর্ক করেছে, ডেঙ্গু, চিকুনগুনিয়া, পীত রোগ ও জাইকার মতো মশাবাহিত রোগগুলো দ্রুত এবং দূর দূরান্তে ছড়িয়ে পড়ছে, যার জন্য জলবায়ু পরিবর্তন দায়ী।

ডব্লিওএইচও-এর এক বিশেষজ্ঞ জানিয়েছেন, জলবায়ু সংকট এবং আবহাওয়ার অস্বাভাবিক অবস্থা এল নিনোর কারণে বাংলাদেশ ডেঙ্গুর এমন ভয়াবহ কবলে পড়েছে। এছাড়া জলবায়ু সংকটের প্রভাব কী রকম ভয়াবহ হতে পারে বাংলাদেশে ডেঙ্গুর মহামারি সেটি দেখিয়েছে বলে জানিয়েছেন তিনি। এ বিশেষজ্ঞ হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছেন, এটি বিশ্ববাসীর জন্য একটি সতর্কবার্তা।

সংস্থাটির অ্যালার্ট অ্যান্ড রেসপন্স পরিচালক আবদি মাহামুদ সম্মেলনে বলেন, এ ধরনের সংক্রমণের ঘটনাগুলো আসন্ন জলবায়ু সংকটের অশনি সংকেত দিচ্ছে। জলবায়ু পরিবর্তন ও এ বছরের বাড়তি উষ্ণতা সৃষ্টিকারী এল নিনোর মতো কিছু আবহাওয়াগত নিয়ামক বাংলাদেশ ও দক্ষিণ আমেরিকাসহ বেশ কিছু অঞ্চলে ভয়াবহ পর্যায়ের ডেঙ্গু সংক্রমণ সৃষ্টি করেছে।

গত সপ্তাহে গুয়াতেমালায় ডেঙ্গু সংক্রমণের কারণে জরুরি স্বাস্থ্য অবস্থা ঘোষণা করা হয়েছে।

ট্রাম্প দৃশ্যপটে ফিরছেন, মিডিয়াও তা পছন্দ করছে, কেন?

৬ পৃষ্ঠার পর

ম্যাডো ও হিলারি করছিলেন।

ট্রাম্পের অভিযোগের বিষয়ে এমএসএনবিসির শ্বাসরুদ্ধকর কভারেজ চ্যানেলটির রেটিংকে যথেষ্ট বাড়িয়েছে। অর্থাৎ এখানেও সেই 'থিয়েটার'ই বিক্রি হয়েছে।

প্রাইম টাইম রেটিংয়ের ক্ষেত্রে নেটওয়ার্কটি মাঝেমধ্যে ফক্স নিউজকেও ছাড়িয়ে যাচ্ছে। সস্তা চাঞ্চল্যকর তথ্যের ওপর ভর করে রাজত্ব করা ট্যাবলয়েড মার্কা 'নাটকের' দিকে তারাও ঝুঁকছে।

ভ্যানিটি ফেয়ার পত্রিকা বলেছে: ট্রাম্পের অভিযুক্ত হওয়ার সর্বশেষ ঘটনা এমএসএনবিসির হাতে সুপার বোল এনে দিয়েছে। ওই দিন, অর্থাৎ ১৪ তারিখ রাত নয়টা থেকে পরদিন ভোর তিনটা পর্যন্ত ফক্স নিউজ ও সিএনএনের সম্মিলিতভাবে যত দর্শক ছিল, ওই সময়টুকুতে তার চেয়ে অনেক বেশি দর্শক ছিল এমএসএনবিসি নেটওয়ার্কের।

গত ২৪ আগস্ট ট্রাম্পকে আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রেপ্তার দেখানোর আগমুহূর্তে এমএসএনবিসি ম্যাডো, ক্রিস হেইস ও অন্যান্য নামজাদা ভাষ্যকারদের ঘটনার ধারাবাহিক ধারাভাষ্য দেওয়ার জন্য প্রস্তুত রেখেছিল। এই নেটওয়ার্ক ট্রাম্পের বিমানটি আটলান্টায় অবতরণ করার পর থেকে তাঁর ফুলটন কাউন্টি কারাগারে যাওয়া পর্যন্ত পুরো পথ অনুসরণ করেছিল।

এটি নিশ্চিত, এমএসএনবিসি-ই একমাত্র উদারপন্থী মার্কিন সংবাদমাধ্যম নয়, যারা সাবেক প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের 'অনন্তকালব্যাপী সোপ অপেরা' নিয়ে চমক তৈরি করে থাকে। তবে এটি এমন একটি নেটওয়ার্ক, যে কিনা এই মুহূর্তের সবচেয়ে সন্দেহজনক আর্টফর্মকে সবচেয়ে নিখুঁত করে তুলতে পারে। ট্রাম্পের একসময়কার প্রতিদ্বন্দ্বী সিএনএনের প্রবাদতুল্য প্রাইম-টাইম এই নেটওয়ার্কের সামনে ধুলায় মিশে গেছে। গত এপ্রিলে ট্রাম্পকে যখন ম্যানহাটানের একটি আদালতে অর্থ কেলেঙ্কারি সংক্রান্ত ৩৪টি অপরাধমূলক কাজের জন্য অভিযুক্ত করা হয়েছিল, তখন দ্য নিউ রিপাবলিক-এর অ্যালেক্স শেফার্ড বলেছিলেন, 'কেব্ল নিউজের সম্প্রচার সময়ের শূন্যতা ট্রাম্পের মতো আর কেউ পূরণ করতে পারে না।'

ট্রাম্পের আদালতের দরজার বর্ণনা দিতে গিয়ে সিএনএন যেভাবে অযৌক্তিক সময় ব্যয় করেছিল, সে বিষয়ে বিস্ময় প্রকাশ করে শেফার্ড মন্তব্য করেছিলেন, ট্রাম্প 'হয়তো এখন আর শীর্ষ ফর্মে নেই, কিন্তু যখন কোনো গরম ইস্যুর মরিয়া প্রয়োজন দেখা দেয়, তখন সেই শূন্যতা তিনিই পূরণ করতে পারেন।'

এটি অবশ্যই নয় যে ট্রাম্পসংশ্লিষ্ট ঘটনাবলির খবর-মূল্য নেই; কিংবা এমনও নয় যে সাবেক অথবা বর্তমান মার্কিন প্রেসিডেন্টের অপরাধমূলক তৎপরতা নিয়ে সংবাদমাধ্যমের তৎপর হওয়া ঠিক হবে না। বিশেষ করে সেই ব্যক্তি যদি আসন্ন নির্বাচনের প্রার্থী হন, তাহলে তাঁর বিষয়ে সংবাদমাধ্যমের আগ্রহ থাকারই কথা।

কিন্তু ট্রাম্পের খবর প্রচার করতে গিয়ে খবরবহির্ভূত বিষয় নিয়ে সংবাদমাধ্যমের অহেতুক, অতিরঞ্জিত ও অপ্রয়োজনীয় আলোচনা মূল খবরকে 'রিয়েলিটি শো' ধরনের বিষয় বানিয়ে ফেলে। এতে ট্রাম্পের খবর ছাড়াও যুক্তরাষ্ট্রে যে প্রচুর খারাপ খবর থাকে, তা দৃষ্টির আড়ালে চলে যায়।

অথচ দর্শক টানতে গিয়ে উদারপন্থী মার্কিন মিডিয়াগুলো ট্রাম্পের এই অপ্রয়োজনীয় খবর প্রচার করে যাচ্ছে।-বেলেন ফার্নান্দেজ আলজাজিরার কলাম লেখক। আলু জাজিরা থেকে নেওয়া, ইংরেজি থেকে সংক্ষেপিতভাবে অনূদিত

ফার্স্ট লেডি জিল করোনায় আক্রান্ত, মাস্ক পরা নিয়ে মজা করছেন বাইডেন

৭ পৃষ্ঠার পর

কর্মকর্তারা বলেছেন, ফার্স্ট লেডি করোনায় আক্রান্ত হওয়ায় বাইডেন স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলছেন। তবে এর পরদিন বুধবারও বাইডেন জাহাজঘাটের শ্রমিকদের চুক্তিসংক্রান্ত একটি অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেওয়ার সময় কালো একটি মুখোশ খুলে বাতাসে ওড়াতে থাকেন। তিনি ওই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারীদের উদ্দেশে বলেন, 'আজ আবার আমার করোনা পরীক্ষা করা হয়েছে। করোনা না থাকলেও আমাকে ১০ দিন স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে বলা হয়েছে।' মাস্কটি ইঙ্গিত করে বাইডেন বলেন, 'আমাকে এটি পরতে বলা হয়েছে।' এরপর আবার হেসে বাইডেন বলেন, 'তবে তাঁদের বলবেন না ঢোকার সময় আমি মাস্ক পরিনি, ঠিক আছে?' যুক্তরাষ্ট্রে সম্প্রতি কয়েক সপ্তাহে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত রোগীদের হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার হার বেড়েছে। ২০২২ সালে বাইডেন করোনায় আক্রান্ত হন। এই সপ্তাহে তিনি ভারতে জি২০ সম্মেলনে যোগ দেবেন। বাইডেনের মাস্ক না পরাকে ভন্ডামি বলে সমালোচনা করেছে ফক্স নিউজ। নিউইয়র্ক পোস্টের টিভি হোস্ট পিয়েরস মার্গান বলেছেন, মেডেল প্রদান অনুষ্ঠানে বাইডেনের মাস্ক না পরা অসম্মানজনক।

তবে বাইডেনের মুখপাত্র কারিনে জেন পিয়েরে তাঁর পক্ষ নিয়ে বলেছেন বুধবারও করোনা পরীক্ষায় বাইডেনের ফলাফল নেগেটিভ এসেছে।এএফপি

ট্রাম্প যদি আবার প্রেসিডেন্ট হন তাহলে যুক্তরাষ্ট্রের কী হবে?

৬ পৃষ্ঠার পর

প্রমাণ করেছেন। কিন্তু প্রশাসক হিসেবে তাঁর আবেগনির্ভর বুদ্ধিমত্তাকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতার অভাব রয়েছে। তাঁর ব্যক্তিগত হঠকারী সিদ্ধান্তের কারণে আমেরিকার মিত্রদের অবস্থানকেও দুর্বল করেছে। যেমন ২০১৮ সালে রাশিয়ার পুতিন এবং উত্তর কোরিয়ার কিম জং-উনের সঙ্গে বৈঠক করে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে মিত্রদের সম্পর্ককে ক্ষতিগ্রস্ত করেছেন। প্রেসিডেন্ট হিসেবে ট্রাম্প যে আচরণ করে গেছেন, সেটি বিবেচনায় নিলে দেখা যায়, তিনি তাঁর অবস্থান থেকে একটুও সরেননি। তিনি এখনো ২০২০ সালের নিজের পরাজয়কে স্বীকার করেন না এবং এখনো উগ্র রক্ষণশীল অনুগতদের জমায়েত করে হোয়াইট হাউসে ফেরার প্রত্যয় ব্যক্ত করছেন। ফলে যদি ট্রাম্প ফিরে আসেন, তাহলে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতি আবার অনিশ্চয়তায় পড়ে যাবে।- জোসেফ এস নাই হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানবিষয়ক লেখক।

ইংরেজি থেকে অনূদিত, স্বত্ব: প্রজেক্ট সিন্ডিকেট

নীরবে দমন করা হচ্ছে গণতন্ত্রকে, বাংলাদেশে লাখ লাখ মানুষ বিচারাধীন বলেছে নিউইয়র্ক টাইমস

৪২ পৃষ্ঠার পর

পরিবর্তে তাদের ব্যস্ত থাকতে হয় আইনজীবীদের চেম্বারে, আদালতের কাঠগড়ায়। সম্প্রতি কোনো এক সকালে , বিএনপির এক নেতা সাইফুল আলম নীরবকে হাতকড়া পরিহিত অবস্থায় ১০ তলা ম্যাজিস্ট্রেট ভবনে হাজির করা হয়। সাইফুল আলম নীরব ৩১৭ থেকে ৩৯৪টির মতো মামলার আসামী। তিনি ও তার আইনজীবীরাও জানেন না মামলা কয়টি।

সাম্প্রতিক বছরগুলো বাংলাদেশ পরিচিত তার অর্থনৈতিক সাফল্যের গল্পে। শক্তিশালী রপ্তানিমুখী পোশাক শিল্প, যার মাধ্যমে ডলার প্রবাহ অব্যাহত, নারীদের ক্ষমতায়ন ও লাখ লাখ বেকারের কর্মসংস্থান সম্ভব হয়েছে। এক সময় এ দেশটিকে আমেরিকানরা বলতো তলাবিহীন ঝুড়ি, দুর্ভিক্ষ ও রোগশোকের দেশ, দৃশ্যতঃ কয়েক যুগের অভ্যুত্থান পাল্টা অভ্যুত্থান ও হত্যাকাণ্ড থেকে বেরিয়ে এসেছে।

কিন্তু প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার রাজনৈতিক সমন্বয় সাধনের প্রচারণা, যার লক্ষ্য বিরোধী নেতৃবৃন্দ, বিশ্লেষক ও এ্যাক্টিভিস্টদের মতে দক্ষিণ এশিয়ার প্রজাতন্ত্রকে একটি একদলীয়রাষ্ট্রে পরিণত করা।

গত ১৪ বছরেরও বেশি সময়ের শাসনকালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশটির সেনাবাহিনী, পুলিশ- সব রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান দখল এং অনুগতদের দিয়ে ক্রমবর্ধমানভাবে বিচার বিভাগ নিয়ন্ত্রণ করছেন।

তিনি এসব প্রতিষ্ঠানে ভিন্নমতের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়েছেন। তার টার্গেটের মধ্যে আছে শিল্পী, সাংবাদিক ও এ্যাক্টিভিস্ট এবং এমনকি নোবেলবিজয়ী ড. ইউনূস। তিনি তার রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে প্রতিহিংসামূলক প্রচারণা চালিয়েছেন।

আগামী ডিসেম্বর বা জানুয়ারিতে অনুষ্ঠিতব্য নির্বাচনের আগে দেশ আরেকটি উত্তেজনাকর পরিস্থিতির মুখে।

বিরোধী দলগুলো এই নির্বাচনকে দেখছে শেষ লড়াই হিসাবে।

পরিবর্তে তাদের ব্যস্ত থাকতে হয় আইনজীবীদের চেম্বারে, আদালতের কাঠগড়ায়। সম্প্রতি কোনো এক সকালে , বিএনপির এক নেতা সাইফুল আলম নীরবকে হাতকড়া পরিহিত অবস্থায় ১০ তলা ম্যাজিস্ট্রেট ভবনে হাজির করা হয়। সাইফুল আলম নীরব ৩১৭ থেকে ৩৯৪টির মতো মামলার আসামী। তিনি ও তার আইনজীবীরাও জানেন না মামলা কয়টি।

সাম্প্রতিক বছরগুলো বাংলাদেশ পরিচিত তার অর্থনৈতিক সাফল্যের গল্পে। শক্তিশালী রপ্তানিমুখী পোশাক শিল্প, যার মাধ্যমে ডলার প্রবাহ অব্যাহত, নারীদের ক্ষমতায়ন ও লাখ লাখ বেকারের কর্মসংস্থান সম্ভব হয়েছে। এক সময় এ দেশটিকে আমেরিকানরা বলতো তলাবিহীন ঝুড়ি, দুর্ভিক্ষ ও রোগশোকের দেশ, দৃশ্যতঃ কয়েক যুগের অভ্যুত্থান পাল্টা অভ্যুত্থান ও হত্যাকাণ্ড থেকে বেরিয়ে এসেছে।

কিন্তু প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার রাজনৈতিক সমন্বয় সাধনের প্রচারণা, যার লক্ষ্য বিরোধী নেতৃবৃন্দ, বিশ্লেষক ও এ্যাক্টিভিস্টদের মতে দক্ষিণ এশিয়ার প্রজাতন্ত্রকে একটি একদলীয়রাষ্ট্রে পরিণত করা।

গত ১৪ বছরেরও বেশি সময়ের শাসনকালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশটির সেনাবাহিনী, পুলিশ- সব রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান দখল এং অনুগতদের দিয়ে ক্রমবর্ধমানভাবে বিচার বিভাগ নিয়ন্ত্রণ করছেন।

তিনি এসব প্রতিষ্ঠানে ভিন্নমতের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়েছেন। তার টার্গেটের মধ্যে আছে শিল্পী, সাংবাদিক ও এ্যাক্টিভিস্ট এবং এমনকি নোবেলবিজয়ী ড. ইউনূস। তিনি তার রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে প্রতিহিংসামূলক প্রচারণা চালিয়েছেন।

আগামী ডিসেম্বর বা জানুয়ারিতে অনুষ্ঠিতব্য নির্বাচনের আগে দেশ আরেকটি উত্তেজনাকর পরিস্থিতির মুখে।

বিরোধী দলগুলো এই নির্বাচনকে দেখছে শেষ লড়াই হিসাবে।

শেখ হাসিনার ঘনিষ্ঠরা বলছে, তারা 'বিএনপিকে জিততে দেবে না'। একজন বলেছেন, তারা ক্ষমতায় আসলে আমাদের হত্যা কববে।

সম্প্রতি শেখ হাসিনার কার্যালয়ে এক সাক্ষাতকারে বিচারবিভাগকে ব্যবহার করে বিরোধী দলকে হয়রানির বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি একজন সহযোগীকে দিয়ে একটি ছবির এ্যালবাম আনিয়ে দেখালেন; যাতে ছিল ভয়াবহ চিত্র: অগ্নিসংযোগ, বোমাসহ অন্যান্য হামলায় অঙ্গহারা অনেকের ছবি।

আদালতের মামলাগুলো সম্পর্কে 'এটা রাজনৈতিক নয়, এটা রাজনৈতিক নয়', বিএনপির বর্বরতার চাক্ষুস প্রমাণ দেখিয়ে শেখ হাসিনা বলেন, 'এগুলো তাদের অপরাধের জন্যে।' বিএনপি নেতারা বলছেন, ২০০৯ সালে শেখ হাসিনা ক্ষমতায় আসার পর থেকে তাদের ৮০০ জন সদস্য নিহত হয়েছে আরও ৪০০ জনের বেশি নিখোঁজ হয়েছে। শেখ হাসিনা এক সাক্ষাতকারে বলেছেন, বিএনপি যখন ক্ষমতায় ছিলো তার দলের সদস্যদের বিরুদ্ধে একই আচরণ করা হয়েছে। হাজার হাজার নেতাকর্মী হত্যা ও কারাবাসের শিকার হয়েছে।

শেখ হাসিনা বলেন, 'তারাই এটা শুরু করেছে।'

শেখ হাসিনা বিরোধীদের বিরুদ্ধে হামলা জোরদার করেছেন যেহেতু সাম্প্রতিক কয়েক বছরের মধ্যে বর্তমানে তিনি রাজনৈতিকভাবে সবচেয়ে দুর্বল অবস্থায় রয়েছেন।বিশ্বব্যাপি অতিমারী পরিস্থিতিতে চাহিদার হ্রাসের পরবর্তীতে বাংলাদেশের রপ্তানিমুখী পোশাক শিল্প কেবলমাত্র ঘুরে দাঁড়াতে শুরু করেছে, এমতাবস্থায় ইউক্রেনে রাশিয়ার আগ্রাসনে খাদ্য ও জ্বালানি তেলের মূল্যবৃদ্ধির কারণে এসব আমদানি করতে ডলার সংকটে পড়ে গেছে দেশটি।

শেখ হাসিনা বলেছেন, 'এটা আমাদের অর্থনীতিতে প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করেছে।'

শেখ হাসিনা নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন অনুষ্ঠানের দাবি নাকচ করার পর বিরোধী দল খাদ্যমূল্য বৃদ্ধি ও বিদ্যুত সংকটকে সুযোগ হিসাবে নিয়ে ব্যবহার করে কারচুপির নির্বাচন আতঙ্কে রাজপথে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছে।

জুনে ঢাকায় অনুষ্ঠিত এক বিশাল সমাবেশে বিএনপি নেতার অবাধ নির্বাচন ও রাজনৈতিক নেতাদের মুক্তি দাবি করেছে।

পুলিশ পিছু হটে বিরোধী দলকে মিছিল সমাবেশের অনুমতি দিয়েছে এবং ক্ষমতাসীন দল পাল্টা সমাবেশ করেছে- যেখানে নেতারা স্বীকার করেছেন যে ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের গণতন্ত্র পর্যবেক্ষণ করছে। মার্কিন সরকার শেখ হাসিনা সরকারের সিনিয়র নিরাপত্তা কর্মকর্তাদের উপর স্যাংশন দিয়েছে এবং ভিসা নিষেধাজ্ঞা আরোপের হুমকি দিয়েছে। বেশ কয়েকটি মার্কিন ও ইউরোপীয় প্রতিনিধি দল সাম্প্রতিক মাসগুলোতে বাংলাদেশ সফর করে গেছেন।

বিএনপির সমাবেশের পরবর্তী কয়েক সপ্তাহ পর বিচলিত শেখ হাসিনা শক্তি প্রয়োগের পথে ফিরে আসলেন। যখন বিরোধী দলের সদস্যরা আরেক বড় সমাবেশের অনুষ্ঠানের চেষ্টা করে তখন পুলিশ লাঠিচার্জ ও কাঁদুনে গ্যাস ব্যবহার করে এবং ৫০০ জনের বিরুদ্ধে নতুন মামলা দেয়।

LOVE TO CARE HOME CARE INC

[কর্ণফুলী ট্যাক্স সার্ভিসের আরেকটি বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান]

সততা এবং
বিশ্বস্ততাই
আমাদের
বৈশিষ্ট

WE CARE
YOUR FAMILY
LIKE OURS

NYS
Department of
Health CDPAP

মেডিকেইড অনুমোদিত
CDPAP -এর আওতায়
আপনার পছন্দসই
প্রিয়জনকে
সর্বোচ্চ স্বাস্থ্যসেবা
প্রদানের মাধ্যমে
অর্থ উপার্জন করুন

Mohammed Hasem, MBA
President and CEO

Main Office
167-18 Hillside Avenue, 2nd Fl
Jamaica, NY, 11432

Jackson Heights Branch
37-20 74th Street, 2nd Fl
Jackson Heights, NY, 11372

Buffalo Branch
1114 Walden Avenue
Buffalo, NY, 14211

347-621-6640
Fax: 347-338-6799
hasem@lovetocarehhc.com
info@lovetocarehhc.com

www.lovetocarehc.com

‘প্রবাসে প্রাণের বাংলাদেশ’ চেতনার দৃপ্ত প্রত্যয়ে কানাডা’র মন্ট্রিয়ল-এ অনুষ্ঠিত হয়েছে অত্যন্ত সফল ৩৭ তম ফোবানা সম্মেলন

৫২ পৃষ্ঠার পর

বাংলাদেশ এসোসিয়েশান অফ মন্ট্রিয়ল এর সভাপতি ও হোস্ট কমিটির সদস্য সচিব হাফিজুর রহমান, হোস্ট কমিটির সদস্য সচিব (এডমিন) অভিজিত দে, হোস্ট কমিটির যুগ্ম সদস্য সচিব শাকিল আহমেদ পিয়াস, কনভেনশন চেয়ারম্যান শামীমুল হাসান, হোস্ট কমিটির ভাইস চেয়ারম্যান আমান উল্লাহ আমান ও চীফ কো অর্ডিনেটর আনোয়ার হোসেন, ফোবানার সাবেক দুই চেয়ারম্যান বেদারুল ইসলাম বাবলা ও জাকারিয়া চৌধুরী, ফোবানা ষ্টিয়ারিং কমিটির যুগ্ম সদস্য সচিব নিউ জার্সির শতদল এর কবির কিরণ প্রমুখ।

এবারের সম্মেলনে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের ওপর বিশেষ সেমিনার ও প্রদর্শনী আয়োজন ও মুক্তেযাদ্ধাদের সম্মাননা প্রদান মুগ্ধ করেছে অংশগ্রহণকারীদের। সম্মেলনের ২য় দিনে নিউ ইয়র্ক এর বাংলিদেশ লীগ অফ আমেরিকার অনবদ্য গীতি আলেখ্যে তুলে ধরা হয় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবনাদর্শ, দেশপ্রেম ও আত্মত্যাগের ইতিহাস।

পাশাপাশি অনুষ্ঠিত সেমিনারে স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে প্রবাসীরা কী রূপ ভূমিকা রাখতে পারেন সে বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়।

তিন দিনব্যাপী এ সম্মেলনে নিউইয়র্ক, মিশিগান, নিউজার্সি, ক্যালিফনিয়া, ফ্লোরিডা, জর্জিয়া, শিকাগোসহ নর্থ আমেরিকার অন্তত ২০টি স্টেট থেকে নেতৃবৃন্দ যোগদান করেন।সম্মেলনের ২য় দিনে সঙ্গীত পরিবেশন করেন জনপ্রিয় বাংলা লোকসংগীত শিল্পী মমতাজ ও সাম্প্রতিক কালে তুমুল জনপ্রিয় বালাম।

সম্মেলনের শেষদিন হাজারো প্রবাসীকে আপ্লুত করে সঙ্গিত পরিবেশন করেন বাংলা গানের জীবন্ত কিংবদন্তি শিল্পী সাবিনা ইয়াসমীন ও গায়ক, গীতিকার, সুরকার এবং সঙ্গীতপরিচালক তপন চৌধুরীর মতো গুণি জনেরা। নিউইয়র্ক প্রবাসী সঙ্গীত শিল্পী ও পরিচালক মোজো সম্মেলনের শেষ প্রহরে নাচে-গানে মাতোয়ারা করে রেখেছিলেন উপস্থিত দর্শক-স্রোতা-অতিথিদের।

এবারেরর ৩৭তম সম্মেলনের মধ্য দিয়ে ‘ফোবানার নিবেদিত প্রাণ সংগঠক রানী কবির’ স্মরণে নগদ এক হাজার ডলারের স্কলারশিপ প্রদান শুরু করা হয় এবং এবার পদক অর্জন করেন নতুন প্রজন্মের মেধাবি শিক্ষার্থী ও শিল্পী মুন হাই। পাশাপাশি কৃতি ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে নগদ অর্থের পুরস্কারসহ সার্টিফিকেটও প্রদান করা হয়।

এবারেরর সম্মেলন প্রসঙ্গে ফোবানার নির্বাহী কমিটির চেয়ারপারসন আতিকুর রহমান বলেন, ‘এ সম্মেলনটি উত্তর আমেরিকায় বসবাসরত বাংলাদেশিদের মিলন মেলা। বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধ, সংস্কৃতি, কৃষ্টি ও ভাষাকে উত্তর আমেরিকায় বসবাসরত বাঙালিদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে প্রচার ও প্রসার করাই ছিলো এবারের ফোবানার মূল উদ্দেশ্য।’ উত্তর আমেরিকায় বসবাসকারী বাংলাদেশিদের মধ্যে সাংস্কৃতিক ও ব্যবসায়িক সেতুবন্ধন তৈরি এবং নতুন প্রজন্মের কাছে ভাষা ও উচ্চ শিক্ষার ব্যাপারে প্রেরণা দিতে ফোবানা সম্মেলন ভূমিকা রাখছে বলেও উল্লেখ করেন ফোবানা ব্যাক্তিত্ব, ফোবানার তিনবারের চেয়ারম্যান আতিকুর রহমান ।

এবারের হোস্ট কমিটির কনভেনর দেওয়ান মনিরুজ্জামান দেওয়ান মনিরুজ্জামান বলেন, আমরা আমাদের সাধ্যমত চেষ্টা করেছি একটি সফল ফোবানা সম্মেলন আয়োজন করতে। আয়োজক কমিটির সকল সদস্য/সদস্যার দিনরাত অক্লান্ত পরিশ্রমের ফসল মন্ট্রিয়লের এবারের ৩৭তম ফোবানা সম্মেলন।তা সত্ত্বেও কিছু ভুল ত্রুটি থাকতে পারে, তা ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন আশা করি।

৩৮তম সম্মেলনের আয়োজক কমিটির কো-কনভেনার ও ফোবানা কমিটির এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর এবং বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব মিশিগানের সাধারণ সম্পাদক খালেদ হোসাইন বলেন, মিশিগান থেকে আমরা সম্মেলনে যোগদান করেছি। পুরো সম্মেলনকে ঘিরে অসাধারণ এক অনুভূতি নিয়ে ফিরবো।

৩৮তম ফোবানা সম্মেলন হবে মিশিগানে উল্লেখ করে খালেদ বলেন, কানাডার মন্ট্রিয়লে অনুষ্ঠিত ৩৭তম ফোবানা সম্মেলনের শেষদিন ৩৮তম ফোবানা সম্মেলনের ঘোষণা দেয়া হয়। আমি সংগঠনের নেতৃবৃন্দকে সাথে নিয়ে আগামী বছরের সম্মেলনের পতাকা গ্রহণ করি। পতাকা হস্তান্তর করেন ফোবানার নির্বাহী চেয়ারপার্সন আতিকুর রহমান, এক্সিকিউটিভ সেক্রেটারি ড. রফিক খান, সাবেক চেয়ারপার্সন জাকারিয়া চৌধুরী, যুগ্ম নির্বাহী সচিব কবির কিরণ এবং এবারের হোস্ট কমিটির কনভেনর দেওয়ান মনিরুজ্জামান।

সেমিনার পর্ব :

পরিচয় ডেস্ক: শেরাটন লাভাল হোটেলে অনুষ্ঠিত ৩৭তম ফোবানায় সাড়ে তিন ঘণ্টার স্লটে আয়োজন করা হয় চারটি সেমিনারের। পশ্চিমা ধারায় সেমিনারের মৌলিক ম্যানার (দেশীয় টকশো নয়) অনুসরণে অনুষ্ঠিত আলোচনাগুলো ছিল একদল বিজ্ঞ আলোচক, উল্ল্যেখযোগ্য সংখ্যক দর্শক-শ্রোতাদের উপস্থিতিতে প্রাণবন্ত, উপভোগ্য আর আলোকিত। সেমিনার সমন্বয় এবং সঞ্চালনায় ছিলেন কর্পোরেট নির্বাহী, অণুজীব বিজ্ঞানী ডঃ শোয়েব সাঈদ।

একেক করে চারটি সেমিনারের কিছু তথ্য নিম্নরূপ।

১) “শিক্ষাই অর্থনৈতিক উন্নয়নের ভিত্তিঃ বাংলাদেশ-কানাডার একটি তুলনামূলক বিশ্লেষণ” শীর্ষক সেমিনারে মূল বক্তব্য উপস্থাপন করেন অর্থনীতিবিদ/ শিক্ষাবিদ ডঃ এন এন তরুণ চক্রবর্তী। সভাপতিত্ব করেন ম্যাকগিল বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজির অধ্যাপক ডঃ সন্দীপ ব্যানার্জি। আলোচনায় অংশ নেন, ম্যাকগিল বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক ডঃ শুভ বসু, বাকসুর সাবেক ভিপি কৃষিবিদ ফায়জুল করিম, ম্যাকগিল বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টরাল গবেষক, উত্তর আমেরিকার তিন মিনিটের থিসিস প্রতিযোগিতার চ্যাম্পিয়ন আতিয়া বিনতে আমিন।

২) “আমেরিকান ব্লকসহ ষাটের দশকের বৈশ্বিক ঘটনা যেভাবে প্রভাবিত করেছে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ” শীর্ষক সেমিনারে মূল বক্তব্য উপস্থাপন করেন ম্যাকগিল বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক ডঃ শুভ বসু। সভাপতিত্ব করেন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী, মুক্তিযোদ্ধা মেজর (অব) দিদার এ হোসেন। আলোচনায় অংশ নেন, ম্যাকগিল বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজির অধ্যাপক ডঃ সন্দীপ ব্যানার্জি, বাকসুর সাবেক ভিপি কৃষিবিদ ফায়জুল করিম, বাংলা একাডেমি পুরষ্কার প্রাপ্ত লেখক, মুক্তিযুদ্ধের গবেষক তাজুল মোহাম্মদ, যুদ্ধ শিশু লেখক খ্যাত মুস্তফা চৌধুরী।

৩) “পরিবর্তনশীল বিশ্বে বৈচিত্র্যকে আলিঙ্গনঃ প্রজন্মগুলোর মধ্যে বোধগম্যতা আর সহযোগিতার লালন” শীর্ষক সেমিনারে মূল বক্তব্য উপস্থাপন করেন চিকিৎসক এবং ইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের সংযুক্ত অধ্যাপক ডঃ একেএম আলমগীর। সভাপতিত্ব করেন কনকর্ডিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের যন্ত্র প্রকৌশলের অধ্যাপক ডঃ ওয়াইজ আহমেদ। আলোচনায় অংশ নেন মুক্তিযুদ্ধের গবেষক তাজুল মোহাম্মদ, কবি নজরুল এক্টিভিস্ট/ সংগঠক হাসান আমজাদ খান, অতিরিক্ত সচিব (অব) কৃষিবিদ খলিলুর রহমান।

৪) “পেশাগত দিক নির্দেশনা, অভিজ্ঞতালব্ধ শিক্ষা, যোগাযোগ দক্ষতা কর্মক্ষেত্রে তরুণ পেশাজীবীদের সাফল্যের চাবিকাঠি” শীর্ষক সেমিনারে মূল বক্তব্য উপস্থাপন করেন চিকিৎসক এবং টরেন্টো বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লিনিক্যাল পাব্লিক হেলথের সহকারি অধ্যাপক ডঃ শাফি ইউ ভূঁইয়া। ডঃ শাফি ফ্লুতে আক্রান্ত হওয়ায় টরেন্টো থেকে অনলাইনে যুক্ত হন। সভাপতিত্ব করেন কবি নজরুল এক্টিভিস্ট/ সংগঠক হাসান আমজাদ খান। আলোচনায় অংশ নেন অর্থনীতিবিদ/ শিক্ষাবিদ ডঃ এন এন তরুণ চক্রবর্তী, অণুজীব বিজ্ঞানী ডঃ শোয়েব সাঈদ, টরেন্টো বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসা বিজ্ঞানে ডক্টরাল গবেষক ফারাহ তাহসিন। বিজ্ঞ বক্তা/চেয়ার/আলোচক/শ্রোতা, ৩৭তম ফোবানার আহ্বায়ক দেওয়ান মনিরুজ্জামান, সদস্য-সচিব হাফিজুর রহমান, চেয়ারম্যান শামীমুল হাসান, ফোবানার চেয়ারপার্সন আতিকুর রহমান এবং নির্বাহী সচিব ডঃ রফিক খান সহ আয়োজকদের প্রতি কৃতজ্ঞতা।

সেমিনারে বিজনেস লাঞ্চ ব্যবস্থাপনার জন্যে মাসুদ সিদ্দিকী, সাউন্ড সিস্টেম ব্যবস্থাপনায় আরিফ সিদ্দিকী সেতু আর চিত্রগ্রহণে সাংবাদিক সদেরা সুজন।

৩৮তম সম্মেলন ২০২৪ মিশিগান : আয়োজক বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব মিশিগান

মন্ট্রিয়েল, কানাডা: কানাডার মন্ট্রিয়লে অনুষ্ঠিত ৩৭তম ফোবানা সম্মেলনের শেষদিন ৩৮তম ফোবানা সম্মেলনের ঘোষণা দেয়া হয়। সম্মেলন থেকে আগামী বছরের সম্মেলনের পতাকা গ্রহণ করেন বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব মিশিগানের সভাপতি খালেদ হোসেন, সেক্রেটারি কাউন্সিলম্যান নাঈম চৌধুরীসহ কর্মকর্তারা। সে সময় তারা সকলকে মটর সিটি ডেট্রয়েটে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন ৩৮তম ফোবানা সম্মেলনে- যা সামনের বছরের লেবার ডে উইকেন্ডে অনুষ্ঠিত হবে। পতাকা হস্তান্তর করেন ফোবানার নির্বাহী চেয়ারপার্সন আতিকুর রহমান, এক্সিকিউটিভ সেক্রেটারি ড. রফিক খান, সাবেক চেয়ারপার্সন জাকারিয়া চৌধুরী, যুগ্ম নির্বাহী সচিব কবির কিরণ এবং এবারের হোস্ট কমিটির কনভেনর দেওয়ান মনিরুজ্জামান।

এর আগে অনুষ্ঠিত ফোবানার কার্যকরী কমিটির সভায় চেয়ারম্যান আতিকুর রহমান এবং এক্সিকিউটিভ সেক্রেটারি ড. রফিক খান দিপ্ত প্রত্যয়ে ঘোষণা দেন যে, বাংলাদেশের সংবিধান, জাতিরপিতা বঙ্গবন্ধু এবং মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ লালনকারি সকল প্রবাসীর ঐক্যের মিলনকেন্দ্র হিসেবে মিশিগানে ৩৮তম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। এবং এটি হচ্ছে ফোবানার মূল চেতনা।

সম্মেলনের শেষদিন হাজারো প্রবাসীকে আপ্লুত করে সঙ্গিত পরিবেশন করেন সাবিনা ইয়াসমীন, তপন চৌধুরী, মোজা এবং স্থানীয় শিল্পীরা। কৃতি ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে নগদ অর্থের পুরস্কারসহ সার্টিফিকেটও প্রদান করা হয়। এ পর্বের সমন্বয় করেন স্কলারশিপ সম্পর্কিত কমিটির পরিচালক জাকারিয়া চৌধুরী। এ বছরই প্রবর্তিত ‘ফোবানার নিবেদিত প্রাণ সংগঠক রানী কবির’ স্মরণে নগদ এক হাজার ডলারের স্কলারশিপ প্রদান করা হয় নতুন প্রজন্মের মেধাবি শিক্ষার্থী ও শিল্পী মুন হাইকে। এটি হস্তান্তর করেন ফোবানার সাবেক চেয়ারপার্সন জাকারিয়া চৌধুরী। পাশে ছিলেন স্ট্যান্ডিং কমিটির মেম্বার রহিম নিহাল এবং সাহিদা সিকদার হাই।

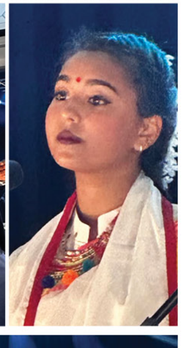

নিউইয়র্কে এবার প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নাগরিক সংবর্ধনা আয়োজন করবে নিউইয়র্ক মহানগর আওয়ামী লীগ

পরিচয় ডেস্ক: প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জাতিসংঘের ৭৮ তম সাধারণ অধিবেশনে যোগদান উপলক্ষ্যে আগামী ১৭ সেপ্টেম্বর নিউইয়র্ক জিএফকে বিমানবন্দরে অবতরণ করবেন।

প্রধানমন্ত্রীর এই সফরকে কেন্দ্র করে নিউইয়র্ক মহানগর আওয়ামী লীগ গত ৩১ আগষ্ট বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় জ্যাকসন হাইটসে নবান্ন পার্টি হলে সংবাদ সম্মেলন আয়োজন করে। সংবাদ সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি রফিকুর রহমান রফিক এবং লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক ইমদাদ চৌধুরী।

সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, এবার প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সংবর্ধণা নিউইয়র্ক মহানগর আওয়ামী লীগের উদ্যোগে আয়োজন করা হবে। এ বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অনুমোদন আছে বলেও সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়। উল্লেখ্য, প্রধানমন্ত্রীর প্রবাসী নাগরিক সংবর্ধনা প্রতিবারই যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের উদ্যোগে আয়োজন করা হয়।

সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে নিউইয়র্ক মহানগর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ইমদাদ চৌধুরী বলেন দলীয় হাইকমান্ডের নির্দেশে আমি এই সংবাদ সম্মেলন করছি।

তিনি আরো বলেন, আগামী ২২ সেপ্টেম্বর শুক্রবার বিকেল ৫ ঘটিকায় নিউইয়র্কের ম্যারিয়ট মার্কি হোটেল বলরুমে এক ঐতিহাসিক প্রবাসী নাগরিক সংবর্ধনা আয়োজন করবে নিউইয়র্ক মহানগর আওয়ামী লীগ,আর এর জন্য ইলেকট্রনিক, প্রিন্ট মিডিয়া সহযোগিতা কামনা করছি।

সাংবাদিকদের ওপর এক প্রশ্নের জবাবে নিউইয়র্ক মহানগর আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক নুরুল আমিন বাবু বলেন, প্রধানমন্ত্রী নাগরিক সংবর্ধনা আয়োজন করবে নিউইয়র্ক মহানগর আওয়ামী লীগ তবে যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ সহ সহযোগী ও অঙ্গ সংগঠনের নেতা কর্মীরা অনুষ্ঠান সফল করার লক্ষে সহযোগিতা করবে।

সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তর দেন যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের দপ্তর সম্পাদক ইঞ্জিনিয়ার মাহমুদ আলী সিদ্দিকী, যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা ড. মাসুদুল হাসান। এছাড়াও মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা জয়নাল আবেদীন, যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের আইন সম্পাদক শাহ বখতিয়ার, কার্যনির্বাহী সদস্য সরাফ সরকার, মহিলা আওয়ামী লীগের সভানেত্রী শাহনাজ মমতাজ, নিউইয়র্ক মহানগর আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি মাসুদ সিরাজী, সহ-সভাপতি সাইকুল ইসলাম, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক শিবলী সাদিক, দুলাল বিল্লাহ, সাংগঠনিক সম্পাদক মাহফুজুল হক হায়দার, সুমন মাহমুদ, প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক শেখ শফিকুর রহমান, বাবুল আহমেদ, স্বেচ্ছাসেবক লীগ নেতা নুরুজ্জামান সর্দার, সুবল দেবনাথ, কামাল হোসেন রাকিব, দুরুদ মিয়া রনেল, হেলাল মিয়া, ছাত্রলীগ নেতা জেড এ জয়, ব্রঙ্কস আওয়ামী লীগের সভাপতি আবদুল মুহিত, ব্রুকলিন আওয়ামী লীগের সভাপতি নজরুল ইসলাম, চার্চ ম্যাকডোনাল্ড ইউনিট সভাপতি ম. ইসমত, জ্যাকসন হাইটস ইউনিট সভাপতি শাহ চিশতি, সাধারন সম্পাদক তানভীর হায়দার প্রমুখ।

সভার শুরুতে কোরআন তেলাওয়াত ও দোয়া পরিচালনা করেন আবদুল মুহিত এবং সকল শহীদের স্মরণে দাড়িয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। সবশেষে সভাপতি রফিকুর রহমান সমাপনী বক্তব্য রাখেন।

বাংলা ক্লাবের বার্ষিক বনভোজনে স্যার ড. আবু জাফর মাহমুদ

পারিবারিক বন্ধনই আমাদের আনন্দ, গর্ব ও শিক্ষার উৎস

পরিচয় ডেস্ক: বাংলা ক্লাব ইউএসএ ইনক্ এর বার্ষিক বনভোজন অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ৩ সেপ্টেম্বর ২০২৩, রোববার নিউইয়র্কের জর্জ আইল্যান্ড পার্ক -এ ওই বনভোজন এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি গ্লোবাল পিস অ্যামব্যাসেডর স্যার ড. আবু জাফর মাহমুদ। তিনি ব্যস্ততম জীবনে একটু স্বস্তির জন্য অসাধারণ প্রাকৃতিক পরিবেশে বনভোজন আয়োজন করায় আয়োজকদের ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, একে অন্যের সঙ্গে পারিবারিক বন্ধন রচনার ক্ষেত্রে এ ধরণের আয়োজন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে থাকে। আমরা বাংলাদেশিরা পারিবারিক শিক্ষার মধ্যেই সবচেয়ে বেশি আনন্দ পাই। সবাই একত্রিত হওয়ার বিষয়টি আমাদের পারিবারিক শিক্ষা। বাংলা ক্লাবের সভাপতি আবুল কালাম পিনুর সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ সোসাইটির ট্রাস্টি মেম্বার আবুল হাশিম হাসনু, বাংলা ক্লাবের সহ সভাপতি মো. মমিনুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক দোলোয়ার হোসেন চুন্নু।

বীর মুক্তিযোদ্ধা ও মহান মুক্তিযুদ্ধের মাউন্টেন ব্যাটালিয়ন কমান্ডার নিউ ইয়র্কের বাংলাদেশি সমাজে হোম কেয়ার সেবার পথিকৃৎ স্যার ড. আবু জাফর মাহমুদ তার বক্তব্যে সম্প্রতি জুম্মাহর নামাজে মসজিদের একজন খতিবের হোম কেয়ার সেবা সম্পর্কিত বক্তব্যে 'অনেক ক্ষেত্রে আমাদের মা বোনরা শশুর শাশুড়িদেরকে সঠিক সেবা প্রদান করেন না', এমন সমালোচনা প্রসঙ্গে বলেন, সেবা, ভালোবাসা ও মমত্ব আমাদের নারীদের জন্মগত শিক্ষা। প্রাচীনকাল থেকেই বাঙালি সমাজ এই শিক্ষাই

লালন করে আসছে। আমাদের স্ত্রী, মা, বোন ও সন্তানরা এই জাতিগত শিক্ষা নিয়েই অন্য জাতিগোষ্ঠি থেকে এগিয়ে আছে। আলাদা বৈশিষ্ট্যে উজ্জল হয়ে আছে। আমি সতের বছর ধরে হোম কেয়ার করছি। আমাদের মা বোনদের পারিবারিক শিক্ষাই আমার সবচেয়ে বড় শক্তি। আমার কাছে হোম কেয়ার ভালোবাসা ও মমত্বের সংমিশ্রণ। আমি এটিকে শুধু অর্থ উপার্জনের মাধ্যম মনে করি না। আমার কাছে এটি সার্ভিস। তারপরও কোনো মা বোন সম্পর্কে যদি নেতিবাচক কোনো অভিযোগ আসে, সেক্ষেত্রে আমি লজ্জিত হলেও বিশ্বাস হারাইনা। কারণ, আমি মনে করি, আমাদের চরিত্রের সকল গুণাবলী নিয়েই আমাদের পরিচয়। ঢালাওভাবে কোনো অভিযোগ আমাদের মা বোনদের ওপর চাপানো যাবে না। আমরা উৎসাহিত করি পারিবারিক শিক্ষা ও ভালোবাসায় উজ্জীবিত হতে। আমাদের কোনো বোন যদি অন্য কোনো জাতিগোষ্ঠি দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকে, সেটিও সংশোধনের অতীত নয়। প্রত্যেক মানুষই চায় তার উজ্জ্বলতম আত্মপরিচয়ে ফিরতে।

স্যার ড. আবু জাফর মাহমুদ বলেন, হোম কেয়ার সেবা একটি অসাধারণ ব্যবস্থা। আজ যিনি পিএ'র দায়িত্ব পালন করছেন, একসময় তিনিও পেশেন্ট হিসেবে সেবা গ্রহীতা হবেন। আজ যিনি স্ত্রী, কন্যা বা পুত্রবধু কাল তিনিই মা, দাদি, নানি হিসেবে হোম কেয়ার সেবা গ্রহণ করবেন। এই সত্য ভুলে যাবার কোনো সুযোগ নেই। এই শহরে যারা হোম কেয়ার করছেন বিশ্বাস করি তারা সবাই এই ক্ষেত্রটিকে সেবার ক্ষেত্র হিসেবেই ধরে রাখবেন। সুখী থাকতে হলে সবার মুখে সমান হাসি থাকতে হবে। প্রত্যেকে মর্যাদাবান ও সম্মান সচেতন হতে হবে।

সকাল ১০টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত দিনব্যাপী মেলায় ছিল বিভিন্ন পুরুষ, নারী ও শিশুদের জন্য নানারকম খেলাধুলা ও র‍্যাফেল ড্র-এর আয়োজন। শেষে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি স্যার ড. আবু জাফর মাহমুদ। প্রেস বিজ্ঞপ্তি

ভূমিকম্পে মরক্কোতে কমপক্ষে ৮০০ মৃত্যু, শুধু লাশ আর লাশ

৫২ পৃষ্ঠার পর

সংখ্যা প্রাথমিক পর্যায়ের। এ সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পাওয়ার আশংকা রয়েছে। স্থানীয় এক কর্মকর্তা বলেছেন, সবচেয়ে বেশি মানুষ মারা গেছেন পাহাড়ি অঞ্চলে। সেখানে পৌঁছানো খুবই দুরূহ ব্যাপার হয়ে গেছে। এ খবর দিয়েছে বার্তা সংস্থা রয়টার্স।

মারাকেচ শহরের কাছেই ছিল এই ভূমিকম্পের উৎসস্থল। সেখানকার বাসিন্দারা বলেছেন, ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ স্থাপনা পুরনো একটি শহরের ভবনগুলো ধসে পড়েছে। স্থানীয় টেলিভিশনের ফুটেজে দেখা গেছে মসজিদের একটি মিনার ভেঙে পড়েছে বিধ্বস্ত গাড়ির ওপর। প্যান আরব আল এরাবিয়া নিউজ চ্যানেল রিপোর্ট করেছে যে, একই পরিবারের ৫ জন সদস্যের সবাই প্রাণ হারিয়েছেন। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে সবাইকে শান্ত থাকার আহ্বান জানিয়েছে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। তারা জানিয়েছে ভূমিকম্প আঘাত করেছে আল হাউজ, ওউরজাজাতে, মারাকেচ, আজিলাল, চিকাউয়া এবং তারোডান্ট প্রদেশে।

ভূমিকম্পের উৎসস্থলের কাছের পাহাড়ি গ্রাম আসনির একজন বাসিন্দা মন্টাসির ইতরি বলেছেন, তাদের গ্রামে যেসব বাড়িঘর ছিল তার বেশির ভাগই ধ্বংস হয়ে গেছে। অধিবাসীরা এসব ধ্বংসস্তূপের নিচে চাপা পড়েছেন। তাদের কাছে পৌঁছার চেষ্টা করছেন উদ্ধারকর্মীরা। কিন্তু গ্রামগুলো দুর্গম হওয়ার কারণে সেখানে পৌঁছতে পারছেন না তারা। আরো পশ্চিমে তারোডান্টের বাসিন্দা শিক্ষক হামিদ আফকার। তিনি বলেন, বাড়ি থেকে কোনোমতে বেরিয়ে আসতে পেরেছেন। প্রাথমিক কম্পনের পর বার বার সেখানে ভূমিকম্প হচ্ছিল। প্রায় ২০ সেকেন্ড ধরে কম্পন হয়েছে। একা একাই ঘরের দরজা খুলে গেছে। আবার বন্ধ হয়েছে। এ অবস্থায় দৌড়ে বাড়ির দ্বিতীয় তলায় চলে আসি। মরক্কোর জিওফিজিক্যাল সেন্টার বলেছে, শক্তিশালী ৭.২ মাত্রার ভূমিকম্প উঁচু এটলাস বা পাহাড়ি এলাকায় আঘাত করেছে। ওদিকে যুক্তরাষ্ট্রের জিওলজিক্যাল সার্ভে এই ভূমিকম্পের মাত্রা ৬.৮ বলে শনাক্ত করেছে। এর গভীরতা ছিল ১৮.৫ কিলোমিটার। পাহাড়ি ইঘিল এলাকা একটি কৃষিনির্ভর ছোট্ট ছোট্ট গ্রাম। মারাকেচ থেকে এর দূরত্ব ৭০ কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে। স্থানীয় সময় শুক্রবার রাত ১১টার দিকে ভূমিকম্প আঘাত হানে।

ওদিকে মারাকেচে অনেক বাড়ি ধসে পড়েছে। জনগণ খালি হাতেই ধ্বংসস্তূপ সরানোর কাজ করছিলেন। মধ্যযুগীয় এই শহরের ফুটেজে দেখা যায়, একাংশে বিশাল ফাটল ধরেছে। রাস্তায় রাস্তায় আবর্জনার স্তূপ। মারাকেচের আরেকজন বাসিন্দা ব্রাহিম হাম্মি বলেন, ওল্ড টাউন থেকে এম্বুলেন্স যেতে দেখেছেন তিনি। বহু ভবন ধসে পড়েছে। লোকজন আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েছেন। ভবনের সিলিং থেকে সব ধসে পড়ছিল। ৪৩ বছর বয়সী হুদা হাফসি বলেন, আমি বাচ্চাদের নিয়ে উন্মাদের মতো এদিক-সেদিক দৌড়াচ্ছিলাম। দালিলা ফাহেম নামে একজন নারী বলেন, তার বাড়িতে ফাটল দেখা দিয়েছে। ঘরের আসবাবপত্রের মারাত্মক ক্ষতি হয়েছে। ইঘিল থেকে প্রায় ৩৫০ কিলোমিটার উত্তরে রাবাত। সেখানকার এবং ইমসোউনে উপকূলীয় শহরের মানুষও বাড়িঘর ছেড়ে পালিয়েছে। তাদের মধ্যে ভয় দেখা দিয়েছে। তারা মনে করছেন আরও ভূকম্পন হবে।

নিউইয়র্কে এস্টোরিয়া স্ট্রিট ফেয়ারে মনোজ্ঞ সঙ্গীত ও নৃত্য পরিবেশন; মানুষের ঢল

পরিচয় ডেস্ক:গত ৪ সেপ্টেম্বর সোমবার লেবার ডে উইকেন্ডে উৎসব আমেজে অনুষ্ঠিত হলো নিউইয়র্কে এস্টোরিয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটির উদ্যোগে আয়োজিত'এস্টোরিয়া পথমেলা'। লং আইল্যান্ড সিটির প্রবাসী বাংলাদেশীসহ আশপাশের বিপুল সংখ্যক প্রবাসী বাংলাদেশীরা লেবার ডে উপলক্ষে ছুটির দিন সোমবার (৪ সেপ্টেম্বর) দুপুর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত প্রাণভরে মেলাটি উপভোগ করেন।

স্টোরিয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটি ইনক এই মেলার আয়োজন করে। বেলা তিনটার দিকে একগুচ্ছ বেলুন উড়িয়ে মেলার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন সিটি কউন্সিল ডিস্ট্রিক্ট ২৬ এর জুলি উন, স্টেট সেনেটর ক্রিস্টিন গঞ্জালেজ, সিটি কাউন্সিল ডিস্ট্রিক্ট ২২ এর টিফানি কাবান, এসেম্বলিওম্যান ক্রিস্টিনা গঞ্জালেজ রোহা, স্টেট এসেম্বলি মেম্বার জোহরান মামদানি, কুইন্স ডিসট্রিক্ট এটর্নি অফিসের কমিউনিটি কো-অর্ডিনেটর রোকেয়া আক্তার, এটর্নি এট লার্জ মঈন চৌধুরী, জালালাবাদ এসোসিয়েশনের সাবেক প্রেসিডেন্ট বদরুন নাহার খান মিতা, সাবেক সাধারণ সম্পাদক মিসবা মজিদ, সাবেক সাধারণ সম্পাদক জেড চৌধুরী জুয়েল, এপোলো ইন্সুরেন্সের স্বত্বাধিকারী শমসের আলী, বাংলা সিডিপ্যাপ এর সত্তাধিকারী আবু জাফর মাহমুদ, বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতির সদস্য শেখ আক্তার ইসলাম, মৌলভীবাজার ডিস্ট্রিক্ট

এসোসিয়েশনের সভাপতি ফজলু মিয়াঁ, সাধারণ সম্পাদক মিজানুর রহমান চৌধুরী, সোসাইটির বাংলাদেশ আমেরিকান সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আলী, জালালাবাদ এসোসিয়েশন এর ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক রোকন হাকিম, ওসমানী নগর এসোসিয়েশন এর সাধারণ সম্পাদক ফকরুল চৌধুরী মিসলু ও সাবেক সভাপতি বশির উদ্দিন, মৌলভীবাজার ডিস্ট্রিক্ট সোসাইটির প্রচার সম্পাদক সৈয়দ ফাহমি, ১১৪ প্রিসেন্ট এর সাব্বির আহমেদ, নিউইয়র্কে পেরেচবেটিরিয়ান হসপিটালের ইঞ্জিনিয়ার সায়েম রহমান, মোঃ খায়ের, লায়েকুল হাসান তরফদার মো. বাতেন, শেখ ফকরুল ইসলাম, কাউসার চৌধরী, শেখ সিপার আহমেদ, সাইফুর খান হারুন, নজরুল গনি, লিটন আহমেদ, আল আমিন, মৌ. জিন্না, সরয়ার, কামাল আহমেদ, জায়েদ আহমেদ, টিটু, আজমান আলী, কায়সার ফয়সল রাজা মিয়া এসময় মেলা কমিটির নেতৃবৃন্দ সহ কমিউনিটি নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

দিনব্যাপী ছিল বিনামূল্যে খাওয়া দাওয়ার ব্যাবস্থা। প্রায় ২০০ বাচ্চার মধ্যে স্কুল সাপ্লাই, গেম, স্নাক্স এবং বিভিন্ন উপহার সামগ্রী বিতরণ করা হয়।

মেলায় কমুনিটির বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রাখার জন্য স্টেট সেনেটর ক্রিস্টিন গঞ্জালেজ এর অফিস থেকে সোসাইটির উপদেষ্টা চৌধুরী সালেহ, সৈয়দ মামুন, সদস্য সাব্বির আহমেদ, সদস্য তানজুম লগ্ন, নওশীন খান, নজরুল গনি, ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ রহমান এবং তুষার ভুঁঞা ও এসেম্বলি ওমেন জেনিফার রাজকুমার এর পক্ষ থেকে মোহাম্মদ আলী, আপেল ইন্সুরেন্সের স্বত্তাধাকির শমসের আলী, সাংবাদিক শেখ সিরাজুল ইসলাম ও কমিউনিটি এক্টিভিস্ট বশির খান সহ আরো অনেক কে সাইটেশন প্রদান করা হয়।

অনুষ্ঠানের সাংস্কৃতিক পর্বে সঙ্গীত পরিবেশন করেন বাংলাদেশের জনপ্রিয় সঙ্গীত শিল্পী কালা মিয়া সহ প্রবাসী শিল্পী কামরুজ্জামান বকুল, মেহজাবিন মেহা, মনিকা দাস, গাজী এস এ জুয়েল, শাহেদ আহমেদ। এছাড়াও নৃত্য পরিবেশন করেন নিতুন নেহার হেরা।

সুতপা চৌধুরীর উপস্থানায় আরও উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের উপদেষ্টা এমাদ আহমেদ চৌধুরী, দেওয়ান শাহেদ চৌধুরী, চৌধুরী সালেহ, আব্দুর রহমান, সৈয়দ মামুন, ভাইস প্রেসিডেন্ট কয়েস আহমেদ, এরশাদুল আমিন, সহ সাধারণ সম্পাদক এহসানুল ইসলাম শিমুল, কোষাধক্ষ এমদাদ রহমান তরফদার, সাংগঠনিক সম্পাদক মইনুল হক চৌধুরী, সমাজকর্মী ফাহিমুজ্জামান খান, সদস্য ফয়সল আহমেদ, শামসুল ইসলাম, মোহাম্মদ মাহমুদুল হাসান, শাহীন হাসনাত, আনওয়ার হোসাইন, হারুনুর রশিদ, আবু সুলেমান. মো নুরুল হক, কাজী মরিয়ম, সাদমান রশিদ।

সবশেষে ছিলো র‍্যাফল ড্র। এতে স্বর্ণের চেইন, টিভি, ট্যাবসহ আকর্ষনীয় পুরস্কার ছিলো। যারা মেলা আয়োজন ও সফলতায় বিশেষ সহযোগিতা করছেন তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন সংগঠনের সভাপতি সোহেল আহমেদ এবং সাধারণ সম্পাদক জাবেদ উদ্দিন। প্রেস বিজ্ঞপ্তি অনুসারে

জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জাসদের জাতীয় যুব জোট গঠন উপলক্ষে যুক্তরাষ্ট্র জাসদের সভা অনুষ্ঠিত

পরিচয় ডেস্ক: গত ২৪ আগস্ট এস্টোরিয়ার হ্যালো বাংলাদেশ পার্টি হলে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জাসদের জাতীয় যুব জোট গঠন উপলক্ষে নিউইয়র্কে যুক্তরাষ্ট্র জাসদের এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভার সিদ্ধান্ত অনুসারে যুক্তরাষ্ট্র জাতীয় যুব জোট এর প্রস্তাবিত একটি কমিটি অনুমোদনের জন্য কেন্দ্রে পাঠানো হয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্র জাসদের সভাপতি দেওয়ান শাহেদ চৌধুরীর সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক নুরে আলম জিকুর পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন সিলেট জেলা জাসদের সাবেক সভাপতি মোহাম্মদ আজাদ উদ্দিন।

অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন যুক্তরাষ্ট্র জাসদের সহ সভাপতি মনসুর আহমেদ চৌধুরী, শাহনূর কোরেশী, মহি উদ্দিন সবুজ, শওকত হোসেন হীরা, কাদির বক্স, আবুল ফজল লিটন প্রমুখ।

সভায় সর্বসম্মতিক্রমে আবুল ফজল লিটনকে আহ্বায়ক, রিজু মিয়াকে যুগ্ম আহ্বায়ক, মাহতাব উদ্দিনকে সদস্য সচিব এবং ফজল খান, শওকত ওসমান লস্কর হীরা, মহি উদ্দিন সবুজ ও ফায়েক আহমেদকে সদস্য করে ৭ সদস্য বিশিষ্ট যুক্তরাষ্ট্র জাতীয় যুব জোট গঠন করা হয়। প্রস্তাবিত এ কমিটি অনুমোদনের জন্য জাসদের জাতীয় যুব জোটের কেন্দ্রীয় সভাপতি রোকন উদ্দিন বরাবরে প্রেরণ করা হয়।

বক্তারা বলেন, অসাম্প্রদায়িক রাজনীতি, দারিদ্রমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠা, গণতন্ত্র কায়েম ও বৈষম্য দূর করার সংগ্রামে জাসদের রয়েছে অগ্রণী ভূমিকা। বাংলাদেশকে উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত করতে হলে দুর্নীতি-লুটপাট-বৈষম্যের অবসান ঘটিয়ে সুশাসন নিশ্চিত করতে হবে।

যুক্তরাষ্ট্র জাসদের সভাপতি দেওয়ান শাহেদ চৌধুরী সভায় উপস্থিত হয়ে গুরুত্বপূর্ণ মতামত প্রদানের জন্য সংশ্লিষ্ট সবাইকে ধন্যবাদ জানান।-ইউএসএ নিউজ

৫০ বছরের কম বয়সীদের ক্যানসার বাড়ছে ব্যাপক হারে, ৪ কারণ বললেন গবেষকেরা

৫২ পৃষ্ঠার পর

রয়েছে। গবেষণায় খারাপ খাদ্যাভ্যাস, অ্যালকোহল ও তামাক, শারীরিক সক্রিয়তার অভাব ও স্থূলতাকে অন্যতম কারণ বলে উল্লেখ করেছেন। গবেষণা প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, '১৯৯০ সালের পর থেকেই ক্যানসারে আক্রান্ত ব্যক্তি ও তাদের মৃত্যুর সংখ্যা বেড়েছে নাটকীয়ভাবে। স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস ও জীবনযাপন, তামাক ও মদ্যপানের ওপর কড়াকড়ি এবং বাইরের কাজকর্ম বাড়ানো হলে এই রোগে আক্রান্তের সংখ্যা কমতে পারে।

এর আগের কিছু গবেষণায় বলা হয় ৫০ বছরের কম বয়সী প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিদের মধ্যে ক্যানসারের ঘটনা কয়েক দশক ধরে বিশ্বের বিভিন্ন অংশে বাড়ছে। স্কটল্যান্ডের এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয় ও চীনের হ্যাংজোতে ঝেজিয়াং ইউনিভার্সিটি স্কুল অব মেডিসিনের সর্বশেষ গবেষণায় অল্প বয়স্ক ব্যক্তিদের জন্য ঝুঁকির কারণগুলো দেখা হয়।

২০১৯ সালে ৫০ বছরের কম বয়সী ৩২ লাখের বেশি মানুষ নতুন করে ক্যানসারে আক্রান্ত হয়। এটি ১৯৯০ সালের তুলনায় ৭৯ শতাংশ বেশি। এর মধ্যে স্তন ক্যানসার আক্রান্ত হওয়ার হার ছিল সবচেয়ে বেশি। স্তনর ক্যানসারে আক্রান্ত ও মৃত্যুর হার ছিল প্রায় ১৪ শতাংশ। গবেষণায় বিশ্বের কোন এলাকায় কত ব্যক্তি ক্যানসারে আক্রান্ত হচ্ছে, সেই প্রবণতাও তুলে ধরা হয়েছে। দেখা গেছে, ২০১৯ সালে উত্তর আমেরিকা, ওশেনিয়া ও পশ্চিম ইউরোপে ক্যানসারে আক্রান্তের হার বেশি। নিম্ন এবং মধ্যম আয়ের দেশগুলোতেও ক্যানসারের ঝুঁকি বাড়ছে। ক্যানসারে আক্রান্ত হয়ে ৫০ বছরের কম বয়সী ব্যক্তিদের মৃত্যুর হার সবচেয়ে বেশি ওশেনিয়া, পূর্ব ইউরোপ এবং মধ্য এশিয়ার দেশগুলোতে। গবেষকেরা বলছেন, ক্যানসার আক্রান্ত হওয়ার ক্ষেত্রে জিনগত বিষয়গুলো কারণ। তবে গরুশূকরছাগলের মাংস বেশি পরিমাণ খাওয়া, ফল ও দুধ কম খাওয়া এবং মদ ও তামাক অতিরিক্ত সেবন করা ৫০ বছরের কম বয়সী ব্যক্তিদের ক্যানসারে আক্রান্ত হওয়ার অন্যতম কারণ। এর পাশাপাশি শারীরিক কর্মকাণ্ড কম করা, অতিরিক্ত ওজন এবং উচ্চমাত্রার ডায়াবেটিসও কারণ হিসেবে আছে।

নিউইয়র্কে বঙ্গবীর জেনারেল ওসমানীর ১০৫তম জন্মবার্ষিকী উদযাপন

পরিচয় ডেস্ক: বঙ্গবীর জেনারেল এম এ জি ওসমানীর জীবনাদর্শ থেকে দেশাত্ববোধের চেতনায় উজ্জীবিত দেশ গঠনে সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে। তাহলেই তার জন্মবার্ষিকী উদযাপন স্বার্থক হবে। জেনারেল ওসমানীর ১০৫তম জন্মবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে গত ৩ সেপ্টেম্বর জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা (শাহীন কামালী-মইনুল ইসলাম)'র দোয়া মাহফিল ও আলোচনা সভায় বক্তারা এ কথা বলেন।

জালালাবাদ ভবনে সংগঠনের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি শাহীন কামালীর সভাপতিত্বে এবং কার্যকরী সদস্য (সিলেট) হেলিম উদ্দিনের পরিচালনায় অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন সাধারণ সম্পাদক মইনুল ইসলাম।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন আমেরিকায় মদিনার আলো'র সম্পাদক আব্দুল ওয়াহিদ টুপন। বিশেষ অতিথি ছিলেন বীর মুক্তিযোদ্ধা-লেখক সুব্রত বিশ্বাস।

অন্যদের মধ্যে আরও বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সাবেক সাধারণ সম্পাদক আবুল হাসিব মামুন, মিজানুর রহমান শেফাজ, সাবেক কোষাধ্যক্ষ আতাউল গনি আসাদ, সাবেক প্রচার সম্পাদক আব্দুর করিম, জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জাসদ যুক্তরাষ্ট্র শাখার সভাপতি দেওয়ান শাহেদ চৌধুরী, সিলেট সদর সমিতির সভাপতি আব্দুল মালেক খান (লায়েক) প্রমুখ। বিপুল সংখ্যক প্রবাসী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত ও দোয়া পরিচালনা করেন সংগঠনের সাবেক সহ সভাপতি মাওলানা সাইফুল আলম সিদ্দিকি। মুনাজাতে বঙ্গবীর জেনারেল ওসমানীসহ দেশ, প্রবাস ও বিশ্ব মানবতার কল্যাণ কামনায় বিশেষ দোয়া করা হয়।

বক্তারা বলেন, মহান মুক্তিযুদ্ধে বঙ্গবীর ওসমানীর অসামন্য অবদানে জাতি স্বাধীনতার স্বাদ পেয়েছিলো। তিনি কোন বিশেষ এলাকার নয়। আজীবন দেশ ও মাটির জন্য নিজের জীবন বিলিয়ে দিয়ে গেছেন। তাঁর সঠিক মূল্যায়ন করতে সরকারের প্রতি জোর দাবি জানানো হয়।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত হওয়ার জন্য অতিথিদের আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন সংগঠনের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি শাহীন কামালী এবং সাধারণ সম্পাদক মইনুল ইসলাম।-ইউএসএনিউজ

হাউজ ডেমোক্র্যাটিক নেতা হাকিম জেফ্রিস এর সাথে রাষ্ট্রদূত ইমরানের সাক্ষাৎ

পরিচয় ডেস্ক: নিউ ইয়র্ক ৮ম কংগ্রেসশনাল ডিস্ট্রিক্ট রিপ্রেজেন্টেটিভ এবং ডেমোক্রেটিক নেতা হাকিম জেফ্রিস এর সাথে সাক্ষাৎ করেছেন যুক্তরাষ্ট্রে নিযুক্ত বাংলাদেশ রাষ্ট্রদূত মুহাম্মদ ইমরান। সাক্ষাতে রাষ্ট্রদূত মুহাম্মদ ইমরান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার গতিশীল ও দূরদর্শী নেতৃত্বে বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সম্পর্কে হাউজ ডেমোক্রেটিক নেতা হাকিম জেফ্রিসকে অবহিত করেন। এছাড়াও তারা রোহিঙ্গা ইস্যু, শান্তি রক্ষা, শ্রম সমস্যা, বাণিজ্য সহযোগিতা, ইন্দো-প্যাসিফিক কৌশল এবং আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক সমস্যাগুলির মতো দ্বিপাক্ষিক স্বার্থের অন্যান্য বিষয় নিয়েও আলোচনা করেন।

নিউ ইয়র্ক ৮ম কংগ্রেসশনাল ডিস্ট্রিক্ট রিপ্রেজেন্টেটিভ এবং ডেমোক্রেটিক নেতা হাকিম জেফ্রিস সম্প্রতি বাংলাদেশ ককাসের সদস্য হিসেবে যোগদান করেছেন। এছাড়াও তিনি বাংলাদেশ ককাসের চার কো-চেয়ার রিপাবলিকান নেতা ক্লডিয়া টনি, ভার্জিনিয়া ১১ ডিস্ট্রিক্ট এর নেতা কংগ্রেসম্যান গ্যারি কনোলি, পেনসিলভানিয়া ডিস্ট্রিক্ট ৩ এ এর নেতা কংগ্রেসম্যান ডিউইট এভান্স এবং সাউথ ক্যারোলিনা ডিস্ট্রিক্ট ২ এর নেতা রিপাবলিকান কংগ্রেসম্যান জো উইলসন এর সাথে তাদের নিজ নিজ অফিসে সাক্ষাৎ করেন।

এছাড়াও রাষ্ট্রদূত রাষ্ট্রদূত ইমরান কংগ্রেস ক্যালিফোর্নিয়া ডিস্ট্রিক্ট ৬ এর নেতা রিপ্রেজেন্টেটিভে ব্র্যাড শেরম্যান (উ-ঈঅ ০৬) এবং কংগ্রেসম্যানের চিফ অফ স্টাফ রিপা. ব্যারি মুর (জ-খঅ ০২) এর সাথেও সাক্ষাৎ করে বাংলাদেশে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড বিস্তারিত ভাবে তুলে ধরেন।

দূতাবাসের নিয়মিত কর্মকান্ডের অংশ হিসেবে রাষ্ট্রদূত মুহাম্মদ ইমরান এবং দূতাবাসের কর্মকর্তারা ক্যানসাস রিপাবলিকান সিনেটর রজার মার্শাল, ফ্লোরিডা ডেমোক্রাট নেতা লোইস ফ্র্যাঙ্কেল, প্রতিনিধি মারিও ডিয়াজ বালার্ট, মিশিগান রিপাবলিকা হ্যালি স্টিভেনস, নিউ ইয়র্ক ডেমোক্রাট নেতা গ্রেস মেং এর সাথে পৃথক পৃথক ভাবে বৈঠক করে বাংলাদেশের বিষয়ে অবহিত করেন।

Immigrant Elder Home Care LLC.

হোম কেয়ার

নিউইয়র্ক স্টেটের হেলথ ডিপার্টমেন্টের সিডিপেপ/হোম কেয়ার প্রোগ্রামের মাধ্যমে আপনি ঘরে বসেই আপনার পিতা-মাতা শ্বশুড়-শাশুড়ী, আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীদের সেবা দিয়ে প্রতি সপ্তাহে অর্থ উপার্জন করতে পারেন।

কোন প্রশিক্ষণের
প্রয়োজন নেই এবং
আমরা কোন ফি চার্জ করি না।

ঘরে বসেই প্রিয়জনকে সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন

সর্বোচ্চ পেমেন্ট

নিম্মি নাহার, ভাইস প্রেসিডেন্ট

মোবাইল

৬৪৬-৯৮২-৯৯৩৮
৯২৯-২৩৮-২৪৫৭

87-47 164th Street Jamaica, NY 11432

ই-মেইল: nimmeusa@gmail.com, Web. immigrantelderhomecare.com

পাটিহল বুকিং চলছে

১০ রকমের খাবারসহ মাত্র

$25 জনপ্রতি

(কমপক্ষে ১০০ জনের জন্য)

১. চটপটি
২. পাকুরা
৩. প্লেইন পোলাউ
৪. শামী কাবাব (চিকেন)
৫. রোস্ট (চিকেন)
৬. বিফ কারি অথবা রেজালা
৭. মিক্স ভেজিটেবল
৮. ফিস দোপেয়াজা
৯. পায়েস
১০. সালাদ

Aasha Home Care
CDPAP and Home Care Services

Salim Biryani & Kabab

যৌথ উদ্যোগে

সোমবার থেকে রবিবার (৭ দিন)

যোগাযোগ

M A Hossain Salim : 646-519 9996
Aakash Rahman : 646-744 5934
Parking Available on Request

LUNCH SPECIAL

$7.99*

চিকেন / ফিশ কারি
মাছ/ধনিয়া পাতার ভর্তা
সাদা ভাত
সালাদ
ডাল

Salim Biryani & Kabab -সেলিম বিরিয়ানি
SERA FOOD INC.

646-591-9996, 646-744-5934

89-14 168th Street, Jamaica, NY 11432

কানাডার টরেন্টোতে চেয়ারম্যান গিয়াস আহমেদের নেতৃত্বাধীন ফোবানা সম্মেলন সম্পন্ন; সমাপনী দিনে প্রায় দশ সহস্রাধিক মানুষের সমাগম

পরিচয় ডেস্ক: কানাডার টরেন্টোতে চেয়ারম্যান গিয়াস আহমেদের নেতৃত্বাধীন ফেডারেশন অব বাংলাদেশী অর্গানাইজেশন্স অব নর্থ আমেরিকা-ফোবানা বাংলাদেশ সম্মেলন-২০২৩ সম্পন্ন হয়েছে। ৩দিনের ৩৭তম ফোবানা-বাংলাদেশ সম্মেনে হাজার হাজার মানুষের অংশগ্রহণে প্রতিটি দিন ছিল উৎসবমুখর।

বিশেষ করে প্রতিটি সন্ধ্যার কনসার্টে ১০-১৫ হাজার বাংলাদেশি-কানাডিয়ানসহ প্রবাসীদের অংশগ্রহণ ফোবানাকে দিয়েছে অন্য এক মাত্রা। ছিল অন্য সম্প্রদায়ের মানুষের স্বতস্ফুর্ত অংশগ্রহণও। এ যেন ছিল কানাডার বুকে একখন্ড বাংলাদেশ।

১ সেপ্টেম্বর শুক্রবার টরেন্টো'র ড্যান ভ্যালি হোটেলে তিন দিনের ফোবানা সম্মেলনের উদ্বোধন ঘোষণা করেন ফোবানা ষ্টিয়ারিং কমিটির চেয়ারম্যান গিয়াস আহমেদ।

৩৭তম ফোবানার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তৃতা করেন টরেন্টোতে বাংলাদেশের কনসাল জেনারেল লুৎফর রহমান এবং গেস্ট অব অনার হিসেবে বক্তৃতা করেন গিয়াস আহমেদ। এছাড়া বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তৃতা করেন কমিউনিটি লিডার আসেফ বারী টুটুল, হাসানুজ্জামান হাসান এবং মনিরুল ইসলাম।

এ সময় তারা বলেন, বাংলাদেশের কৃষ্টি, সংস্কৃতি, সর্বোপরি বাংলাদেশকে তুলে ধরার ক্ষেত্রে ফোবানা এক অসাধারণ প্লাটফর্ম। এ ধরণের আয়োজন দেশপ্রেমের এক অসাধারণ নজির বলে উল্লেখ করেন তারা।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তৃতা করেন আবু যুবায়ের দারা, তৈফিক এজাজ, ডাঃ মাসুদ রহমান, সৈয়দ এনায়েত আলী, দেওয়ান আজিম জুয়েল, কাজী ওয়াহিদ এলিন, কাজী তোফায়েল ইসলাম , মফিজুল ইসলাম ভুইয়া রুমি,আয়োজক কমিটির চেয়ারম্যান সৈয়দ শামসুল আলম, কনভেনর রাসেল রহমান ও মেম্বার সেক্রেটারি খোকন রহমান, এমডি হাসান প্রমূখ।

৩দিনব্যাপী আয়োজনে ছিল দেশের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর বেশ কয়েকটি সেমিনার, তরুনদের নিয়ে বিশেষ আয়োজন ছিল নাচ ও কনসার্ট।

সবচেয়ে আকর্ষণীয় দিক ছিল শনি ও রোববার অনুষ্ঠিত খোলা জায়গায় কনসার্ট। এতে সঙ্গীত পরিবেশন করেন দেশ বরেণ্য শিল্পী বেবি নাজনীন,ফোক সম্রাজ্ঞী শিল্পী মমতাজ বেগম, সেলিম চৌধুরী, মিম, ত্রিনিয়া হাসান প্রমূখ। এই জনপ্রিয় শিল্পীদের গান শুনতে ছোট, বড় সব বয়সী হাজার হাজার মানুষের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মত।

ফোবানা স্টিয়ারিং কমিটির চেয়ারম্যান গিয়াস আহমেদ সমাপনী বক্তৃতায় বলেন, প্রতিটি কনসার্টে ১০-১৫ হাজার মানুষের অংশগ্রহণ ফোবানাকে অন্য এক উচ্চতায় নিয়ে গেছে। তিনি বলেন, আপনাদের স্বতস্ফুর্ত অংশগ্রহণ প্রমাণ করে আমরা ফোবানাকে জনগণের কাতারে নিয়ে এসেছি। যেখানে আমাদের সকল আয়োজন দর্শক-শ্রোতার জন্য, সেখানে আপনাদের এখানে আসাটা আমাদের আয়োজনের স্বার্থকতা প্রমাণ করে। আমরা ভবিষ্যতেও এই ধারা অব্যাহত রাখব। তিনি বলেন, অভিনন্দন টরেন্টোবাসী তথা কানাডাবাসী।

উল্লেখ্য, এবারের ফোবানায় ব্যবসায় সাফল্যের জন্য নিউইয়র্কের চারজন স্বনামধন্য ব্যবসায়ীকে এ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয়। এ্যাওয়ার্ডপ্রাপ্তরা হলেন আসিফ বারী টুটুল, হাসানুজ্জামান হাসান, নূরুল আজিম এবং মুহাম্মদ মনিরুল ইসলাম। আগামী ২০২৪ সালে নিউ ইয়র্কে ফোবানা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে বলে জানানো হয় । ছবি নীহার সিদ্দিকী

GOLDEN AGE HOME CARE

Licensed Home Health Care Agency

সর্বাধিক জনপ্রিয় হোম হেল্‌থ কেয়ার এজেন্সী

হোম কেয়ার

HHA/PCA & CDPAP SERVICE

যারা হোম কেয়ার সার্ভিস পাচ্ছেন
বাড়ী ভাড়া বাবদ সরকার থেকে
প্রতিমাসে ৮০০ ডলার পেতে পারেন
আজই যোগাযোগ করুন

প্রশিক্ষণ ছাড়াই
ঘরে বসে আপনজনকে
সেবা দিয়ে অর্থ
উপার্জন করুন

৫জি আনলিমিটেড ইন্টারনেটসহ
স্যাংসাম গ্যালাক্সী ট্যাব
সম্পূর্ণ ফ্রি

সর্বোচ্চ পেমেন্টের নিশ্চয়তা

CALL: (718) 775-7852

SHAH NAWAZ MBA
President & CEO
Cell: 646-591-8396

Email: info@goldenagehomecare.com

Jackson Hts Office	Bronx Office	Yonkers Office	Jamaica Ave. Office
71-24 35th Avenue	831 Burke Avenue	558 E Kimball Ave	180-15 Jamaica Ave
Jackson Hts, NY 11372	Bronx, NY 10467	Yonkers, NY 10704	Jamaica, NY 11432
Ph: 718-775-7852	Ph: 347-449-5983	Ph: 718-844-4092	Ph: 718-785-6883
Fax: 917-396-4115	Fax: 347-275-9834	Fax: 917-396-4115	Fax: 917-396-4115

www.goldenagehomecare.com

‘প্রবাসে প্রাণের বাংলাদেশ’ চেতনার দৃপ্ত প্রত্যয়ে কানাডা’র মন্ট্রিয়ল-এ অনুষ্ঠিত হয়েছে অত্যন্ত সফল ৩৭ তম ফোবানা সম্মেলন

পরিচয় ডেস্ক: ‘প্রবাসে প্রাণের বাংলাদেশ’ চেতনার দৃপ্ত প্রত্যয়ে কানাডা’র মন্ট্রিয়ল-এ অনুষ্ঠিত হয়েছে ফেডারেশন অব বাংলাদেশি অ্যাসোসিয়েশন ইন নর্থ আমেরিকার (ফোবানা)র ৩৭ তম সম্মেলন।

মন্ট্রিয়লের লাভাল শেরাটন হোটেলের কনভেনশন সেন্টারে অত্যন্ত সফল ও সুচারু ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব মন্ট্রিল কানাডা’র আয়োজনে এবারেরর ৩৭তম এ সম্মেলনটি এযাবতকাল অনুষ্ঠিত ফোবানা সম্মেলনসমুহের মধ্যে অন্যতম সেরা সম্মেলন হিসেবে বিবেচিত হয়েছে অংশগ্রহণকারী অনেকের কাছে।

গত ১ সেপ্টেম্বর শুক্রবার মন্ট্রিয়ল-এর শেরাটন লাভাল হোটেলে শুরু হয়ে ৩ সেপ্টেম্বর রবিবার শেষ হয়। এবারের সম্মলনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কানাডায় নিযুক্ত বাংলাদেশের হাইকমিশনার ড. খলিলুর রহমান। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কানাডা পার্লামেন্ট সদস্য এ্যানি কেটেরাকিস।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন ফোবানার নির্বাহী কমিটির চেয়ারপারসন আতিকুর রহমান ও সাধারণ সম্পাদক ড. রফিক খান, এবারের হোস্ট কমিটির কনভেনর দেওয়ান মনিরুজ্জামান, হোষ্ট সংগঠন বাকি অংশ ৪৪ পৃষ্ঠায়

এআইয়ে প্রভাবশালী ১০০ ব্যক্তির তালিকায় বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত রুম্মান চৌধুরী

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত মার্কিন ডেটা সায়েন্টিস্ট ড. রুম্মান চৌধুরী টাইম ম্যাগাজিনের ১০০ প্রভাবশালী বাকি অংশ ৩৪ পৃষ্ঠায়

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার আঞ্চলিক পরিচালক পদে বঙ্গবন্ধুর নাতনি সায়মা ওয়াজেদ

পরিচয় ডেস্ক: সরকার বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (ডব্লিউএইচও) দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া অঞ্চল (এসইএআরও)-এর আঞ্চলিক পরিচালক পদে বঙ্গবন্ধুর নাতনি ও বাকি অংশ ৩২ পৃষ্ঠায়

স্কুল ছিল বিরক্তিকর, অঙ্ক করতে আলসেমি লাগত বিল গেটসের

সম্প্রতি এক পডকাস্ট সাক্ষাৎকারে ছাত্রজীবনের প্রথম দিককার কথা বলেছেন মাইক্রোসফটের সহপ্রতিষ্ঠাতা বিল গেটস। তিনি বলেন, ছোটবেলায় তাঁর অনুপ্রেরণা বাকি অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়

৫০ বছরের কম বয়সীদের ক্যানসার বাড়ছে ব্যাপক হারে, ৪ কারণ বললেন গবেষকেরা

পরিচয় ডেস্ক: গত তিন দশকে ৫০ বছরের কম বয়সী ব্যক্তিদের ক্যানসারে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়েছে প্রায় ৮০ শতাংশ। সাম্প্রতিক একটি গবেষণায় এই ভয়াবহ চিত্র উঠে এসেছে। ক্যানসার কেন বাড়ছে, সে সম্পর্কে বিশেষজ্ঞদের ধারণা, প্রাথমিক অবস্থায় থাকলেও চারটি সম্ভাব্য কারণের কথা বলেছেন গবেষকেরা। চিকিৎসা সাময়িকী বিএমজে অনকোলজিতে প্রকাশিত হয়েছে এ গবেষণাটি। খবর দ্য গার্ডিয়ানের।

গবেষণায় দেখা যায়, ১৯৯০ সালে বিশ্বে ক্যানসারে আক্রান্ত হয় ১৮ লাখ ২০ হাজারের মতো। তবে এই সংখ্যা ২০১৯ সালে বেড়ে দাঁড়ায় ৩৩ লাখের কাছাকাছি। এই রোগে ৪০ ও ৩০ বা তার চেয়ে কম বয়সীদের মৃত্যুর হার ২৭ শতাংশ বেড়েছে। গবেষণায় বলা হয়েছে, এখন ৫০ বছরের নিচে ১০ লাখের বেশি মানুষ প্রতিবছর ক্যানসারে মারা যান বলেও জানানো হয়েছে।

ক্যানসার আক্রান্তের সংখ্যা কেন উল্লেখযোগ্য হারে বেড়ে গেছে, সে সম্পর্কে বিশেষজ্ঞদের ধারণা এখনো প্রাথমিক পর্যায়ে বাকি অংশ ৪৮ পৃষ্ঠায়

ভূমিকম্পে মরক্কোতে কমপক্ষে ৮০০ মৃত্যু, শুধু লাশ আর লাশ

পরিচয় ডেস্ক: তীব্র শক্তিশালী ভূমিকম্পে মৃত্যুপুরীতে পরিণত হয়েছে মরক্কো। যতদূর চোখ যায়, শুধু ধ্বংসস্তূপ। তার পাশে অসহায়ের মতো আর্তনাদ করছেন সব হারানো মানুষজন। শুক্রবার দিনের শেষের দিকে ভয়াবহ ভূমিকম্পে সেখানে সরকারি হিসাবে কমপক্ষে ৮০০ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে। এখানে ওখানে ছড়িয়ে আছে মৃতদেহ। আহত হয়েছেন অসংখ্য মানুষ। এখনও ধ্বংসস্তূপের নিচে আটকে আছেন বিপুল পরিমাণ মানুষ। তাদের পরিণতি কী হয়েছে তা এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত জানা যায়নি। সবখানে ভবন ধসে পড়েছে। বড় শহরগুলোর মানুষজন বাড়িঘর ছেড়ে আশ্রয় নিয়েছে খোলাস্থানে।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বলেছে, নিহতের বর্তমান বাকি অংশ ৪৬ পৃষ্ঠায়

‘জাতপ্রথা’ নিষিদ্ধ হচ্ছে ক্যালিফোর্নিয়ায়

জাতিগত বৈষম্য নিষিদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়ার আইনসভা একটি বিল অনুমোদন করেছে। এখন গভর্নর সই করলেই বিলটি আইনে পরিণত হবে। গত মঙ্গলবার (৫ সেপ্টেম্বর) ৩১-৫ ভোটে পাস হওয়া বিলটি আনেন ডেমোক্রেটিক বাকি অংশ ৩২ পৃষ্ঠায়

লিবিয়া থেকে দেশে ফিরছেন ১৫১ বাংলাদেশি

লিবিয়া থেকে ১৫১ জন বাংলাদেশিকে আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থার (আইওএম) সহযোগিতায় দেশে ফেরত পাঠানো হয়েছে। তাদের অনেকে বেনগাজীর গানফুদা ডিটেনশন সেন্টারে আটক ছিলেন।

বাংলাদেশ বাকি অংশ ৩৪ পৃষ্ঠায়

মালয়েশিয়ায় অনুপ্রবেশের চেষ্টা, ২০ বাংলাদেশি গ্রেপ্তার

মালয়েশিয়ায় অনুপ্রবেশ চেষ্টার অভিযোগে বিভিন্ন দেশের ৩৬ জন নাগরিককে গ্রেপ্তার করেছে দেশটির ইমিগ্রেশন বিভাগ। তাদের মধ্যে ২০ বাংলাদেশি রয়েছেন। দেশটির কেলান্তান প্রদেশ থেকে ৩০ আগস্ট তাদের গ্রেপ্তার বাকি অংশ ৩২ পৃষ্ঠায়

FAUMA INNOVATIVE
CONSULTANCY GROUP
FAHAD R SOLAIMAN
PRESIDENT/CEO
OFFICE: 718.205.5195, CELL: 347.393.8504

কর্ণফুলী ট্রাভেলস
ASTA IATA Emirates
হজ্ব প্যাকেজ ও ওমরাহ্‌র ভিসাসহ নিজস্ব হোটেলের সুব্যবস্থা রয়েছে।
সৌদি হজ্ব মন্ত্রণালয় অনুমোদিত ট্রাভেল এজেন্ট।
37-16 73rd St. Suite # 201, Jackson Heights, NY11372
Phone: 718-205-6050, Cell: 917-691-7721
karnafullytravel@yahoo.com
VISA

আয়োজনে-অনুষ্ঠানে
আপনার প্রয়োজনে
খলিলের
Catering Service
বিয়ে
উৎসব
জন্মদিন
কর্পোরেট অনুষ্ঠান
আজই যোগাযোগ করুন
THE BRONX
JAMAICA
khalilsfood.com
+1 646-763-5073

সাপ্তাহিক পরিচয় এর বিজ্ঞাপনদাতাদের পৃষ্ঠপোষকতা করুন

আলাদীন
Aladdin
২৯-০৬ ৩৬ এভিনিউ, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৬
Tel: 718-784-2554

সাপ্তাহিক পরিচয়ে বিজ্ঞাপন দিতে চাইলে যোগাযোগ: ৯১৭-৭৪৯-১১৭৯

Wasi Choudhury & Associates LLC
INCOME TAX • ACCOUNTING • TAX AUDIT • BUSINESS SET UP
Wasi Choudhury, EA
Admitted to practice before the IRS
Member:
Cell: 718-440-6712
Tel: 718-205-3460, Fax: 718-205-3475
Email: wasichoudhury@yahoo.com
37-22, 61st Street, 1st FL, Woodside, NY 11377

Sarder Multi Services
Nuruzzaman Sarder, CEO
Sarder Tax & Accounting Inc.
TAX SERVICES: Individual/Personal Tax • Self Employed Tax
• Current Year/Prior Years (Amendment of Tax File)
ইমিগ্রেশন: Petition for Relatives • Apply for Citizenship Certificate
• Apply for Naturalization • Affidavit of Support • Green Card Renewal
sardertax2020@gmail.com
Sarder Driving School
DMV Express Service
New Plate Registration & Title Duplicate
Registration Surrender Plate
In Transit Plate
Address Change
License Renewal
TLC Renewal
Customize Plate
DDC Defensive Driving Course
আপনি কি বাংলাদেশে টাকা পাঠাতে চান?
small world
Choice
আমরাই সর্বোচ্চ রেট দিয়ে থাকি
আপনি কি বাংলাদেশে যেতে চান?
বিদেশ
আমরাই দিচ্ছি সবচেয়ে কমমূল্যে টিকেট
MEGA HOME REALTY INC.
BUY & SELL
আপনি কি বাড়ি ক্রয়/বিক্রয় করতে চান, তাহলে আজই আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন।
37-47 73rd Street, Suite# 207, 2nd Floor (King Plaza), Jackson Heights, NY 11372
Ph: 917 379 4125
Open 7 DAYS A WEEK